THE

BENGĀLĪ READER;

CONSISTING OF

EASY SELECTIONS FROM THE BEST AUTHORS:

WITH A

TRANSLATION; AND VOCABULARY

OF ALL THE WORDS OCCURRING IN THE TEXT

A NEW EDITION,

THOROUGHLY REVISED AND CORRECTED,

BY

DUNCAN FORBES, LL.D.,

LATE PROFESSOR OF ORIENTAL LANGUAGES IN KING'S COLLEGE, LONDON, MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN AND IRELAND, AND AUTHOR OR EDITOR OF SEVERAL WORKS ON THE PERSIAN, HINDUSTANI, AND BENGALI LANGUAGES.

LONDON:

WM. H. ALLEN & Co., 13, WATERLOO PLACE, S.W.

1862.

PREFACE.

THE following Selections, originally compiled by SIR GRAVES CHAMNEY HAUGHTON about 1822, served as a text-book for beginners in the study of the Bengālī language, at Haileybury College till about 1835, when PROFESSOR WILSON, then appointed College Examiner, substituted Sanskrit for Bengālī. It naturally followed, then, that for more than the last quarter of a century the Bengālī, in this country, became "an unknown tongue," until the study of it was very properly revived a year or two back.

In selecting a text-book to meet the demand of the present day, and to serve as a companion to my Bengālī Grammar recently published, I did not see that I could do better than reproduce SIR G. HOUGHTON's work (now out of print), thoroughly revised and corrected throughout. For a long list of errata in the text, and of omissions and inaccuracies in the Vocabulary, I am indebted to my friend F. JOHNSON, Esq., late Professor of Sanskrit, and previously Professor of Bengālī, in Haileybury College.

A very cursory inspection of the Vocabulary will demonstrate how much the Bengālī language is indebted to its parent, the Sanskrit. Of words derived from the latter source, scarcely any but verbs and pronouns are in the least corrupted. Of foreign words the admixture is very trifling, except in the practical style (see Grammar, § 124, c.) Hence even a slight acquaintance with the Sanskrit will be found to be of the greatest service to any one learning this language. The same remark is equally applicable to the other Hindū dialects to the north of the Indian peninsula.

In turning the stories into English, the intention has been to assist the Student so far as to enable him to acquire a fair knowledge of the language "proprio marte," *i.e.* when he has no access to a teacher. He is requested, however, to have recourse to the translation as rarely as possible, for it never was intended to supersede the necessity of referring to the Vocabulary for the sense of every word. Owing to the difference of idiom between the Bengālī and our own language, a general adherence to the turn of expression in the original has been sufficient to cramp the English version; but to have essentially varied from the literal sense of the text, for the sake of rendering the English more idiomatic and easy, would have defeated the object for which it was undertaken. It is hoped, however, that the translations will answer the purpose for which they were designed, namely, to enable the industrious student to gain a right knowledge of the force of the original, but in such a way as to be subordinate to the indispensable habit of referring to the dictionary.

The choice of specimens has been guided by the desire of affording a variety of styles. The popular work called "The Tales of a Parrot," is written in a style at once easy and elegant. The stories from the "Batrish Puttalikā" and the "Purush-Parīkhyā" being translations from the Sanskrit, are composed in what I have described in my Grammar (§ 124 c.) as the practical style.

Considerable difficulties have always presented themselves in selecting prose subjects from the Oriental languages, to be put in the hands of beginners. The most simple narrations are evidently those which are most desirable to commence with, as the connexion and unity of design in such compositions are extremely favourable to their being easily comprehended. These requisites, therefore, are a matter of the first importance in languages so dissimilar in structure and genius from those of Europe. But works possessing these advantages afford in other respects but little interest,

as they are such as have been written for the entertainment of the most limited capacities,—for the populace, or for children. Eastern history, though possessing the essential excellence of impartial veracity, as far as this quality can depend upon the historian, is seldom, if ever, written in a simple and chaste manner becoming the dignity of the subject. From this charge, however, I must exempt the "History of Krishna Chandra," and, perhaps, more recent compositions of which I have not yet heard. Bengālī poetry is generally too difficult; the love of hyperbole and far-stretched metaphor, and the many recondite conceits with which it usually abounds, unfit it, particularly, as a help to rudimental instruction. Hence, in selecting stories there is scarcely anything like an intermediate style; it is but one step from the extravagant inventions, which delight the vulgar, to the wide waste of metaphysics, or the subtilely curious and often vain distinctions of dialectics. And even here the line is not very accurately drawn by their writers; for the very same collection of popular stories will often be found to embrace fictions only fit for the entertainment of childhood, and matters which frequently transcend the comprehension of the most profound reasoner: a peculiarity marking a people of strong, but undisciplined, imaginations, and familiarly prone to abstract speculations. Yet it would be particularly unfair to judge of the intellectual powers of any people by works confessedly written to amuse the vulgar.

Whatever tends to facilitate our intercourse with the Natives of India, must be conducive to their intellectual and moral improvement, as well as to their worldly happiness; and it therefore becomes a matter of paramount importance, that Her Majesty's Servants should be well acquainted with the language that may be vernacular within the range of their duties. Such elementary works as the present acquire, under this point of view, a degree of consequence that is not to be estimated by their intrinsic

merit. What is rudimental should be easy; and what possesses this indispensable requisite can scarcely be deserving of much critical severity. If these stories can be made the means of facilitating the acquisition of the language, every design intended by their publication is fulfilled; and any deficiency of elegance or taste, either in the authors or the translator, will, it is hoped, be fully compensated by the evident utility of the work.

I am not aware of more than one error of importance, that has crept into the text when the work was going through the press. It is at the end of page 58—instead of যে; (with a semi-colon) read যে প্রভু, (with a comma after *prabhu*).

D. FORBES.

58, Burton Crescent,
March, 1862.

CONTENTS.

THE TALES OF A PARROT.

FOUR STORIES TAKEN FROM THE COLLECTION
ENTITLED
THE STORIES OF THE THIRTY-TWO IMAGES OF VIKRAMĀDITYA.

FOUR STORIES TAKEN FROM THE WORK
ENTITLED
THE TOUCHSTONE OF MEN.

॥ তোতইতিহাস সংগ্রহহইতে ॥

॥ প্রথম ইতিহাস ॥

॥ ময়মুন্ জন্মও খোজেস্তার প্রেমগ্রস্ত হওয়ার বিবরণ ॥

পূর্ব্ব কালের ধনবানেরদের মধ্যে আমদ্সুল্তান্ নামে এক জন ছিলেন. তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্যসামন্ত ছিল. এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হস্তী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজির থাকিত. কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না. এই কারণ তিনি, দিবারাত্রি, ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে, ঈশ্বরপূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া, সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন. কতক দিবস পরে ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন, চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন. আমদ্সুল্তান্ ঐ সন্তান পাইয়া বড় প্রফুল-চিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া, বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন. যখন সেই বালকের সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রম হইল, তখন আমদ্সুল্তান্ এক জন বিদ্বান্ লোকের স্থানে পড়িবার জন্যে সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন. কতক দিবসেতে সেই বালক

আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া, সমাপ্ত করিয়া, রাজ সভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন. তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন.

আমদ্‌ সুল্‌তান্‌ সেই বালকের নাম ময়মুন্‌ রাখিয়া, খোজেস্তা নামে সুন্দরী সূর্য্যমুখী চন্দ্রের ন্যায় শরীর এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন. তাহারদের স্ত্রী পুরুষ দুই জনেতে যথেষ্ট প্রীতি হইল. প্রতি দিন তাহারা একত্র আহ্লাদ ও আমোদে থাকেন, ও ভোজন করেন, ও নিদ্রা যান. এক দিবস ময়মুন্‌ পাল্কিতে আরোহণ করিয়া, বাজারের কৌতুক দেখিতে গেলেন. বাজারের মধ্যে এক ব্যক্তি তোতাবিক্রেতা তোতার পিঞ্জর হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল.. ময়মুন্‌ তাহাকে দেখিয়া কহিলেন যে এই তোতার মূল্য কত হইবেক? তোতা-বিক্রেতা উত্তর করিলেক ইহার মূল্য মবলগে একসহস্র মুন্‌. ইহা শুনিয়া ময়মুন্‌ জবাব্‌ দিলেন, যে জন বড় নির্ব্বোধ অজ্ঞান ক্ষিপ্ত, সেই জন এই এক মুষ্টি পাখা বিড়ালের এক গ্রাসকে এত মূল্য দিয়া ক্রয় করে. তৎক্ষণে তোতা বিবেচনা করিল, যদি এই ধনবান বড় মনুষ্য আমাকে ক্রয় না করেন, তবে আমার বড় দুর্দ্দশা হইবেক. জ্ঞানী ও উত্তমেরদের সভাতে থাকিলে বুদ্ধির বৃদ্ধি হয়.

তোতা ইহাই ভাবিয়া জবাব্‌ দিল, ও হে যুবা রূপবান উপযুক্ত ধনবান শুন; আমি তোমার দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পাখা এবং বিড়ালের এক গ্রাস বটি; কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আকাশে উড়িতে পারি, এবং সৎকথকেরা আমার মিষ্ট ভাষা শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত থাকেন; আর আগত কল্য যে কার্য্য হইবে তাহা আমি অদ্য বলিতে পারি; তাহার প্রমাণ এই, শুন. কাবল্‌ দেশহইতে সয়-দাগর এই দেশে সম্বুল্‌ ক্রয় করিতে আসিবেন. অত এব তুমি এই দেশের সম্বুল্‌ সমস্ত কিনিয়া এক গৃহে জমা করিয়া রাখহ, তবে এই বাণিজ্যেতে বিস্তর

লাভ পাইবা. ময়মুন্ তোতার এই সব বাক্য শুনিয়া এক সহস্র হুন্ দিয়া, তোতাকে ক্রয় করিয়া, আপন বাটীতে লইয়া গেলেন. পরে ময়মুন্ ঐ দেশের সমস্ত সম্বুলবিক্রেতাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যে সমস্ত সম্বুলের মূল্য কি হইবেক? সম্বুল বিক্রেতারা কহিলেক, যে এ সকল সম্বুলের দর দশসহস্র হুন্ হইবে. ময়মুন্ তৎক্ষণাৎ আপন ভাণ্ডারহইতে দশসহস্র হুন্ দিয়া সকল সম্বুল্ ক্রয় করিয়া এক বাটীতে একত্র রাখিলেন.

তৃতীয় দিবসের পর তোতার কথনানুযায়ী কাবল্ দেশহইতে সয়দাগরেরা পঁহুছিয়া, সকল স্থানেতে সম্বুলের বিস্তর অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোথাও সম্বুলের চিহ্ন না পাইয়া, সেখানকার সয়দাগরেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইয়া, ময়মুনের সাক্ষাতে আসিয়া, পঞ্চাশ সহস্র হুন্ দিয়া, সেই সমস্ত সম্বুল্ ক্রয় করিয়া লইয়া, আপনারদের দেশে গমন করিলেন. ময়মুন্ তোতার বাক্য যথার্থ পাইয়া, বড় তুষ্ট হইয়া, তোতার শরীরের একাকির ভয় দূর হইবার জন্যে এক সারী পক্ষিণী ক্রয় করিয়া দুই পক্ষিকে একত্র রাখিলেন. জ্ঞানিরা কহিয়াছেন যে আপন২ জাতিতে প্রণয় হয়, তাহার নিদর্শন এই; "কপোত কপোতের এবং বাজ বাজের সহিত উড়ে." অত এব তোতাতে আর সারিতে একত্র থাকিয়া উভয়ে তুষ্ট রহিল.

এক দিবস ময়মুন্ খোজেস্তাকে কহিলেন, যে কিছু কালের জন্য নদী আর বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করি; কিন্তু যাবৎ আমি বাহুড়িয়া না আইসি, তাবৎ যখন তোমার যে কার্য্য প্রয়োজন হয় তখন তুমি তোতা আর সারীকে জিজ্ঞাসা করিবা; ইহারদের পরামর্শ আর অনুমতি ব্যতিরেক কোন কর্ম্ম করিও না. এইরূপ কএক কথা কহিয়া ময়মুন্ বিদেশে গমন করিলেন. ময়মুনের যাওনের পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের বিচ্ছেদেতে বড় দুঃখিত চিত্ত হইয়া, দিবারাত্রি নিদ্রা যাইতেন না, আর ভোজন করিতেন না. তোতা

প্রত্যহ উত্তম উপন্যাস কহিবার দ্বারা, খোজেস্তার মনের দুঃখ দূর করিতেন. এই মতে ষষ্ঠ মাস গত হইল.

পরে এক দিবস খোজেস্তা স্নান এবং শরীরের লাবণ্য করিয়া, অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়া, গবাক্ষের দ্বারহইতে পথের কৌতুক দেখিতেছিলেন. ইতিমধ্যে অন্য দেশহইতে এক রাজকুমার ভ্রমণার্থ ঐ সহরে উপস্থিত হইয়াছিলেন. খোজেস্তার সূর্য্যতুল্য বদন দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইলেন; এবং খোজেস্তা ও রাজপুত্রকে দৃষ্টি করিয়া তদনুরূপ হইলেন. তাহার পর রাজার বালক এক কুট্টনীর দ্বারা গোপনে খোজেস্তার নিকট বাক্য প্রেরণ করিলেন, যে এক রাত্রি চারি দণ্ডের কারণ আমার বাটীতে আইসেন, তাহার বদলে লক্ষ দুন্ মূল্যের এক অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দিব. খোজেস্তা প্রথম স্বীকার করিলেন না; পরে কুট্টনীর বহুবিধ ভুলানেতে সম্মত হইয়া উত্তর করিয়া পাঠাইলেন; দিবসে গন্তব্য নয়, অর্দ্ধরাত্রি গতে রাজকুমারের নিকটে আমি পঁহুছিব.

পরে রজনীতে খোজেস্তা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া সারীর সম্মুখে আসিয়া, চৌকির উপরে বসিয়া, মনের মধ্যে বিবেচনা করিলেন; যে আমি স্ত্রী, এবং সারী ও স্ত্রী, এ সব কার্য্যেতে সারী আমার কথা শুনিয়া রাজনন্দনের নিকট আমাকে যাইতে অনুমতি দিবেক. ইহা বুঝিয়া সমস্ত বিস্তারিত সারীকে গোচর করিলেন; পরে সারী নীতিবাক্য দ্বারাতে কহিলেক, যে এ কর্ম্ম স্ত্রীজাতির অতি অকর্ত্তব্য, ইহাতে বড় দুর্নাম হইবা, আর লজ্জা পাইবা. খোজেস্তা প্রীতিতে ক্ষিপ্তবৎ হইয়াছেন, অত এব সারীর নিষেধে অতি ক্রোধিত হইয়া দুই পদে অতিদৃঢ় করে ধরিয়া, সারীকে ভূমিতে এমত আছাড়িলেন যে সারীর প্রাণ শরীরহইতে ত্যাগ করিলেক. সেই সারী মরিলে পরে সারীর পিঞ্জর খালি পড়িয়া রহিল.

পরে খোজেস্তা সেই কোপ থাকিতে২ তোতার নিকট পঁহুছিয়া, আপন

মনের কথা আর সারীর মরণের কথা বিস্তারিত করিয়া, তোতাকে জ্ঞাত করাইলেন. তোতা জ্ঞানী জ্ঞাত হইয়া মনে বিচার করিলেক, যে যদ্যপি আমি সারীর মত বারণ করি তবে নিশ্চয় মরিব. এই শঙ্কা প্রযুক্ত অতি কোমল বাক্যে খোজেস্তাকে তোতা কহিতেছে, শুন খোজেস্তা, সারী স্ত্রী পক্ষিণী, কেন তুমি বিশেষ কথা তাহাকে কহিয়াছিলা? সে অনুচিত করিয়াছ. জ্ঞানিরা কহিয়াছেন, যে বিস্তর স্ত্রীজাতি নির্ব্বোধ হয়, বিশেষ কথা সকল ইহারদের নিকট প্রকাশ করা উপযুক্ত নয়; কিন্তু তুমি এখন এই অন্যে ভাবিত হইও না; যাবৎ আমার প্রাণ শরীরে আছে, তাবৎ তোমার কার্য্যেতে আমি চেষ্টা করিব; এবং সহকারিতা করিয়া, তোমার মনোবাঞ্ছা যে প্রকারে পূর্ণ হয় তাহা আমি করিব. কিন্তু ঈশ্বর ইহাই করেন, যে এই সম্বাদ তোমার স্বামী শুনিয়া তোমার সহিত বিচ্ছেদ না করেন; তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতা যেমত তাহারদের পতি পত্নীতে মিলাইয়া দিয়াছিল, তেমন আমি তোমারদের স্ত্রী পুরুষেতে প্রীতি ও মিলন করিয়া দিব. খোজেস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, ফরোখবেগের তোতার ইতিহাস কি প্রকার? তাহা বিস্তারিত করিয়া কহ, তবে আমি তোমাকে তুষ্ট হইব.

পরে তোতা কহিতে লাগিল; এক দেশে ফরোখবেগ নামে এক সয়দাগর ছিলেন; তাহার গৃহেতে এক জ্ঞানী তোতা থাকিত. সয়দাগরের বিদেশ গমন উপস্থিত হইল, ইহাতেই সেই সয়দাগর আপনার সকল অর্থ এবং আর২ দ্রব্য সামগ্রী সকল তোতাকে সমর্পণ করিয়া, বাণিজ্যার্থে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে গেলেন; এবং বাণিজ্যের কারণ সেখানে কিছু দিবস রহিলেন. এখানে সয়দাগরের স্ত্রী এক মোগোলের পুত্রের সহিত প্রণয় করিয়া, প্রতি দিবস তাহাকে রাত্রিতে আপন বাটীতে আনিয়া, গৃহে এক শয্যাতে দুই জন প্রাতঃকালাবধি থাকিত. তোতা ইহারদের কর্ম্ম দেখিয়া আর বাক্য শুনিয়া, অন্ধ ও

বধিরের ন্যায় থাকেন. সার্দ্ধ বৎসরের পরে সয়দাগর বাটী আসিয়া,বিস্তারিত সকল সম্বাদ তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তোতা গৃহের আর২ সমস্ত সম্বাদ সয়দাগরকে কহিল, কিন্তু কেবল সেই স্ত্রীর মোগোল্‌পুত্রের সহিত মন্দ বিষয়ের কথা কহিল না ; তাহার কারণ এই কি জানি পাছে ইহারদের স্ত্রী পুরুষে বিচ্ছেদ হয়.

পরে দুই সপ্তাহ গতে সয়দাগর প্রতিবাসী লোকেরদের প্রমুখাৎ আপন স্ত্রীতে মোগোল্‌পুত্রের যে বিষয় হইয়াছিল, তাহা জ্ঞাত হইয়া চমৎকৃত হইলেন. এ সব পাপ কর্ম্ম কদাচ গোপনে থাকে না. অত এব জ্ঞানিরা কহিয়াছেন, যে কস্তুরী আর প্রীতিকে কেহ গোপনে রাখিতে পারে না. কেননা কস্তুরীহইতে সৌরভ নির্গত হয়, ও প্রীতি বাক্যেতে প্রকাশ হয়. তারপর সয়দাগর আপন গৃহিণীর উপর বিরক্ত হইয়া নিগ্রহ করিলেন. সেই স্ত্রীলোক মনে২ অনুমান করিলেক যে আমার রীতের সমস্ত কথা তোতা জ্ঞাত ছিল, এই কারণ তোতা আমার স্বামির নিকট সকল প্রকাশ করিয়াছে. অত এব তোতাকে শত্রু বোধ করিয়া, এক দিবস অর্দ্ধরাত্রেতে অবকাশ পাইয়া, তোতার সমস্ত পাখা উৎপাটন করিয়া, বাটীহইতে বাহিরে ক্ষেপণ করিয়া, দাস ও দাসীরদিগের চেঁচাইয়া কহিলেন, যে তোতাকে বিড়ালে লইয়া গিয়াছে. পরে সেই স্ত্রী মনে করিলেক যে তোতা মরিয়া থাকিবেক. কিন্তু তোতার কিঞ্চিৎ প্রাণ অবশিষ্ট ছিল ; উপরহইতে নীচে পড়াতে বড় ব্যথিত হইয়াছিল. এক দণ্ড গতে তোতা কিছু বল পাইল. সেই স্থানে অনেক গোর ছিল ; তাহার এক গোরের গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কএক দিবস স্থিত হইয়া, কিন্তু দিবাতে ক্ষুধিত থাকিত, রাত্রিযোগে গর্ত্তহইতে বাহিরে আসিয়া, বিদেশী ব্যক্তিরা ঐ স্থানে উপনীত হইয়া যে সামগ্রী ভোজন করিত তাহার অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তোতা তাহাই ভক্ষণ করিত; এবং গর্ত্তে যে জল থা-

কিত, তাহাই পান করিত. কএক দিবসান্তে তোতার সমুদায় পাখা বাহির হইল; এক গোরহইতে দ্বিতীয় গোরে উড়িয়া বসিতে পারিত, এবং শস্য সকল খুঁটিয়া খাইতে পারিত.

যে রজনীতে সয়দাগরের স্ত্রী তোতাকে ফেলাইয়া দিয়াছিল, প্রাতঃকাল হৈলে পর সয়দাগর শয্যাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জর সমীপে আসিয়া দেখিলেন, যে তোতা পিঞ্জরেতে নাই. ইহাই দৃষ্ট হইবামাত্র বড় শব্দ করিয়া, হস্তাদি ভূমিতে ক্ষেপণ করিয়া, অন্তঃকরণে বড় ভাবিত থাকিয়া, তোতার বিচ্ছেদে দিবারাত্রি ভোজন শয়ন ত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর উপর কোপিত হইয়া, তাহার বাক্য প্রত্যয় না করিয়া, দমন দ্বারা বাটীহইতে বাহির করিয়া দিলেন. সেই স্ত্রী আলয়হইতে বাহির হইয়া, বিবেচনা করিলেন, যে আমার স্বামী আমাকে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন; যদি আমাকে নগরস্থ-লোক দেখে, তবে নিন্দা করিবেক; অত এব উচিত হয় যে বাটীর নিকটস্থ গোর আছে, তার মধ্যে প্রবেশ করি; আহার নিদ্রা না করিলেই মরিব. ইহাই বুঝিয়া সয়দাগরের পত্নী গোরের ভিতর প্রবেশ করিয়া, এক দিবস নিরাহারে রহিলেন. যখন নিশা হইল তখন তোতা সুড়ঙ্গহইতে বাহির হইয়া কহিল, ও স্ত্রীলোক শুন; তোমার শরীর আর মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া, চতুর্বিংশতি দিবস অনাহারে এই গোর মধ্যে থাক, তবে তুমি আপন বয়ঃক্রমেতে যে পাপ করিয়াছ তাহা ক্ষমা করিযা, তোমারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিব.

সয়দাগরের স্ত্রী এই শব্দ শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মনে করিলেন, যে কোন সত্যবাদী ঈশ্বরপূজক ব্যক্তির গোর হইবেক; অবশ্য ইনি আমার ঘাটি ক্ষমা করিয়া, আমার স্বামির সহিত আমাকে মিলাইয়া দিবেন. তারপর সেই স্ত্রীলোক আপন মস্তকের কুন্তল ছেদন করিয়া, কএক দিন সেই গোর-

মধ্যে রহিলেন. তারপরে এক দিবস তোতা কবরের সুড়ঙ্গহইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, ও স্ত্রীলোক শুন; তুমি বিনাপরাধে আমার সকল পক্ষ উৎপাটন করিয়া, বড় দুঃখ দিয়াছ, ভাল, যাহা আমার ললাটে ছিল, তাহা তুমি করিয়াছ; কিন্তু আমি তোমার অনেক লবণ ভক্ষণ করিয়াছি; একারণ তোমার কার্য্যেতে আমি ভাল করিব; এবং তোমার কর্ত্তার ক্রীত তোতা আমি, তুমি আমার কর্ত্রী বট, গোরের সুড়ঙ্গহইতে সব কথা আমি তোমাকে কহিয়াছিলাম, যে তোমার শরীরের এবং মাথার কেশ মুণ্ডন কর, তবে তোমার পতির সহিত তোমার প্রীতি করিয়া দিব; কিন্তু আমি তোমার লবণ রুটিরদিগে দৃষ্টি করিয়া, তোমার স্বামির নিকটে তোমার কোন মন্দ কথা কহি নাহি; ইহা যথার্থ কহিতেছি, বরং তুমি দেখ আমি এই ক্ষণেই তোমার আলয়ে তোমার পতির নিকট যাইতেছি, এবং যে প্রকারে তোমারদের স্ত্রী পুরুষে ঐক্য হয়, তাহা করিতেছি.

তোতা ইহাই বলিয়া সয়দাগরের বাটীতে যাইয়া সাক্ষাতে সেলাম করিয়া আশীর্ব্বাদ দিলেক, যে আপনকার ধন আর পরমায়ুর বৃদ্ধি হউক. সয়দাগর তোতাকে প্রথম চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, যে তুমি কে বট? কোথাহইতে আসিলা? কিঞ্চিৎ পরে আপন তোতা জানিয়া বলিলেন, হে তোতা এত দিবস কোথায় এবং কার গৃহে ছিলা? তাহা কহ, এবং আপন দশার বিস্তারিত কহ. তোতা উত্তর করিলেক, যে আমি তোমার সেই পুরাতন তোতা, আমাকে পিঞ্জরহইতে বিড়ালে লইয়া আপন উদর পিঞ্জরে রাখিয়াছিল. সয়দাগর কহিলেন, ও তোতা তবে তুমি পুনরায় কিরূপে বাঁচিলা? তোতা উত্তর করিলেক, যে তুমি আপন পত্নীকে বিনা দোষেতে বাটীহইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলা; তিনি বাহির হইয়া গোরমধ্যে চতুর্ব্বিংশতি দিবস উপবাসী থাকিয়া, বিস্তর রোদন করিলেন; অত এব ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তাহার অত্যন্ত দু-

পাতে অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে বাঁচাইয়া কহিলেন, হে তোতা, তুমি সকল বিষয়ে সাক্ষী আছ; অত এব সয়দাগরের নিকট যাইয়া, তাহারদের পতি পত্নীতে মিলন করিয়া দেও.

সয়দাগর ইহাই শুনিয়া, শীঘ্র অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া, স্ত্রীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, যে ও প্রিয়তমা, আমি তোমাকে নিরপরাধে দুঃখ দিয়াছি; ভাল কার্য্য করি নাই; ইহাতে আমার যথোচিত অপরাধ হইয়াছে, তুমি ক্ষমা করিয়া, বাটী চলহ. পরে সয়দাগরের স্ত্রী বাটী যাইয়া, তাহারদের স্ত্রী পুরুষে দুই জনে মিলন হইয়া, বিস্তর আমোদিত আহ্লাদিত হইলেন. ময়মুনের তোতা সয়দাগরের তোতার এই উপাখ্যান জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন, যে খোজেস্তা, তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, রাজ পুত্রের পার্শ্বে যাও, তবে তোমার করার্ মিথ্যা হইবেক না. ঈশ্বর করেন যেন এ সংবাদ তোমার স্বামী শুনেন না. একান্ত যদি তিনি জ্ঞাত হন, তবে ফরোখবেগ সয়দাগরের তোতার ন্যায় মিলন আর প্রীতি করিয়া দিব. খোজেস্তা এই বাক্যেতে সন্তুষ্টা হইয়া, রাজকুমারের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিলেন. ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল খোজেস্তা সমস্ত রাত্রি ইতিহাস শ্রবণেতে অনিদ্রিত ছিলেন; অত এব শয়ন করিতে শয্যোপরে গমন করিলেন.

॥ দ্বিতীয় ইতিহাস ॥

॥ এক জন চৌকিদার রাজা তেবরস্তানের সহিত হিতকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার প্রসঙ্গ এই ॥

যখন দিবা গত রাত্রি উপস্থিত হইল, তখন খোজেস্তা বহুমূল্য শয্যা-হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী আর ফলাদি আনাইয়া, ভোজন করিয়া, আপন চন্দ্রতুল্য বদন সাজাইয়া, স্বর্ণ রূপ্যের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক পক্ষির সমীপে আসিয়া, রাজপুত্রের নিকট যাইতে বিদায় চাহিলেন. শুক কহিলেক যে তুমি মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইও না; আহ্লাদিত থাক; আমি তোমার কর্ম্মে চেষ্টিত আছি; তোমাকে রাজপুত্রের নিকট পহুঁছাইব; কিন্তু রাজপুত্রের যে প্রীতি আর ভালবাসা তোমাতে আছে, তাহা তুমি হৃদয়ে রাখিবা; যেমন চৌকিদার আপন মনেতে তেবর-স্তান রাজাকে ভরসা প্রাপ্য করিয়া, ধন পাইয়াছিল; তুমি তদ্রূপ রাজ-পুত্রকে ভাবনা করিও তবে তাহাকে অবশ্য পাইবা. খোজেস্তা ইহা শুনিয়া, শুককে প্রশ্ন করিলেন, যে তেবরস্তান রাজার উপাখ্যান কিরূপ? তাহা কহ.

শুক উত্তর করিল, যে পূর্ব্বের মনুষ্যেরা এবং মন্ত্রীরা এমত কহিয়াছেন; যে রাজা তেবরস্তান এক দিবস আপন সভা স্বর্গের ন্যায় সাজাইয়া, উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন এবং নানাপ্রকার মদ্য মাংস ভক্ষ্য দ্রব্য সভামধ্যে রাখিয়া, ঐ দেশীয় রাজপুত্র ও মর্য্যাদক ও পণ্ডিত ও শিক্ষাগুরুরদিগকে সেই স্থানে উ-পস্থিত করিয়া, রাজা তেবরস্তানের সেই সব উত্তম দ্রব্য তাহারদিগকে ভোজন করাইতেছিলেন. ইতি মধ্যে অকস্মাৎ সেই স্থানে এক জন বিদেশী উপস্থিত

হইল. তদনন্তর রাজসভাস্থ প্রধানেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে তুমি কে? কোথাহইতে আসিয়াছ? কি কার্য্য কর? সেই ব্যক্তি উত্তর করিলেক, যে আমি তলোয়ার মারিতে আর ব্যাঘ্র ধরিতে পারি; ইহা ব্যতিরেক আরং রূপ শিল্প কর্ম্ম জ্ঞাত আছি; এবং তীর এমত মারিতে পারি যে আমার তীর কঠিন প্রস্তরেতে ছিদ্র করিয়া নির্গত হয়. এবং খজেন্দর্ নামা এক জন ধনবান্ আছেন; আমি কিছু দিবস তাহার নিকটে চাকর ছিলাম; কিন্তু খজেন্দর্ আমার কিছু গুণ বিবেচনা করিয়া, বুঝিলেন না; অত এব আমি তাহার চাকরি ত্যাগ করিয়া, মহারাজ তেবরস্তানের নাম শুনিয়া, তাহার নিকট চাকরি করিতে আসিয়াছি. মহারাজা তেবরস্তানের এই কথা শুনিয়া রাজদর্বারের লোকেরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, যে এই ব্যক্তিকে চৌকিদারি কর্ম্মে নিযুক্ত কর. পরে কর্ম্মকর্ত্তারা রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে চৌকিদারি চাকরিতে নিযুক্ত করিলেন.

সেই জন প্রত্যহ রাত্রিতে এক পদে দাড়াইয়া রাজার অট্টালিকার দিগে দৃষ্টি করিয়া থাকে. এক দিবস অর্দ্ধরাত্রির পরে রাজা উপর ঘরের ছাতে বেড়াইয়া, সকল দিগে দৃষ্টি করিতেং নীচেতে দেখিলেন, যে এক জন এক পাদে দাড়াইয়া রহিয়াছে. রাজা তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে বট? অর্দ্ধ নিশাতে কিকারণ এক পদে দাড়াইয়া আছ? চৌকিদার কহিলেক, যে রাজদর্শনার্থে আকাঙ্ক্ষিত ছিলাম, অদ্য আমার ভাগ্যের সহকারেতে দর্শন করিয়া, বড় আহ্লাদিত আমোদিত হইলাম. রাজা আর চৌকিদারেতে এই কথোপকথন হইতেছিল; ইতিমধ্যে মাঠের দিগহইতে এক শব্দ রাজার কর্ণ-কুহরে পহুঁছিল. সে শব্দ এই, এক জন কহিতেছে, যে আমি যাইতেছি, কে এমত মনুষ্য আছে যে আমাকে ফিরাইবে? ইহা শুনিয়া, রাজা বি-স্মিত হইয়া চৌকিদারকে কহিলেন, যে ওহে চৌকিদার, এ শব্দের বৃত্তান্ত

তুমি কিছু জানহ? চৌকিদার উত্তর করিল, ও মহারাজ, কএক দিবস রাত্রিযোগে এইরূপ শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু চৌকিদারি কর্ম্মেতে থাকিতে কারণ গমন করিয়া, জ্ঞাত হইতে পারি না, যে এ শব্দ কাহার? যদি আপনি আজ্ঞা দেন, তবে অতি শীঘ্র গমন করিয়া, শব্দের নিশ্চয় জানিয়া, তোমার দাসেরদের সাক্ষাতে বিস্তারিত নিবেদন করিতে পারি. রাজা কহিলেন, শীঘ্র যাইয়া, সম্বাদ আনহ. চৌকিদার রাজাজ্ঞা পাইয়া, তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন.

পরে রাজা কৃষ্ণবর্ণ এক কম্বলেতে শরীর ঢাকিয়া, চৌকিদারের পশ্চাৎ গেলেন. চৌকিদার সেস্থানে পহুঁছিয়া দেখিল, যে পথমধ্যে এক সুন্দরী দাড়াইয়া কহিতেছে, যে আমি যাইতেছি, আমাকে কে ফিরাইবেক? ইহা শুনিয়া, চৌকিদার প্রশ্ন করিলেক, যে ও স্ত্রীলোক তুমি এমত কথা কেন কহিতেছ? সে স্ত্রীলোক উত্তর করিলেক, যে আমি রাজা তেবরস্তানের পরমায়ুর প্রতিমূর্ত্তি রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে; অত এব আমি যাইতেছি. চৌকিদার ইহা শুনিয়া কহিলেন, তুমি রাজার পরমায়ু; এখন তুমি কিরূপে বাহুড়িয়া থাকিবে? প্রতিবিম্ব কহিলেন, শুন হে চৌকিদার, যদ্যপি তুমি আপন পুত্রকে রাজার পরমায়ুর বদলেতে আমার সম্মুখে বলিদান দেও, তবে আমি অবশ্য ফিরিয়া থাকিব; রাজাও কতক কাল বাঁচিয়া থাকিবেন, কদাচ শীঘ্র মরিবেন না.

চৌকিদার ইহা শুনিয়া, তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেক, যে যদি আমার প্রাণ আর আমার পুত্রের প্রাণ এই দুই দিলেও রাজা রক্ষা পান, তবে অবশ্য দিব; কিন্তু তুমি মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর, আমি বাটী যাইয়া, আপন সন্তানকে আনিয়া, তোমার সাক্ষাতে বলিদান করি. ইহা বলিয়া, চৌকিদার আপন গৃহেতে যাইয়া, এই সমস্ত কথা বড় পুত্রকে অবগত করিলেক. তদনন্তর সেই পুত্র সৎবিবেচক জ্ঞানী ইহাই শুনিয়া, উত্তর করিল, যে রাজা

তেবরস্তানের অতি বিচারক ও প্রজা পালক দৈন্য দুঃখ দুরকর্ত্তা, যদি আমাকে বলিদান করিলে তিনি রক্ষা পান, এ বড় উত্তম প্রকরণ; কেননা আমার মরণেতে ক্ষতি নাহি, এ রাজার মন্দ হইলে আর কোন দুর্জন ব্যক্তি রাজা হইবেন; তাহার দুষ্টতাতে সহস্রং লোক নাশ হইয়া দেশ ওএরাণ হইবেক. রাজা তেবরস্তানের বাঁচিলে সহস্রং প্রজালোকেরদিগের সুখ, এবং দেশের আবাদ্ হইবেক. ও আমি শিক্ষাগুরুর স্থানে শুনিয়াছি, তিনি এক দিবস চৌবাটীর পড়ুয়ারদিগকে কহিতেছিলেন, যে রক্ত সমভিব্যাহৃত লোকেরা যদি বিচারক রাজার প্রাণ রক্ষার্থে এক জন প্রজাকে নষ্ট করে, ইহাতে পাপ হয় না. ঈশ্বর করেন যে এমত রাজা না মরেন, আর অবিচারক রাজা রাজ্য না করে; অত এব শীঘ্র আমাকে প্রতিমার নিকট লইয়া যাও, এবং ছেদন কর.

তারপর চৌকিদার প্রতিমার সাক্ষাতে পুত্রকে আনিয়া, হস্তপাদাদি বন্ধন কবিয়া, তীক্ষ্ন ছোরা আপন করে লইয়া, হেঁট মুণ্ড হইয়া, ছেদন করিতে উদ্যত হইল. প্রতিবিম্ব ইহা দেখিয়া, শীঘ্র চৌকিদারের হস্তে ধরিয়া, নিষেধ করিলেন; যে তুমি তোমার পুত্রের গলা ছেদন করিও না; ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা তোমার যোগ্যতা আর উত্তমতাতে বড় তুষ্ট হইয়া, অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ফিরিয়া ষষ্টি বৎসর থাকিতে আজ্ঞা দিলেন. চৌকিদার এই মঙ্গল সমাচার শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইল. চৌকিদারে আর প্রতিমাতে এবং চৌকিদারের পুত্রেতে যে কথোপকথন হইয়াছিল, রাজা সেই সমস্ত শুনিয়া এবং দেখিয়া, চৌকিদারের আগমনের পূর্ব্বে গৃহে আসিয়া, অট্টালিকার উপরে পূর্ব্ববৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন.

চৌকিদার অর্দ্ধদণ্ড গতে রাজার সম্মুখে আসিয়া, উপস্থিত হইয়া,প্রণাম করিয়া, মঙ্গল প্রার্থনা করিল; যে মহারাজার আয়ুঃ ও ঐশ্বর্য্য এবং রাজ্য আর সৈন্যের বৃদ্ধি হউক. তারপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন, ও হে চৌকিদার,

কহ শব্দের বৃত্তান্ত কি জানিলা? চৌকিদার কহিলেক, মহারাজ, শ্রবণ করিতে আঁজ্ঞা হউক. এক স্ত্রী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী আপন স্বামির সহিত কলহ করিয়া, বাটীহইতে বাহিরে আসিয়া,পথমধ্যে বসিয়া, মনোদুঃখেতে শব্দ করিতেছিল, যে আমি যাইতেছি, এমত কোন ব্যক্তি আছে আমাকে ফিরাইবে; আমি সেই স্ত্রীর সাক্ষাতে পহুঁছিয়া, কোমল বাক্য দ্বারায় তুষিয়া, তাহারদের স্ত্রী পুরুষে মিলন করিয়া দিলাম. এখন সেই স্ত্রী স্বীস্কৃত হইলেন, যে আমি স্বামির বাটীহইতে আর ষষ্টি বৎসর কোথাও যাইব না.

রাজা চৌকিদারেব উত্তম ধারাতে আর জ্ঞানেতে বড় তুষ্ট হইয়া কহিলেন, ও হে চৌকিদার, যে কালে তুমি আমার বাটীর বাহির হইলা, সেই সময় আমি ও তোমার পশ্চাৎ গমন করিয়া, দুরহইতে তোমার আর প্রতিমার এবং তোমার তনয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়াছি; আর তোমরা যাহা করিয়াছিলা তাহাও দেখিয়াছি. ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন, এবং আমিও ভগবানের প্রার্থনার দ্বারা তোমার দৈন্য দুর করিব, ও ধনবান্ করিব. তার পর রাজা রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, দেশের প্রধানেরা এবং সকল বিচারকেরা ও হাজির্ হইলেন; এই সময় রাজা তাহারদের সাক্ষাতে চৌকিদারকে প্রধান মন্ত্রী আর ধনভাণ্ডারির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, চাবি ও কুলুপ সকল তাহাকে সমর্পণ করিলেন. তোতা তেবরস্তান রাজার এই কথা সাঙ্গ করিলেই, রাত্রি প্রভাত ও সুর্য্য উদয় হইল. একারণ সেই দিবস খোজেস্তার যাওন হইল না. খোজেস্তা সমস্ত রজনী এই ইতিহাস শ্রবণে জাগ্রৎ ছিলেন, অত এব মখমলের বিছানাতে শয়ন করিলেন.

॥ তৃতীয় ইতিহাস ॥

॥ স্বর্ণকার আর সূত্রধর দুই জনে স্বর্ণের বিগ্রহ চুরি করিয়া, গোপনে রাখিয়াছিল; তাহার কথা ॥

যে সময়ে সূর্য্য অস্তে চন্দ্র উদয় হইল, তখন খোজেস্তা বিস্তর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন, যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে আমার প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইতে বিদায় দেও. তোতা উত্তর করিলেক, যে তোমাকে প্রথম রাত্রিতেই বিদায় করিয়াছি; এখন পর্য্যন্ত কেন বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র যাও, কিন্তু এ সকল গহনা পরিয়া যে পুরুষের নিকট যাইবা, যদি সেই জন এই অলঙ্কারেতে লোভ করিয়া, তোমাতে যে প্রীতি আর ভালবাসা আছে, তাহা ত্যাগ করে, তবে তুমি তাহার কি করিবা? যেমত স্বর্ণকার বিগ্রহের লোভেতে সূত্রধরের সহিত বহু কালের প্রেম ত্যাগ করিয়াছিল. খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন, যে স্বর্ণকার আর সূত্রধরেতে কিমত ব্যবহার হইয়াছিল? তাহার বিস্তারিত কহ.

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক, যে এক দেশে এক স্বর্ণকারেতে আর এক সূত্রধরেতে এমত প্রণয় ছিল, যে সকল লোকেরা ইহারদিগকে দেখিয়া, ইহারা দুই ভ্রাতা, এই অনুমান করিত. পরে স্বর্ণকার আর সূত্রধর একত্র বিদেশ গমন করিয়া, এক সহরে পঁহুছিয়া, খরচপত্র হীন হইয়া, আপনারা ঠাওরাইলেক, যে এই নগরের মধ্যে এক দেবালয় আছে; সেই দেবালয়েতে অনেক স্বর্ণ বিগ্রহ আছেন; অত এব পরামর্শ এই যে আমরা ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া, সেই দেবালয়েতে যাইয়া, দেবতারদের পূজা অর্চ্চনা করি. যখন

অবকাশ পাইব, তখন কএক বিগ্রহ চুরি করিব. এই মন্ত্রণা দুই জনে স্থির করিয়া, দেবালয়েতে গিয়া, সেবা পূজাদি আরম্ভ করিলেক. আর২ ব্রাহ্মণেরা ইহারদের দুই জনের আরাধনা দেখিয়া, লজ্জিত হইলেন. দুই এক জন ব্রাহ্মণ সেই দেবালয় নিকট গমন পুনরায় করিলেন না. যদি কেহ তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিত, যে তোমরা কি কারণ দেবালয় ত্যাগ করিলি? তাহারা উত্তর করিতেন, যে দুই ব্রাহ্মণ আসিয়া, যেরূপ দেবতারদের সেবা ও অর্চ্চনা করিতেছেন, তেমন আমরা করিতে না পারিয়া, লজ্জিত হইয়া, দেবালয় ত্যাগ করিয়াছি. এই প্রকারে ক্রমে২ পূর্ব্বের সমস্ত ব্রাহ্মণেরা দেবতার প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন.

পরে এক দিবস রাত্রিতে স্বর্ণকার আর সূত্রধর সেই সব বিগ্রহ লইয়া, আপন দেশের দিগে প্রস্থান করিয়া, যখন আপন নগরে পঁহুছিলেন, তখন বিগ্রহেরদিগকে এক বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়া, আপন২ বাটীতে আসিলেন. এক রাত্রি স্বর্ণকার একাকী যাইয়া, সমস্ত বিগ্রহ মৃত্তিকাহইতে উঠাইয়া, আপন গৃহে আনিলেক. পর দিবস প্রাতে সূত্রধরের কাছে গিয়া কহিলেক, যে ও হে সূত্রধর, পূর্ব্বের প্রীতি ভুলিয়া, আমার অংশ সুদ্ধ চুরি করিয়া লইলা. সে ধন কত কাল ভোগ করিবা? ইহা শুনিয়া সূত্রধর চমৎকৃত হইয়া, মনে করিল, যে স্বর্ণকার এইমত আমাকে বঞ্চনা করিয়া, সকল বিগ্রহ লইলেক. ইহাতে সূত্রধর বিবেচনা করিয়া, উত্তর করিলেক, যে ও হে স্বর্ণকার, যাহা তুমি করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিলাম; কিন্তু তুমি ঈশ্বরের দিগে দৃষ্টি না করিয়া, আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিলি. ভাল, ঈশ্বর আছেন; ইহাই বলিয়া চেষ্টান্তর পাইতে লাগিল. তারপর সূত্রধর বড় সুবোধ স্বর্ণকারের সহিত কলহ করাতে কিছু লভ্য না দেখিয়া, নিরস্ত রহিল.

কতক দিবস গতে সূত্রধর স্বণকারের অবয়ব এক কাষ্ঠপুত্তলিকা গঠন

করিয়া স্বর্ণকারের বেশের ন্যায় পরিচ্ছদ সেই পুত্তলিকাকে পরাইলেক, এবং ভালুক বৎস দুইটি আনিয়া, সেই বৎসেরদের খাদ্য দ্রব্য ঐ পুত্তলিকার আমার দামনে আর আস্তিনে রাখিত. ভালুক বৎসেরা ক্ষুধিত হইয়া, সেই দামন্ আর আস্তিন্‌হইতে ভক্ষণীয় বস্তু লইয়া, ভোজন করিত. সূত্রধর দেখিলেক, যে বৎসেরদের অত্যন্ত প্রীতি পুত্তলিকার সহিত হইল. তাহার পর সূত্রধর এক দিবস সস্ত্রীক স্বর্ণকারকে এবং আর২ প্রতিবাসী নারীগণকে আহ্বান করিলেক. স্বর্ণকারের পত্নী আপনার দুই বালক সুদ্ধ সূত্রধরের আলয়ে আসিলেক. অনন্তর সূত্রধর ঐ বালকেরদিগকে এক স্থানে গোপনে রাখিয়া, সেই দুই ভালুক বৎসকে বাহির করিয়া, চেঁচাইয়া, কহিতে লাগিল, এ কি আশ্চর্য্য দেখিতেছি? যে স্বর্ণকারের দুই নন্দন অকস্মাৎ ভালুক বৎসের ন্যায় হইল, এ বড় খেদের বিষয়. স্বর্ণকার এই বাক্য শুনিয়া, সেই স্থানে যাইয়া, দেখিয়া, সূত্রধরকে কহিলেক, যে ও হে সূত্রধর, মনুষ্য কখন ভালুক হয় না, এ তোমার মিথ্যা কথা.

শেষে স্বর্ণকারে আর সূত্রধরে কলহ করিয়া, সেই দেশের বিচার কর্ত্তা কাজির নিকট গেল. তারপর কাজি সূত্রধরকে জিজ্ঞাসিলেন, যে মনুষ্য কিরূপে ভালুক হইল? তাহা কহ. সূত্রধর উত্তর দিলেক, যে স্বর্ণকারের বালকেরা একত্র ক্রীড়া করিতেছিল, অকস্মাৎ ভুমিতে পড়িয়া, ভালুকবৎসের ন্যায় হইল. ইহা শুনিয়া, কাজি কহিলেক, যে তোমার এ কথার প্রমাণ না পাইলে কিমতে প্রত্যয় করি? সূত্রধর কহিলেক যে পুর্ব্বের পুস্তকে আমি দেখিয়াছি এক জন্তু অন্য এক জন্তুর ন্যায় আকৃতি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পুর্ব্বমত বুদ্ধি ছিল. বালকেরা যদি ভালুক হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণকারকে ও চিনিবেক, এবং আমার কথাও সত্য হইবেক. যদ্যপি না হইয়া থাকে, তবে স্বর্ণকারকে ও চিনিবেক না, ও তাহার নিকট যাইবেক না. সূত্রধরের এই

কথা কাজি গ্রাহ্য করিয়া,বৎসেরদিগকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন. পরে সূত্রধর কাজির আজ্ঞানুসারে ভালুক বৎসেরদিগকে আনিয়া, কাছারিতে সকল লোকের মধ্য ছাড়িয়া দিলেক. সেখানে বিস্তর লোক ছিল, কিন্তু ভালুক বৎসেরা আর কাহার নিকট না যাইয়া, কাষ্ঠ পুত্তলিকার অবয়ব এবং পরিচ্ছদ স্বর্ণকারকে দেখিয়া, তাহার পায়েতে আপনারদের মস্তক ঘসিয়া, খেলা করিতে লাগিল. কাজি ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া স্বর্ণকারকে কহিলেন, ও হে স্বর্ণকার, আমার প্রত্যয় হইল, যে তোমার পুত্রেরা ভালুকবৎসের আকৃতি হইয়াছে. উহারদিগকে তুমি বাটীতে লইয়া যাও, বৃথা কেন সূত্রধরের সহিত কলহ করিতেছ ?

অনন্তর স্বর্ণকার অনুপায় বুঝিয়া সূত্রধরের বাটীতে আসিয়া,সূত্রধরের পাদাবনত হইয়া কহিলেক, যে তোমার অংশ দি নাই, একারণ তুমি এই প্রকার করিয়াছ ; এখন তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া, আপন অংশ লও, এবং আমার ছাওয়ালেরদিগকে আমাকে দেহ. সূত্রধর কহিলেক, যে তুমি বিশ্বাসঘাতকের কর্ম্ম করিয়াছিলা, তেকারণ তোমার বড় পাপ হইয়াছে, আর কখন তুমি এমত কার্য্য করিও না ; ইহাহইতে মন ফিরাও, তবে কিছু আশ্চর্য্য নহে যে তোমার বালকেরা ভালুক মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বাকার হইবেক. পরে সূত্রধর স্বর্ণের অংশ বুঝিয়া লইয়া, সেই সন্তানেরদিগকে স্বর্ণকারের সাক্ষাতে আনিয়া দিলেক. তোতা স্বর্ণকার আর সূত্রধরের কথা সাঙ্গ করিয়া, খোজেস্তাকে কহিলেক, যে তুমি সালঙ্কারা যাইও না ; যদি রাজপুত্র তোমার প্রীতি ভুলিয়া, সকল গহনা লয়, তবে কি করিবা. ইহা শ্রবণ করিয়া, খোজেস্তা সমস্ত অলঙ্কার শরীরহইতে খুলিয়া রাখিয়া, প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে উদ্যত হইলেন. ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল, অত এব সে দিবস যাওন হইল না.

॥ চতুর্থ ইতিহাস ॥

॥ এক জন প্রধান লোকের সন্তান এক সীপায়ের স্ত্রীর চরিত্র বিচার করিয়াছিল, তাহার কথা ॥

যে কালে দিবাকর অস্ত নিশাকর উদয় হইলেন, সেই সময়ে খোজেস্তা তোতার সমীপে আসিয়া কহিলেক, যে তুমি আমার দুঃখের সম্বাদ কিছু জ্ঞাত নহ; আমি রাজপুত্রের প্রীতিতে অস্থিরা আছি; অদ্য নিশাতে আমার প্রিয়তমের নিকট গমন করিতে আমাকে অনুমতি দেহ. তোতা উত্তর করিলেক, যে আমিও তোমার দুঃখেতে বড় দুঃখিত আছি; তুমি প্রতিদিবস ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, রাত্রি প্রভাত কর, কেন প্রিয়তমের নিকট যাইতে পার না? কিন্তু আমার এই ভয় হইতেছে, যদি ইহার মধ্যে তোমার স্বামী আসিয়া পহুঁছেন, তবে তোমার বন্ধুর সন্নিধানে যাইতে না পারিয়া, বড় লজ্জিত হইবা; যেমন এক প্রধান লোকের নন্দন সীপায়ের স্ত্রীর স্থানে লজ্জিত হইয়াছিল, তদ্রূপ পাছে তুমি ও হও. ইহা শুনিয়া খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেক, যে সীপায়ের স্ত্রী আর সেই প্রধান লোকের বালকের উপাখ্যান কি প্রকার? তাহা কহ.

পরে তোতা কহিতে আরম্ভ করিল. এক নগরেতে এক সীপায়ের এক অতি বড় সুন্দরী স্ত্রী ছিল; কিন্তু সীপাই আপন স্ত্রীকে সর্ব্বক্ষণ সাবধানে রাখিত, পাছে সে স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়. এই সন্দেহ প্রযুক্ত সীপাই আপন পত্নীকে কোথাও রাখিয়া কর্ম্ম কার্য্য করিতে যাইত না. এই প্রকারে কিছু কাল গতে সীপাই বড় দুঃস্থ হইল; একারণ এক দিবস সেই স্ত্রী কহিলেক, যে

স্বামী, কেন তুমি বিদেশ যাও না? এবং কি জন্যে চাকরি ব্যবসায় ত্যাগ করিলা? স্বামী জবাব দিলেক, যে পাছে আমি কার্য্যার্থে গেলে, তুমি দুষ্ট ক্রিয়া কর; এই ভাবনা করিয়া, তোমাকে কুত্রাপি রাখিয়া, চাকরি করিতে যাইতে পারি না. ইহা শুনিয়া স্ত্রী কহিলেক, যে আপনি এমত বিচার করিতেছেন এ ভাল নহে; কেননা যে স্ত্রী সাধ্বী হয়, তাহাকে কেহ ভুলাইয়া, দুষ্টা করিতে পারে না; এবং যে নারী ভ্রষ্টা হয়, তাহার স্বামী তাহাকে সাবধানেতে কখন রাখিতে পারে না; তাহার ইতিহাস এই, শুন.

এক দেশে এক যোগী ছিল; সে আপন স্ত্রীকে পৃষ্ঠোপরে আরোহণ করাইয়া, আপনি হস্তীর ন্যায় হইয়া, বনে২ ভ্রমণ করিত; কিন্তু সে স্ত্রী স্বামির এত সাবধানতাতেও এক পুরুষের সহিত মন্দ কর্ম্ম করিয়াছিল. সীপাই জিজ্ঞাসিলেক, যে সে স্ত্রী কি প্রকারে এমত কর্ম্ম করিয়াছিল? তাহা কহ. সীপায়ের পত্নী কহিতে লাগিল, যে এক জন পুরুষ বনমধ্যে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আমারি দেখিয়া, ত্রাসেতে এক বৃক্ষের উপরে আরোহণ করিল. হস্তী অকস্মাৎ সেহ তরুতলে আসিয়া, যখন পৃষ্ঠহইতে আমারি নামাইয়া, নীচে রাখিয়া, আপনি চরিতে গেল; তখন সে পুরুষ আমারির মধ্যে এক স্বরূপা কন্যাকে দেখিয়া, বৃক্ষহইতে নীচে আইল, এবং সেই কন্যা ঐ পুরুষকে দৃষ্টি করিয়া, আমারিহইতে বাহির হইয়া, আপন বাঞ্ছার কথা অবগত করিয়া, দুই জনে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এক বিছানাতে বসিয়া, মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেক. তারপর সে কন্যা গ্রন্থিতে পরিপূর্ণ এক রজ্জু কড়চহইতে বাহির করিয়া, আর এক গ্রন্থি দিলেক. ঐ ব্যক্তি সেই দড়ী দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক, যে এই রজ্জুর গ্রন্থির বৃত্তান্ত কি? কন্যা উত্তর করিলেক যে আমার স্বামী বড় মায়াবী; মায়ার দ্বারাতে আপনাকে হস্ত্যাকার করিয়া, আমাকে পৃষ্ঠোপরে রাখিয়া, বনেং ভ্রমণ করিতেছেন, যেন আমি ভ্রষ্টা না হই; কিন্তু আমার

স্বামির এত সাবধানতাতে ও আমি এক শত পুরুষের সহিত মন্দ ক্রিয়া করিয়া, স্মরণার্থে এই রজ্জুতে একশত গ্রন্থি দিয়াছিলাম; অদ্য তোমার দয়াতে অধিক এক গিরা দিলাম, মোটে একশত এক গ্রন্থি এই রজ্জুতে হইল.

যখন সীপায়ের ভার্য্যা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিল,তখন সীপাই প্রশ্ন করিলেক, যে এখন তুমি আমাকে কি বল. সেই ভার্য্যা কহিলেক, শুন স্বামী, আমার পরামর্শ এই, যে তুমি বিদেশে যাইয়া চাকরী করহ; এবং আমি তোমাকে এক পুষ্পগুচ্ছ দিব, যদবধি সে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকিবেক, তদবধি তুমি নিশ্চয় জানিও, যে আমি কোন মন্দ কর্ম্ম করি নাই. যখন পুষ্পগুচ্ছ শুষ্ক হইবেক, তখন জানিবা যে আমাহইতে কিছু মন্দ ক্রিয়া হইয়া থাকিবেক. সীপাই ইহা শুনিয়া বিদেশে যাইতে ইচ্ছা করিলেক, সীপায়ের স্ত্রী স্বামিকে বিদেশ গমন কালে আপন এক পুষ্পগুচ্ছ দিয়া, বিদায় করিলেক.

অনন্তর সীপাই আর এক সহরে পহুঁছিয়া, তদ্দেশীয় এক জন প্রধান লোকের পুত্রের নিকট চাকর হইল; কিন্তু স্ত্রীদত্ত পুষ্পগুচ্ছ সর্ব্বদা আপন সঙ্গে রাখিত. হেমন্ত কাল উপস্থিত হইলে, পর সেই বড় মানুষের তনয় সভাস্থ লোকেরদিগকে কহিলেন, যে এই সময় কোন পুষ্পোদ্যানে নবীন ফুল দৃষ্টিতে আইসে না; এবং ধনবানেরদের ও হস্তপ্রাপ্ত হয় না; কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য, যে এই দৈন্য সীপাই প্রত্যহবধি নূতন পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে আনে? সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেক, যে আমরাও ইহাতে চমৎকৃত হইতেছি. তারপর সেই ধনবানের পুত্র সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেন, যে তুমি এ পুষ্পগুচ্ছ কোথাহইতে, এবং কি প্রকারে আন? সীপাই কহিল যে এই পুষ্পগুচ্ছ আমার গৃহিণী আমাকে ইহা বলিয়া দিয়াছে, যে যাবৎ এই পুষ্পগুচ্ছ নবীন থাকিবে, তাবৎ তুমি নিশ্চয় জানিবা আমি সাধ্বী আছি, কোন মতে

ভ্রষ্টা হই নাহি; যখন শুষ্ক দেখিবা সেই কালে জানিবা যে আমি দুষ্ট ক্রিয়া করিতেছি; ইহা বলিয়া পুষ্পগুচ্ছ আমাকে দিয়া, বিদায় করিয়াছে. আমিরের পুত্র ইহা শুনিয়া, হাস্য করিযা কহিলেন, যে তোমার স্ত্রী মোহিনী জানে অত এব পুষ্পগুচ্ছ নবীন দর্শাইতেছে.

পরে সেই ধনবানের পুত্রের নিকট দুই জন পাচক অত্যন্ত জ্ঞানী এবং বোদ্ধা ছিল; তাহারদের মধ্যে এক জন পাচককে ধনবানের নন্দন আজ্ঞা করিলেন, যে তুমি সীপায়ের বাটীতে যাইয়া, ছলের দ্বারাতে সীপায়ের স্ত্রীর সহিত একত্র শয়ন করিয়া, শীঘ্র ফিরিয়া সকল অবগত কর; তবে পুষ্পগুচ্ছ তাজা থাকে কি শুষ্ক হয়, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিব. সূপকার সেই ধনবানের পুত্রের আজ্ঞামত সীপায়ের সহরে গেল; সে স্থানে পহুঁছিয়া, এক কুট্টনীকে সীপায়ের স্ত্রীর সমীপে প্রেরণ করিলেক. কুট্টনী সীপায়ের পত্নীর নিকট যাইয়া, কোন প্রকারে পাচকের সমাচার পহুঁছাইল. সীপায়েব স্ত্রী শুনিয়া, কুট্টনীকে কিছু কথা কহিয়া, এই উত্তর দিলেক, যে সে পুরুষকে আমার নিকট আনহ; প্রথম আমি সে পুরুষকে দেখি, আমার উপযুক্ত বটে কি না. পরে কুট্টনী সেই সূপকারকে সঙ্গে করিয়া, সীপায়ের বাটী লইয়া গেল. পরে সীপায়ের স্ত্রী সূপকারের কর্ণেতে কহিলেন, যে তুমি এক্ষণে এ বাটীহইতে গমন কর, এবং কুট্টনীকে এই রূপ কহ, যে ঐ স্ত্রী লোক আমার উপযুক্ত নহে; এমত স্ত্রীর সহিত আমি প্রীতি করিব না; তারপর তুমি একাকী আমার গৃহে আইস, কেননা কুট্টনী জাতি বিশেষ জ্ঞাত হইলে তারপরে প্রকাশ হয়, অত এব কুট্টনীকে এ সম্বাদ কহিও না. সূপকার এই কথা পসন্দ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিলেক.

সীপায়ের বাটীতে এক শুষ্ক কূপ ছিল, সীপায়ের স্ত্রী সেই কূপের উপর ভগ্ন রজ্জুতে ছাবা এক খাট্টা রাখিয়া, তাহাতে এক চাদর বিছাইয়া, সূপকা-

রের আইসনের পূর্ব্বে সেই কূপোপরে সেই শয্যা রাখিলেক. সূপকার আসিবামাত্র সীপায়ের স্ত্রী সেই খট্টাতে বসিতে বলিলেক. পরে সূপকার তাহাতে বসিবামাত্র একবারে কূপমধ্যে পড়িয়া চেঁচাইতে লাগিল; অনন্তর সীপায়ের পত্নী জিজ্ঞাসিলেক, কহ হে মনুষ্য, তুমি কে বট? কোথাহইতে আসিয়াছ? সূপকার অনুপায় দেখিয়া সীপায়ের আর আমিরের পুত্রের সকল কথার বিস্তার বলিলেক. পরে সূপকার এইরূপ আপদ্গ্রস্ত হইয়া, যাইতে পারিল না. আমিরের তনয় সূপকারের যাওনের বিলম্ব হওয়াতে দ্বিতীয় সূপকারকে বিস্তর ধন দিয়া, সয়দাগরের ন্যায় সাজাইয়া, সীপায়ের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিলেন. পরে দ্বিতীয় সূপকার সীপায়ের বাটীতে পহুঁছিয়া, পূর্ব্ব পাচকের দশার মত কূপের ভিতর পড়িয়া, দুই জনে একত্র রহিল.

ইহারদিগের এক জনেরও ফিরিয়া না যাওয়াতে আমিরের পুত্র কহিলেন যে ইহারা দুই ব্যক্তি গেল তাহার মধ্যে এক জনও ফিরিল না, ইহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না. অত এব এইক্ষণে আমি সেখানে গেলে ভাল হয়; ইহা মনে বিচার করিয়া, এক দিবস সেই ধনবানের নন্দন মৃগয়ার নাম করিয়া, সীপাইকে সঙ্গে লইয়া, বাটীহইতে গমন করিয়া, সীপায়ের দেশে পহুঁছিলেন. পরে সীপাই আপন আলয়ে যাইয়া, সেই তাজা পুষ্পগুচ্ছ আপন স্ত্রীর সম্মুখে রাখিল. এবং স্ত্রীকে যে সব বিষয় ঘটিয়াছিল, তাহা বিশেষিয়া স্ত্রী আপন স্বামিকে কহিলেক.

পরদিবস সীপাই আমির পুত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া, বাটীতে লইয়া অতিথি সেবা করিলেক. সীপায়ের স্ত্রী সেই দুই সূপকারকে কূপহইতে বাহির করিয়া কহিলেক, যে আমার আলয়ে অদ্য অতিথিরা আসিয়াছেন, অত এব তোমরা স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া, অন্নাদি খাদ্য দ্রব্য তাহারদের সম্মুখে রাখ, আর সেবা কর, তবে তোমারদিগকে মুক্ত করিব. দুই জন সূপ-

কার শারীর বস্ত্র পরিয়া, খাদ্য সামগ্রী সেই আমিরের নন্দনের সাক্ষাতে লইয়া গেল; কিন্তু পাচকেরদিগের কূপে থাকাতে আর মন্দ আহার করাতে মস্তক আর দাড়ির চুল উঠিয়া গিয়াছিল; এ জন্যে আমিরের পুত্র প্রথম চিনিতে না পারিয়া, সীপাইকে জিজ্ঞাসিলেক, যে তোমরা কি অপরাধে এই দাসীরদের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ? সীপাই জবাব দিলেক, যে ইহারা যে যাইট কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ নিবেদন করিব. পরে আমিরের পুত্র অতি নিরীক্ষণ করিয়া চিনিলেন, যে সেই কূপকারেরা তাহারাও আমিরপুত্রের সাক্ষাতে বিস্তর রোদন করিল, এবং আমির পুত্রের পাদাবনত হইল.

ইত্যবসরে সীপায়ের পত্নী ঘরহইতে কহিলেক, যে ও হে আমিরনন্দন শুন, তুমি আমার স্বামির হস্তে পুষ্পগুচ্ছ দেখিয়া, হাস্য করিয়া, এই ব্যক্তিরদিগকে আমার সতিত্ব বিবেচনার্থে পাঠাইয়াছিলা. এইক্ষণে সাক্ষাতে দেখিলা আমি কি প্রকার স্ত্রী. আমিরপুত্র সকল দেখিয়া আর কথা শ্রবণ করিয়া, লজ্জিত হইয়া কহিলেন, যে আমার অপরাধ ক্ষমা কর. তোতা সীপায়ের স্ত্রীর এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া, খোজেস্তাকে কহিলেক, যে তুমি শীঘ্র আপন প্রিয়তমের নিকট যাও; নতুবা লজ্জা পাইবা, যেমত আমিরপুত্র সীপায়ের গৃহিণীর নিকট লজ্জিত হইলেন. পরে খোজেস্তা যাওনের চেষ্টা করিতে কুক্কুট রব করিল, ও প্রাতঃকাল হইল; এ কারণ সে দিবস খোজেস্তা যাইতে পারিলেন না.

॥ পঞ্চম ইতিহাস ॥

॥ এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি এক উদাসীন এই চারি জনেতে এক দারুর স্ত্রীলোকের কারণ কলহ করিয়াছিল, তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে বসিলেন, চন্দ্র পূর্ব্ব দিগহইতে প্রকাশ হইলেন; তখন খোজেস্তা তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন, যে অদ্য রাত্রিতে আমাকে বিদায় দেও, যে আমি আপন প্রিয়তমের অগ্রে যাই. তোতা কহিলেক, শুন কর্ত্রী, তোমাকে প্রতি রাত্রিতে বিদায় করি, কি কারণ তুমি গৌণ করিতেছ? ইহাতে আমি ভয় পাইতেছি, যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আসিয়া পহুঁছেন, তবে স্বর্ণকার সূত্রধর দরজি আর উদাসীন এই চারি ব্যক্তিতে যেমন কলহ হইয়াছিল, কিন্তু কাহার কিছু ফল হইল না, পাছে সেইরূপ হয়. ইহা শুনিয়া খোজেস্তা প্রত্যুত্তর করিলেন, যে এই চারি জনের কি প্রকারে কলহ হইয়াছিল? তাহা কহ.

তোতা কহিলেক, যে এক কালে এক স্বর্ণকার এক সূত্রধর এক দরজি আর এক উদাসীন এই চারি ব্যক্তি একত্র বিদেশে গমন করিল; ও এক রাত্রি এক মাঠেতে থাকিল; এবং তাহারা পরস্পর কহিল, যে মাঠেতে অদ্য রাত্রিতে সকলে এক কালে নিদ্রা যাইতে পারিব না; অত এব চারি জন চারি প্রহর রাত্রি চৌকিদারি করিব. এই কথা সেই চারি জন বিবেচনা করিল. প্রথম প্রহর সূত্রধর চৌকিদারি করিতে লাগিল; সূত্রধর আপন নিদ্রা দূর করিবার কারণ বাইস বাহির করিয়া, এক কাষ্ঠ সেই স্থানে ছিল তাহাহইতে এক স্ত্রী মূর্ত্তি গঠন করিল. দ্বিতীয় প্রহরে স্বর্ণকার নিদ্রাহইতে উঠিয়া, আপন

চৌকিতে নিযুক্ত হইয়া, সেই কাষ্ঠ পুত্তলিকা দেখিয়া, অনুমান করিলেক, যে সূত্রধর এই দারু পুত্তলিকা গঠন করিয়া, আপনার গুণ প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু বিনা অলঙ্কার পুত্তলিকা সুন্দরী দেখায় না; অত এব পুত্তলিকার কর্ণ গলা হস্ত পাদের জন্য অলঙ্কার গড়িয়া পরাই, তবে অতি সৌন্দর্য্য হইবেক.

স্বর্ণকার ইহাই বিবেচনা করিয়া,দিব্য আভরণ গঠন করিয়া পুত্তলিকাকে ভূষিতা করাইলেক. যখন তৃতীয় প্রহর হইল, তখন দরজি নিদ্রাহইতে জাগ্রৎ হইয়া, আপনি চৌকি দিতে আরম্ভ করিয়া, দেখিলেক যে এক কন্যা দারুময়ী অলঙ্কারেতে ভূষিতা কিন্তু উলঙ্গ দাড়াইয়া রহিয়াছে. পরে দরজি বিবাহের কন্যার ন্যায় উত্তম বস্ত্রাদি সেলাই করিয়া, সেই কাষ্ঠের পুত্তলিকাকে পরিধান করাইলেক; তাহাতে বড় রূপ লাবণ্য হইল. অনন্তর উদাসীন চতুর্থ প্রহরের সময় নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, চৌকিদারি কার্য্যে উপবিষ্ট হইয়া, সেই মনোহর কাষ্ঠ পুত্তলিকাকে দেখিয়া, আপন হস্তপাদ প্রক্ষালণের পর ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া, তাহার স্থানে প্রার্থনা করিলেন, যে হে ভগবান্, এই কাষ্ঠ পুত্তলিকাতে প্রাণ দেও. তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর প্রাণ দিলেন. পরে কাষ্ঠ মূর্ত্তি প্রাণ পাইয়া মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে লাগিল.

যখন নিশা অবসান সূর্য্য উদয় হইলেন, তখন তাহারা চারি ব্যক্তি শয়নহইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সেই মূর্ত্তির উপর আসক্ত এবং মুগ্ধ হইলেন. পরে সূত্রধর কহিল, যে প্রথম আমি দারু ছেদন করিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলাম, অত এব এই স্ত্রী আমার, আমি লইব. স্বর্ণকার বলিলেক, যে আমার গহনাতে এই স্ত্রী বিবাহের কন্যার মত সুন্দরী হইয়াছে, এই জন্যে এই স্ত্রী আমাকে অর্শে. দরজি কহিলেক যে কন্যা উলঙ্গ ছিল, আমি বস্ত্র সেলাই করিয়া, পরাইয়া, লজ্জা রক্ষা করিয়াছি; একারণ এই নারীকে

আমি পাইব. উদাসীন কহিলেক, যে কাষ্ঠ পুত্তলিকা ছিল, আমার প্রার্থনাতে জীবন পাইয়া মনুষ্য হইয়াছে; অত এব এই স্ত্রীলোককে আমি গ্রহণ করিব.

এইরূপে ইহারদের চারি জনে পরস্পর বিবাদ হইতেছিল; ইতিমধ্যে অকস্মাৎ এক জন সেই থানে উপস্থিত হইলে, তাহারা চারি জন সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক, যে এই স্ত্রীকে কে পাইবেক? সে পুরুষ শুনিয়া উত্তর করিল, যে এ আমার স্ত্রী; তোমরা ইহাকে ভুলাইয়া, আমার বাটীহইতে বাহির করিয়া আনিয়াছ. তারপর সেই পুরুষ ইহারদের চারি জনকে সে স্ত্রী সুদ্ধা সে স্থানের কোটালের নিকট লইয়া গেল. তারপর কোটাল সেই কন্যাকে দেখিয়া কহিলেক, যে এ আমার সহোদরের পত্নী; আমার ভ্রাতা ইহাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তোমরা ভ্রাতাকে নষ্ট করিয়া, এই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ. তাহার পর কোটাল এ সকলকে ধরিয়া, কাজির নিকট লইয়া গেল. কাজি সেই কন্যাকে দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, যে তোমরা এই নারীকে কোথায় পাইলা? এই স্ত্রীলোক বহু দিবস আমার দাসী ছিল; আমার বাটীহইতে বিস্তর জিনিস্ আর নগদ্ মুদ্রা লইয়া পলাইয়াছিল; এখন আমার চেড়ীকে আমি পাইলাম; কিন্তু সে সব অর্থ আর সামগ্রী কোথা? তাহা তোমরা এক্ষণে আনিয়া উপস্থিত করহ.

এইরূপে পরস্পর অতিবাদ কলহ উপস্থিত হইলে, কৌতুক দেখিবার কারণ বিস্তর মনুষ্য আইল. তাহারদের মধ্যে এক জন বৃদ্ধ ছিল; সে কহিলেক, এ কলহ কাহারহইতে নিষ্পত্তি হইবেক না. ফলানা দেশে এক পুরাতন বৃহৎবৃক্ষ আছে; যে বিষয় মনুষ্যহইতে শেষ না হয়, সে তরুর সমীপে গেলে তাহা স্থির হয়, যে এ প্রকৃত কি মিথ্যা, এই শব্দ তাহাহইতে বাহির

হয়. ইহাই শুনিয়া ঐ সাত জন পুরুষ সেই কন্যাকে সঙ্গে করিয়া, বৃক্ষের নিকটে যাইয়া, বিস্তারিত কহিল. পরে সেই তরু আপনি বিদীর্ণ হইল, ও সেই কন্যা শীঘ্র যাইয়া ঐ বৃক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে. সেই বৃক্ষ পূর্ব্বমত সংযুক্ত হইল, এবং কন্যার গাত্রের গহনা আর বস্ত্রাদি বাহিরে রহিল. পরে বৃক্ষ কহিল যে যাহার বস্তু তাহাতে মিলন হইল. শেষে ঐ সাত জন কন্যাকে না পাইয়া, অতিলজ্জিত হইয়া গমন করিল.

তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া, খোজেস্তাকে কহিল, যে কর্ত্রী, আমি ইহাতেই শঙ্কা করিতেছি, যদি অকস্মাৎ তোমার স্বামী আইসেন, তবে তোমাকে আপনাতে একত্র করিবেন; কিন্তু তুমি বন্ধুর নিকট লজ্জিত হইবা, অত এব তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, তোমার বন্ধুর কাছে যাও. খোজেস্তা তোতার কথনানুসারে উঠিয়া, গমন করিতেছিলেন; ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল হইল, ও কুকুট রব করিতে লাগিল এ জন্যে খোজেস্তার যাওন বারণ হইল.

॥ ষষ্ঠ ইতিহাস ॥

॥ কান্যকুব্জের রাজার কন্যার উপর এক ফকির আসক্ত হইয়াছিল ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিম দিগে অস্ত হইলেন, আর চন্দ্র পূর্ব্ব দিগে উদয় হইলেন, সেই সময় খোজেস্তা সকল ভূষণেতে ভূষিতা হইয়া, তোতার সন্নিধানে যাইয়া কহিলেন, যে আমি প্রতিরাত্রিতে তোমার নিকটে আসিয়া,

তোমাকে উপন্যাস কহিতে দুঃখ দি, এবং তুমিও নিদ্রা যাইতে পাও না. একারণ আমি বড় লজ্জিতা আছি, আর তোমার অনুগ্রহের প্রতিষ্ঠা কহনের অধিক. ইহাই শুনিয়া তোতা উত্তর করিলেক, যে আমি তোমার দাস, কিন্তু কখন তোমার কোন কর্ম্ম করিতে পারি নাই. রায় রাঁয়া নামে এক জন ছিলেন, তাহার উপাখ্যান শুনিয়া থাকিবা, সেই রূপ আমি তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকটে অতিশীঘ্র পহঁছাইব. পরে খোজেস্তা তোতাকে জিজ্ঞাসিলেক যে রায় রাঁয়ার গর্প কি প্রকার? তাহা কহ.

তোতা কহিলেক যে কান্যকুব্জ দেশের রাজার অতি সুন্দরী শশিমুখী এক তনয়া ছিল. অকস্মাৎ এক ফকির সেই কন্যার সৌন্দর্য্য দেখিয়া, আসক্ত হইয়া, মুগ্ধ এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল. যখন সে ফকিরের কিছু চৈতন্য হইত, তখন মনে বিচার করিত, যে আমি ফকির, তিনি রাজকন্যা; আমি কিছু তাহার সমান ব্যক্তি নয়ি. এ বড় অজ্ঞানের কথা যে রাজকন্যাকে লইতে ইচ্ছা করি; কখন চাওর করে যে রাজার আর দীনের প্রীতি এক সমান, অত এব রাজাকে কহিলে কন্যাকে পাইব. ফকির এই সব বিবেচনা স্থির করিয়া, কএক দিবসের পর রাজনিকটে কহিয়া পাঠাইলেক, যে রাজপুত্রীকে আমাকে দেও. রাজা ইহা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন, যে এই ফকিরকে সাজা আর দুঃখ দেও. মন্ত্রী কহিলেক, রাজার ফকিরকে দুঃখ দেওয়া রাজধর্ম্ম নয়; যদি আজ্ঞা করেন তবে এ ফকিরকে আর কোন উপায়েতে এ নগরহইতে দুর করিয়া দি. রাজা মন্ত্রির কথাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, যে তাহাই কর.

অনন্তর মন্ত্রী ফকিরকে ডাকিয়া বলিল, যদি তুমি এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা সভাতে আনিয়া দেও তবে রাজ কন্যাকে পাইবা. ফকির ইহাতে অতিচেষ্টিত হইয়া, যাহাকে দেখে তাহারি নিকটে উপায় জিজ্ঞাসা করে. এক

ব্যক্তি ফকিরকে বড় ব্যস্ত দেখিয়া কহিলেক, ও হে ফকির, তোমার যাচ্ঞা আর কাহাহইতে পুর্ণ হইবেক না; রায় রায়াঁ নামে এক জন দাতা আছেন; তাহার নিকট চাহিবামাত্র এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা তুমি পাইবা. ইহা শুনিয়া ফকির অন্বেষণ করিয়া, রায় রায়াঁর সন্নিধানে পহুঁছিয়া, আপন দশার বিস্তার নিবেদন করিয়া, এক হস্তির ভার স্বর্ণমুদ্রা যাচ্ঞা করিলেক. রায় রায়াঁ তৎক্ষণাৎ এক হস্তিতে স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া ফকিরকে দিলেন. ফকির সেই স্বর্ণভারের হস্তী লইয়া, কান্যকুব্জের রাজার নিকট পহুঁছাইলেক. রাজা মন্ত্রিকে কহিলেন, যে উপায় তুমি কহিয়াছিলা, তাহাতে কিছু হইতে পারে না; কেননা ফকির এক হস্তির ভার স্বর্ণ মুদ্রা উপস্থিত করিয়াছে; এখন ফকিরের কি কর্ত্তব্য? মন্ত্রী শুনিয়া কহিলেক, যে ফকির এত ধন কোথা পাইলেক বুঝি রায়, রায়াঁ দিয়া থাকিবেন; তাহার ব্যতিরেক অন্য আর কেহ এমত নাহি যে এত দান করে; এখন আর কোন উপায় করিতে হবে. তারপর মন্ত্রী ফকিরকে কহিলেক, যে তুমি এক হস্তী স্বর্ণ মুদ্রার ভার দিয়া রাজকন্যাকে কদাচিৎ পাইবা না. ফকির জিজ্ঞাসিলক, যে আর কি চাহ? তাহা কহ, আমি দিব. পরে মন্ত্রী কহিলেক, যদি তুমি রায় রায়াঁর মস্তক আনিয়া দেও, তবে অবশ্য রাজকন্যাকে পাইবা.

ফকির ইহা শুনিয়া, পুনর্ব্বার রায় রায়াঁর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেক, যে তোমার মস্তক রাজা চাহিয়াছেন; ইহা দিলে তবে আমি কন্যাকে পাইব. রায় রায়াঁ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, যে তুমি খাতিরজমাতে থাকহ, আমার মস্তকের কারণ একান্ত ভাবিত হইও না; কেননা আমি আপন মুণ্ড আপন হস্তেতে রাখিয়াছি; যে চাহে তাহাকে দিব; অত এব এক পরামর্শ তোমাকে কহি, তুমি এক রজ্জুতে আমার গলা বন্ধন করিয়া, আমাকে সশরীরে সেই রাজার নিকট লইয়া যাও; এবং তাহাকে কহ, যে তুমি যে

ব্যক্তির মস্তকের জন্য কহিয়াছিলা, তাহাকে আনিয়াছি; তোমার সাক্ষাতে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দিব. ইহা শুনিয়া রাজা যদ্যপি কবুল্ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ আমার শরীরহইতে মস্তক পৃথক করিয়া দিবা; যদি মস্তক না লইয়া, আর কোন কিছু চাহেন, তাহা আমি আয়োজন করিয়া দিব.

ফকির সেইরূপ রজ্জু দিয়া, রায় রাঁয়ার গলা বন্ধন করিয়া, সেই রাজার নিকটে লইয়া, যাইয়া কহিলেক, যে ব্যক্তির মস্তক চাহিয়াছিলা, আমি তাহাকে সশরীরে আনিয়াছি; বল তো তোমার সাক্ষাতে মস্তক ছেদন করিয়া দি? পরে রাজা রায় রাঁয়ার পুরুষার্থ দেখিয়া তাহার পাদাবনত হইয়া কহিলেন, মনুষ্যত্বেতে ও শুরত্বেতে তোমাহইতে আর কেহ বড় মনুষ্য পৃথিবীমধ্যে নাই; আমার কি সাধ্য যে তোমার মস্তক লই? আমার কন্যা তোমার ক্রীতা দাসী; তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেও. ইহা বলিয়া রাজা কন্যাকে ডাকিয়া রায় রাঁয়ার হস্তে সমপণ করিলেন. তোতা রায় রাঁয়ার এই বাক্য শেষ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক. ওগো কর্ত্রী, যদি আমার মস্তকেতে ও তোমার প্রয়োজন থাকে, তাহাও দিব; মস্তক যাওনেতে খেদ করিব না. তুমি তোমার প্রিয়তমের নিকট শীঘ্র যাও. তাহার পর খোজেস্তা আপন প্রিয়তমের সমীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়া উঠিলেন. এই সময়ে প্রাতঃকাল হইল; একারণ সে দিবস খোজেস্তার যাওনের বাধ হইল.

॥ সপ্তম ইতিহাস ॥

॥ এক সয়দাগর আপন কন্যা হারাইয়াছিল, তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল, খোজেস্তা তখন তোতার নিকটে যাই-য়া, ভাবিতা হইয়া বসিলেন. তোতা ইহাই দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক, যে ও কর্ত্রী, কেন অন্ত রাত্রিতে ভাবিতা আছ? খোজেস্তা উত্তর করিলেন, যে গত-রাত্রিতে আমার মনে এই কথা উপস্থিত হইয়াছে, যে আমার প্রিয়তম সুবোধ কি নির্ব্বোধ ও পণ্ডিত কি মূর্খে? তাহা বিবেচনা করিব; যদি নির্ব্বোধ হন, তবে তাহার সহিত বাস করিব না; কেননা মূর্খের আর নির্ব্বোধের সহিত বাসে মৃত্যু হয়. তোতা ইহাই শুনিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক, যে তুমি এখন আপন প্রেমির আলয়ে যাইয়া, সয়দাগরের কন্যার উপাখ্যান কহিয়া, তাহার বুদ্ধি বিবেচনা কর; তিনি যদি প্রস্তুত উত্তর করিতে পারেন, তবে জানিও যে জ্ঞানী বটেন. পরে খোজেস্তা জিজ্ঞাসিলেন, যে সে কন্যার কথা কি প্রকার? তাহা কহ.

তোতা ইহাই শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক, যে কাবুল্ দেশে ধনবান এক সয়দাগর ছিলেন; তাহার জোহরা নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল. সকল সহরের ধনবানেরা সেই সয়দাগরের পুত্রীকে বিবাহ করিতে বাঞ্ছা করিত, কিন্তু সয়দাগর সুতা কোন ব্যক্তিকেও স্বীকার না করিয়া, পিতাকে বলিলেন, যে উপযুক্ত ও বিদ্বান্ পুরুষকে আমি বিবাহ করিতে চাহি. এই কথা সর্ব্বত্র প্রকাশ হইল. এই রব শুনিয়া, এক সহরেতে তিন জন যুবা শাস্ত্রেতে অতি-বিদ্বান্ ছিল, তাহারা তিন জন কাবুল নগরে আসিয়া সয়দাগরকে কহিলেক,

যে তোমার কন্যা বিদ্বান্ স্বামী চাহেন; ইহাই শুনিয়া আমরা তিন জন আসিয়াছি. আমারদের বিদ্যার পরিচয় শুন. এক জন জ্যোতিঃশাস্ত্রে পণ্ডিত; যাহা হারায় সে স্থানে থাকে ও যাহা হইবেক সেই সব কথা কহিতে পারেন. দ্বিতীয় জন শিল্প শাস্ত্রে বড় বিদ্বান; এমত কাষ্ঠের অশ্ব নির্মাণ করিতে পারে যে সে অশ্বোপরে এক ব্যক্তি আরোহণ হইয়া, যেখানে যাইতে ইচ্ছা করে, সেই স্থানে বায়ুর ন্যায় গতিতে পহুঁছিতে পারে. তৃতীয় ব্যক্তি তীরন্দাজীতে অতি উপযুক্ত; যাহাকে বাণ মারে তাহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে; তাহাকে আহার তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না; আমারদের তিন জনের বিদ্যার কথা এই কহিলাম. ইহার মধ্যে যে তোমার কন্যার মনোনীত হয়, তাহাকে স্বামী করুণ.

সয়দাগর ঐ তিন ব্যক্তির গুণের কথা শ্রবণ করিয়া কন্যাকে কহিলেন; পরে কন্যা উত্তর করিলেক, যে আমি আপন মনে পরামর্শ করিয়া, কল্য ইহার জবাব দিব; কিন্তু কন্যা মনে বিবেচনা করিলেক, যে ইহারদের মধ্যে এক জনকে গ্রহণ করিব. পরে কন্যা রাত্রিতে নিদ্রা যাইতেছিল. ইতি মধ্যে এক পরী আসিয়া, কন্যাকে এক পর্বতের মধ্যে লইয়া গেল. প্রাতঃকালে সয়দাগর কন্যাকে অনেক অন্বেষণ করিলেন; কুত্রাপি না পাইয়া, জ্যোতির্জ্ঞ ব্যক্তির নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, যে ও হে দৈবা, কহ আমার কন্যা কোথায়? সেই গণক মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া সয়দাগরকে কহিলেক, যে তোমার কন্যাকে পরীতে লইয়া, এক দুর্গ পর্বতে রাখিয়াছে, সে পর্বতে মনুষ্য যাইতে পারে না. পরে সয়দাগর সেই শিল্পকারের দ্বারা এক কাষ্ঠের অশ্ব গঠন করাইয়া, লইয়া, ঐ তীরন্দাজকে আরোহণ করাইয়া, সেই পর্বতে প্রেরণ করিলেন. পরে তীরন্দাজ দারু ঘোটকে আরোহণ করিয়া, পবনের ন্যায় গতিতে সেই পর্বতে পহুঁছিয়া, এক বাণেতে পরীকে নষ্ট করিয়া, কন্যাকে সয়দাগরের বা-

টীতে আনিলেক; এবং সয়দাগরকে কহিলেক, যে এ কন্যাকে আমি লইব; এবং জ্যোতির্জ্ঞ কহিলেক, যে আমাহইতে কন্যার সন্ধান হইয়াছে, অত এব আমি এ কন্যাকে পাইব. শিল্পকার ও বলিল, যে আমার গঠিত অশ্বে আ-রোহণ হইয়া, সেই পর্ব্বতে পহুঁছিয়া, কন্যাকে আনিল; এ জন্যে আমি তো-মার কন্যাকে পাইব. এই রূপ তিন জনে বড় বিবাদ আরম্ভ হইল.

তোতা এই কথা সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেন, যে এই উপাখ্যান তুমি আপন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিও, যে সে কন্যাকে কোন ব্যক্তি পাইবেক? যদি তিনি প্রস্তুত উত্তর করিতে পারেন, তবে তাহাকে বুদ্ধিমান্ জানিবেন. ইহাই শুনিয়া খোজেস্তা কহিলেন, যে ও তোতা, তুমি আমাকে অগ্রে এ কথা বল; যে সে কন্যা কাহাকে অর্শিবেক? তোতা উত্তর করিলেক, যে ব্যক্তি পরীকে বাণ মারিয়া নষ্ট করিয়াছে, সেই ব্যক্তি কন্যাকে পাইবেক. খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেক, যে ব্যক্তি গণনা করিয়াছিল, এবং যে জন ঘোটক নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা কেন না পায়? তোতা কহিলেক, যে তাহারা দুই জন কেবল আপন বিদ্যার প্রকাশ করিয়াছিল; তীরন্দাজ মরণ ভয় না করিয়া, অতিবড় ভয়ানক স্থানে যাইয়া, বহু ক্লেশেতে পরীকে নষ্ট করিয়া, কন্যাকে আনিয়াছিল, এই হেতুক সেই পাইবেক. তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করি-য়া, খোজেস্তাকে কহিলেক, যে তুমি শীঘ্র আপন বন্ধুর নিকটে যাও. পরে খোজেস্তা উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, এই কালে কুক্কুট রব করিল, ও প্রাতঃকাল হইল; এ নিমিত্তে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না.

॥ অষ্টম ইতিহাস ॥

॥ বাবলের রায়ের পুত্র এক কন্থার উপর আসক্ত হইয়াছিল, তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্য পশ্চিমদিগে প্রস্থান করিল, ও চন্দ্র পূর্ব্বদিগহইতে বাহির হইল, খোজেস্তা তখন বিদায় চাহিতে তোতার নিকট যাইয়া কহিলেন, যে ও তোতা, এখন আমি প্রিয়তমের সন্নিধানে যাইয়া, প্রথম তাহার বুদ্ধি বি-বেচনা করি, তিনি বুদ্ধিমান্ বটেন কি না? যদি বুদ্ধিমান্ দেখি, তবে তাহার সহিত প্রেম করিব, নতুবা মনোছুঃখ পাইয়া থাকিব; কেননা জ্ঞানিরা বলি-য়াছেন, যে স্ত্রীলোক আর বালক এবং নির্ব্বোধ এই তিন প্রকার লোকের প্রণয়েতে প্রত্যয় করা কর্ত্তব্য নহে. পরে তোতা শুনিয়া কহিলেক, যে ও কর্ত্ত্রী, তুমি এ সকল প্রস্তুত আজ্ঞা করিতেছ, কিন্তু তোমার উচিত যে অদ্যরাত্রিতে আপন প্রেমির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, কোন ইতিহাস কহিয়া তাহাকে উত্তর জিজ্ঞাসা কর. যদি তিনি তোমার মনোনীত উত্তর দেন, তবে তুমি তাহাকে জ্ঞানী জানিও, নতুবা নির্ব্বোধ জানিও. পরে খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন, যে তাহাকে আমি কোন্ ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিব? তাহা কহ.

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক; যে বাবলের রায়ের তনয় এক সময় এক দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায়রূপ অতিস্বর্ণবর্ণ কাকপক্ষ যুক্তা মৃগনয়না বিম্বোষ্ঠী মধ্যক্ষীণা হংস গমনা অতি সুন্দরী এক কন্থাকে দেখিয়া, রায়ের নন্দন তাহার উপর আসক্ত হইয়া, দেবতার পদতলে মস্তক রাখিয়া, স্তুতি ও অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন; ও পরমেশ্বর, যদি এই কন্থা আমাকে বিবাহ করে, তবে তোমার সাক্ষাতে আপন মস্তক বলি দিব.

তাহার পর সে কন্যার পিতার নিকটে ঘটকের দ্বারা বাক্য প্রেরণ করিলেন, যে আমি তোমার কন্যাকে বেবাহ্ করিতে চাহি. ঘটক এই কথা পিতার নিকটে কহিলেক; কন্যার পিতাও তাহাতে সম্মত হইয়া, আপন জাতির ধারা আর শাস্ত্রমত রায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ্ দিলেন. পরে রায়ের পুত্র সে কন্যা মুদ্ধা আপন বাটীতে যাইয়া, দুই জনে একত্র থাকিলেন. কএক দিবস পরে কন্যার পিতা কন্যাকে আর জামাতাকে আপন বাটীতে আনিবার নিমিত্তে সম্বাদ পাঠাইলেন. পরে রায়ের নন্দন এই সমাচার পাইয়া, সস্ত্রীক হইয়া, এবং আপন সভাসদ্ এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া, শ্বশুরালয়ে প্রস্থান করিলেন. যখন সে দেবতার প্রাসাদের নিকট পহুঁছিলেন, তখন রায়ের পুত্রের মনে হইল, যে আমি এই দেবতার নিকটে কব্‌ল্ করিয়াছিলাম, যদি এই কন্যা আমাকে বিবাহ্ করে, তবে আমি আপন মস্তক বলি দিব; কিন্তু কন্যা আমাকে বিবাহ্ করিয়াছে, অত এব আমার মস্তক বলি দেওয়া উচিত.

ইহা বিবেচনা করিয়া, রায়ের নন্দন একাকী সে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, আপন মুণ্ড ছেদন করিলেন. এবং সে মুণ্ড দেবতার পদে রাখিলেন. তারপর সভাসদ সে ব্রাহ্মণ গৃহমধ্যে যাইয়া, রায়ের নন্দনের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া, বড় ভীত হইলেন; যে সকলে কহিবেক, এই ব্রাহ্মণ কন্যার লোভে রায়ের বালককে নষ্ট করিয়াছে; অত এব এখন পরামর্শ এই, যে আমিও আপন মস্তক কাটিয়া ফেলি. ইহা স্থির করিয়া, ব্রাহ্মণ আপন শিরঃছেদন করিয়া, সে দেবতার চরণের নিকট পড়িলেন. মুহূর্ত্তেক পরে কন্যা স্বামির বাহির হওনের বিলম্ব দেখিয়া, আপনি দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া, আপন স্বামির ও ব্রাহ্মণের মস্তক ছিন্ন দেখিয়া, চমৎকৃত হইলেন; যে এ কি আপদ্ পথমধ্যে আমার উপস্থিত হইল যে স্বামির এমত দশা? তবে আমার জীব-

নেতে আর ফল নাই, আমিও আত্মমস্তক ছেদন করিয়া, স্বামির সহিত দাহ হইব. ইহা বলিয়া আপন মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন. এই সময়ে সে দেবতাহইতে এই শব্দ নির্গত হইল, যে ও কন্যা, তুমি আত্ম মস্তক ছেদন করিও না; কিন্তু কাটা মস্তক উহারদের শরীরের সহিত শীঘ্র সংলগ্ন কর, তবে উহারা জীবন পাইবেক. কন্যা এই কথা শুনিবামাত্র বড় ব্যস্তা হইয়া, স্বামির মস্তক ব্রাহ্মণের দেহেতে আর ব্রাহ্মণের মুণ্ড স্বামির শরীরে সংযোগ করিলেন; এবং সংযোগ হবামাত্র দুই জন প্রাণ পাইয়া, স্ত্রীর সাক্ষাতে দাড়াঁইলেন. পরে রায়ের পুত্রের শরীরে আর মস্তকে মহা কলহ উপস্থিত হইল; মস্তক বলে আমার পত্নী আমি লইব, শরীর কহে এ স্ত্রী আমার, আমি পাইব.

তোতা এই কথা যখন খোজেস্তাকে অবগত করিয়া কহিলেক, যে ও কর্ত্রী, যদি তুমি তোমার প্রিয়তমের বুদ্ধি বিবেচনা করিতে চাহ, তবে তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিও, যে এ কন্যা কে পাইবেক? তিনি যদি সুবোধ হন, তবে যথার্থ বলিতে পারিবেন; নতুবা অপ্রস্তুত কহিবেন. খোজেস্তা প্রশ্ন করিলেন, যে প্রথম আমাকে কহ, যে সে কন্যা কে পাইবে? তোতা কহিলেক, যেও কর্ত্রী, তবে শুন, মস্তক জ্ঞানের স্থান এবং শরীরের প্রধান, অত এব বাবলের রায়ের মস্তক যে দেহে আছে, সেই দেহ কন্যাকে পাইবেক. যখন খোজেস্তা এই উপাখ্যান শুনিয়া, আপন বন্ধুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন, ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক, ও প্রাতঃকাল হইল; এই কারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন রহিত হইল.

॥ নবম ইতিহাস ॥

॥ এক রাজা এক সয়দাগরের কন্যা গ্রহণ করেন নাই, তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে চন্দ্রোদয় হইল, তখন খোজেস্তা বড় লজ্জিতা হইয়া, তোতার নিকটে যাইয়া কহিলেন; ও তোতা, তুমি আমার মনের কথা শুন; জ্ঞানবানেরা কহিয়াছেন, যে নারী লজ্জান্বিতা নয় সে নারী অন্য২ স্ত্রীলোকেরদেরহইতে মন্দ হয়; অত এব এখন আমি পরপুরুষের নিকট না যাই; আপন বাটীতে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি; কেননা এ সকল নির্লজ্জের ব্যাপার. তোতা কহিলেক, ও কর্ত্রী, যাহা আজ্ঞা করিতেছ, তাহা প্রশস্ত বটে; কিন্তু এই ভয় করি, যদি সহিষ্ণু হইয়া থাক, তবে পাছে রাজার ন্যায় কষ্ট পাও এবং পীড়িতা হও. খোজেস্তা ইহাই শুনিয়া জিজ্ঞাসিলনে, যে রাজার কষ্টের কথা কি রূপ? তাহা কহ.

তোতা কহিতে আরম্ভ করিলেক. এক নগরে এক সয়দাগর ছিলেন; তাহার প্রচুর ধন সামগ্রী তুরঙ্গ হস্তী এবং এক সুন্দরী কন্যা ছিল. সে কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ হইয়া, সেই২ দেশীয় সল্লোকেরা ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার আকাঙ্ক্ষাতে সয়দাগরের নিকট আসিয়া, বহুবিধ স্তব করিলেন; কিন্তু সয়দাগর এ কথাতে সম্মত হইলেন না. যখন কন্যা বিবাহ যোগ্যা হইল, তখন এক দিবস সয়দাগর এক লিপি সেই দেশের রাজার নিকট পাঠাইলেন, যে আমার কন্যা অতিসুন্দরী চন্দ্রবদনা মৃগনয়না অতি স্বর্ণবর্ণ কুন্তলযুক্তা গজেন্দ্রগমনা. তাহার অমৃতের ন্যায় ভাষা শুনিয়া পক্ষীরা অজ্ঞান হইয়া মুগ্ধ হয়; কন্যা রাজ্ঞীর উপযুক্তা. যদি মহারাজা

অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমার বড় পৌরুষ আর সম্মান বৃদ্ধি হয়.

রাজা এই পত্র পড়িয়া এবং ভট্ট প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া, তুষ্ট হইয়া মনে বিচার করিলেন; যখন যে ব্যক্তির প্রাক্তন ভাল হয়, তখন সে ব্যক্তির সকল উত্তম বস্তু আপনাহইতে তাহার নিকট উপস্থিত হয়. ইহা বুঝিয়া আপনার বিশ্বস্ত পাত্র চারি জন ছিল, তাহারদিগকে কহিলেন, তোমরা সয়-দাগরের বাটী যাও. যদি সয়দাগরের পুত্রী আমার উপযুক্তা দেখ, তবে আমার নিকটে তৎক্ষণাৎ আনিও. তার পর পাত্রেরা সয়দাগরের গৃহে পহুঁ-ছিয়া, তাহার কন্যার রূপ নিরীক্ষণ করিয়া, জ্ঞানহত হইল. কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরে স্থির হইয়া, ঐ চারিজন পরামর্শ করিলেন, যদি রাজা এমত সুন্দরী স্ত্রীকে দেখেন, তবে ক্ষিপ্ত হইয়া, দিবারাত্রি কন্যার নিকটে থাকিয়া, রাজ-কর্ম্মে মনোযোগ করিবেন না; অত এব সকল কর্ম্ম নষ্ট হইবেক. পাত্রেরা ইহা ভাবিয়া, পুনর্ব্বার রাজ সন্নিধানে আসিয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, কন্যা অতিসুন্দরী নহে; তাহার মত বিস্তর স্ত্রী রাজবাটীতে আছেন; এই নিমিত্তে আনিলাম না. রাজা পাত্রেরদের কথা শুনিয়া কহিলেন, তোমরা যে রূপ কহিলি, সে রূপ যদি হয়, তবে সে কন্যাকে আমি চাহি না.

পরে রাজা কন্যাকে বিবাহ না করাতে, সয়দাগর মনোদুঃখিত হইয়া, কন্যাকে ঐ নগরের কোটালের সহিত বিবাহ দিলেন. পরে কন্যা মনে বি-বেচনা করিলেক আমি এমত রূপবতী কিন্তু রাজা আমাকে গ্রহণ করিলেন না এ বড় আশ্চর্য্য. পরে এক দিবস রাজা কোটালের বাটীর দিগে ভ্রমণ করিতে যাইতেছিলেন. এই কালে সে কন্যা আপনার রূপ লাবণ্য প্রকাশ করিয়া, আপন অট্টালিকার উপরে দাঁড়াইয়াছিল. রাজা তাহাকে দেখিয়া, আ-সক্ত হইয়া, সেই বাটীর নিকটস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, এ কন্যা কে

বটে? তাহারা কহিলেক, মহারাজ, ফলানা সয়দাগরের কন্যা, ইহাঁকে কোটালে বিবাহ করিয়াছে. রাজা এই সমাচার জ্ঞাত হইয়া, সে পাত্রগণকে ডাকাইয়া কহিলেন, যে তোমরা এমত সুন্দরী কন্যাকে মিথ্যা করিয়া, আমার নিকট কুরূপা কহিয়াছিলা; ইহাতে তোমারদের বড় অপরাধ হইয়াছে. অনন্তর পাত্রেরা উত্তর করিলেক, যে শুন মহারাজ, আমরা কন্যার অত্যন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া বুঝিলাম, যদি এ কন্যাকে রাজার নিকটে লইয়া যাই, তবে ইহাকে রাজা দেখিবামাত্র রাজকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষিপ্ত হইবেন; একারণ মিথ্যা কহিয়াছিলাম. রাজা পাত্রেরদের এই কথা পসন্দ করিয়া কহিলেন; তোমরা এক প্রকার ভাল করিয়াছিলা, বটে, কিন্তু আমি কন্যাকে দেখিয়া অস্থির হইয়াছি.

রাজসমভিব্যাহৃত লোকেরা রাজাকে কহিলেক, মহারাজ, সে স্ত্রীকে প্রথম কোটালের স্থানে চাহ, যদি সে না দেয়, তবে বলের দ্বারা লইবেন. রাজা উত্তর করিলেন, যে আমি রাজা, এমত কার্য্য আমার করা উচিত নহে; কেননা এ অতি অবিচার আর দৌরাত্ম্য প্রজাকে ও ভৃত্যকে পীড়া দিয়া রাজধর্ম্ম নহে. পরে রাজা সে স্ত্রীর কারণ ভাবিয়া২ কএক দিবসের মধ্যে পীড়িত হইয়া, যথোচিত কষ্ট পাইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন. তোতা এই উপাখ্যান সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক, ও কর্ত্রী আমার পরামর্শ নহে, যে তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক; অত এব এক্ষণে তুমি উঠিয়া, আপন প্রিয়তমের নিকট যাইয়া সাক্ষাৎ কর. যদি সাক্ষাৎ না কর, তবে তুমি রাজার ন্যায় পীড়াতে কষ্ট পাইবা. পরে খোজেস্তা গমন করিতে উদ্যত হইলেন; ইতিমধ্যে কুক্কুট শব্দ করিলেক ও প্রাতঃকাল হইল, এ জন্যে সে দিবস খোজেস্তার গমন হইল না.

॥ দশম ইতিহাস ॥

॥ এক সয়দাগর আর এক নাপিত এই দুই জন কতক ব্রাহ্মণকে যষ্টিদ্বারা প্রহার করিয়াছিল, তাহার কথা ॥

যখন সূর্য্যাস্তে তারাগণের সহিত চন্দ্রোদয় হইল, তখন খোজেস্তা জরির সাটী বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করিয়া, বিদায় চাহিতে তোতার নিকট গমন করিয়া কহিলেন; ও তোতা, আমি অদ্য অর্দ্ধরাত্রের সময় বন্ধুর সমীপে যাইতে চাহি; অত এব এই সময় যে ইতিহাস থাকে তাহা কহ. তোতা ইহা শুনিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেক. এক সহরে এক ধনবান্ সয়দাগর ছিল, কিন্তু তাহার সন্তান ছিল না; একারণ সয়দাগর এক দিবস অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, যে পৃথিবীতে আসিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু আমার সন্তান নাই. আমার মৃত্যু হইলে পর এই ধনকে ভোগ করিবেক, অত এব এই সকল ধন ফকির আর গরিব ও অনাথেরদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য. সয়দাগর ইহা পরামর্শ স্থির করিয়া, আপনি সমস্ত ধন দান করিয়া, রাত্রিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন. নিদ্রাব স্থাতে এক স্বপ্ন দেখিলেন, যে এক ব্যক্তি কহিতেছে; ও ধনী আমি তোমার প্রাক্তন; তুমি অদ্য সমস্ত ধন ফকিরেরদিগকে দিয়াছ; তোমার সংসারের খরচ কি প্রকার চলিবেক? ইহা ভাবিয়া কিছু রাখ নাই, এই হেতু আমি তোমাকে এক পরামর্শ কহিতে আসিয়াছি. কল্য আমি বিপ্রমূর্ত্তি ধারণকরিয়া, তোমার নিকট যখন আসিব, তখন তুমি আমার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিবা; আ-

মিও সে যষ্ট্যাঘাতে ভূমে পড়িয়া, প্রাণত্যাগ করিবামাত্র আমার শরীর স্বর্ণ হইবেক. সে কালে তুমি আমার শরীর ছেদন করিয়া, স্বর্ণ লইবা; তাহার পর যেমত আমার অবয়ব সেরূপ হইবেক.

দ্বিতীয় দিবস এক নাপিত সয়দাগরকে কামাইতেছিল; এই কালে সে প্রাক্তনের প্রতিমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ পহুঁছিল. পরে সয়দাগর গাত্রোত্থান করিয়া, কএক বার তাহার মস্তকে যষ্ট্যাঘাত করিলেন. ব্রাহ্মণ সে যষ্ট্যাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে পড়িয়া স্বর্ণ হইল. নাপিত দেখিলেক, একারণ সয়দাগর তাহাকে কএক মুদ্রা দিয়া নিষেধ করিলেক, যে তুমি এ কথা কাহাকে কহিও না. নাপিত ইহা দেখিয়া জ্ঞান করিলেক, যে ব্রাহ্মণকে যষ্ট্যাঘাত করিলে স্বর্ণ পায়. নাপিত ইহা ভাবিয়া আপন গৃহে পহুঁছিয়া, কএক বিপ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া, আপন বাটীতে আনিয়া, তাহারদের শিরেতে এমত এক যষ্ট্যাঘাত করিলেক, যে তাহারদের মস্তক চূর্ণ হইয়া, রক্তের ধারা পড়িতে লাগিল. তাহারাও যষ্ট্যাঘাত হইবামাত্র চিচকার শব্দ আরম্ভ করিলেক. সে শুনিয়া বিস্তর লোক একত্র হইয়া, নাপিতকে সে দেশের বিচারকর্ত্তার নিকটে লইয়া গেল. বিচারকর্ত্তা নাপিতকে জিজ্ঞাসিলেন তুমি কি জন্য বিপ্রেরদিগকে যষ্ট্যাঘাত করিয়াছ? নাপিত উত্তর করিলেক, যে আমি এক সয়দাগরের বাটীতে গিয়াছিলাম; সে সয়দাগরের নিকট এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল; পরে সয়দাগর সে ব্রাহ্মণকে কএক বার যষ্ট্যাঘাত করিলেক; তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রাণত্যাগ হইল, এবং তাহার শরীর স্বর্ণ হইল. ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিলাম, যদি আমি ব্রাহ্মণেরদিগকে বড় যষ্ট্যাঘাত করি, তবে আমি অধিক স্বর্ণ পাইব. ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরদিগকে মারিয়াছি, কিন্তু তাহারদের মধ্যে কেহ স্বর্ণ হইল না, কেবল কলহ উপস্থিত হইল. বিচারকর্ত্তা ইহা শুনিয়া সে সয়দাগরকে ডাকাইয়া কহিলেন, ও সয়দাগর

শুন, এই নাপিত কি কথা কহিতেছে? সয়দাগর উত্তর করিলেন, এই নাপিত আমার চাকর ছিল, কএক দিবসাবধি ক্ষিপ্ত হইয়াছে. বিচার্‌কর্ত্তা সয়দাগরের কথায় প্রত্যয় করিয়া, নাপিতকে খেদাইয়া দিলেন. তোতা এই ইতিহাস সাঙ্গ করিয়া খোজেস্তাকে কহিলেক, ও কর্ত্রী, এখন আপন প্রিয়তমের নিকটে গমন করুন. পরে খোজেস্তা গাত্রোত্থান করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন; ইতিমধ্যে কুক্কুট রব করিল, ও প্রাতঃকাল হইল; একারণ খোজেস্তার সে দিবস গমন হইল না.

॥ ইতি তোতইতিহাসের প্রসঙ্গ সমাপ্ত ॥

॥ চতুর উপাখ্যান শ্রী বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা সংগ্রহহইতে ॥

॥ একাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইলেন. এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা কহিলেন, ভোজরাজ শুন; এ সিংহাসনে বসিতে সেই পারে যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব

থাকে. ভোজ রাজ কহিলেন, হে পুত্তলিকা, রাজা বিক্রমাদিত্যের কি রূপ মহত্ত্ব? পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ শুন, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে ভদ্রসেন নামে এক মহাজন ছিলেন. ঐ মহাজন অনেক ধন রাখিয়া, মৃত হইলে, তৎ পুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন অপব্যয় করিয়া, নষ্ট করিতে লাগিল; প্রতিবাসি লোকেরদের নিবারণ মানে না. পুরন্দরের পিতার মিত্র এক পণ্ডিত ব্রাহ্মন এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন, হে মিত্র-পুত্র, যে ধন নানা যত্নে রক্ষা করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না, সে ধন অনায়াসে তুমি অযথার্থ ব্যয় করিতেছ. পুরুষের মহত্ত্ব ধন থাকিলেই হয়; এই ধনকে শাস্ত্রে লক্ষ্মী করিয়া বলে, বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বামী হইয়া, তিন লোকের অধিপতি হইয়াছেন.

এই লক্ষ্মী সমুদ্রহইতে উৎপন্না হইয়াছেন; অতএব সমুদ্রের নাম রত্নাকর. এই লক্ষ্মীর গর্ব্ভে কন্দর্প জন্মিয়াছেন, এই প্রযুক্ত ব্রহ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন. অতএব বিবেচনা করিয়া বুঝ, পুরুষের মহত্ত্ব ও দর্প যে কিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়. অতএব কহি এ রূপ যে ধন লক্ষ্মী তাহার অপব্যয় উপযুক্ত নয়. ব্রাহ্মণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল, হে ব্রাহ্মণ শুন, অবশ্য ভবিতব্য যত্ন ব্যতিরেকেও হয়, নারিকেল ফলের জলের ন্যায়; এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্তু সে যখন যায় কি রূপে যায়? তাহা নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না; গজভুক্ত কপিত্থ ফলের শস্যের ন্যায়. অতএব ধনকে যত্ন করিয়া রাখিলে কি হইবে? এই রূপ ব্রাহ্মণের কথা না মানিয়া, দিনে২ অপব্যয় করিয়া, কিছু কালের পরে পুরন্দর অত্যন্ত নির্দ্ধন হইল. যখন যাহার নিকটে যায়, কেহ আদর করে না. এই রূপ সর্ব্বত্র অমর্য্যাদা হওয়াতে পুরন্দর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া, মনে বিচার করিলেন, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বৃক্ষ মূল গৃহ পত্র ফল আহার

বৃক্ষের বক্কল পরিধান তৃণ শয্যা এ সকল ধনহীন লোকের বরং ভাল তথাপি ধন গর্ব্বিত বন্ধুরদের নিকটে বাস কখন ভাল নয়.

এই রূপ নানা প্রকার মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া, পুরন্দর দেশান্তর প্রস্থান করিলেন. নানা দেশ ভ্রমণ করিতেই মলয় পর্ব্বতের নিকটে পীতপুর নামে পুরীতে উপস্থিত হইলেন. সেই পুরীতে রাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণাস্বরে রোদন শুনিলেন. অনন্তর প্রাতঃকাল হইলে তৎপুরীস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কল্য রাত্রিতে তোমারদের নগরেতে কোন স্ত্রীলোক রোদন করিতেছিল? গ্রামস্থলোকেরা কহিল, আমরাও এই রূপ প্রত্যহ রাত্রিকালে এক স্ত্রীলোকের রোদন শুনি; কিন্তু সে কোন্ স্ত্রীলোক রোদন করে, ইহা জানি না. আমরা সকলে এই রোদন শুনিয়া, অনিষ্ট শঙ্কা প্রযুক্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকি.

অনন্তর পুরন্দর কিছু দিনের পর স্বদেশে আসিয়া, রাজা বিক্রমাদিত্যকে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন. রাজা শুনিয়া, কৌতুকাবিষ্ট চিত্ত হইয়া, ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাদুকারোহণ করিয়া, পুরন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন. তৎপরে তথা আসিয়া, অনুসন্ধান করিতে২ ঐ নগরের কিঞ্চিৎ দূরে এক নিবিড় বন ছিল; সেই বনেতে ঐ স্ত্রীলোকের রোদনের অনুসন্ধান পাইলেন. অনন্তর যে সময় ঐ স্ত্রীলোক রোদন করিল, তৎকালে ঐ বনের মধ্যে খড়্গহস্ত হইয়া, স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন. তথা গিয়া দেখিলেন, যে এক অত্যন্ত ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রাক্ষস দয়ারহিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ণ করিতেছে. রাজা বিক্রমাদিত্য ইহা দেখিয়া, অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়া, রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, রেরেঃ দুষ্ট রাক্ষস, অবলা স্ত্রীলোককে তাড়ণ করিয়া, কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে? যদি তোর সামর্থ্য থাকে, আয় আমার সহিত

যুদ্ধ হয়. রাজার এই স্পর্দ্ধা বাক্য শুনিয়া, রাক্ষস অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয়া; রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল. রাজা কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া, খড়্গে রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া নষ্ট করিলেন.

অনন্তর ঐ স্ত্রী মৃত ব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তুষ্ট হয়, তদ্বৎ সন্তুষ্টা হইয়া, রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজাকে স্তব করিলেন. হে মহারাজাধিরাজ, সাত্ত্বিকস্বভাব গরুড় সর্পকে নষ্ট করিয়া সর্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন, তদ্বৎ আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়া আমার প্রাণদান দিলেন. আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব? আমি নিঃসন্তান, যদি সন্তান থাকিত, তবে ভৃত্য করিয়া দিতাম. এই রূপ বিনয় বাক্য বলিয়া রাজার পদতলে পড়িলেন. অনন্তর উঠিয়া রাজাকে কহিলেন, আজি অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর ন্যায় জানুন, নব শত স্বর্ণ কলস পূরিত সুবর্ণ আমার আছে, সে সকল ধন আপনি আপনার জানুন. রাজা এই রূপ স্ত্রীর বিনয় বাক্য শুনিয়া, তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া, ও স্ত্রীর যত ধন সে সকল ধন এবং এ স্ত্রীকে ও পুরন্দরকে দিয়া, ঐ স্থানে পুরন্দরকে স্থাপিত করিয়া, যোগপাদুকা আরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন. এই কথা একাদশীপুত্তলিকা ভোজরাজকে শুনাইয়া কহিলেন, হে ভোজ রাজ, রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিল; যদি তোমাতে এতাদৃশ পুরুষার্থ থাকে, আস সিংহাসনে বস. ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন.

॥ ইতি একাদশী কথা সমাপ্তা ॥

॥ অষ্টাবিংশঃ পুত্তলিকার কথা ॥

অষ্টাবিংশঃ পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল. হে ভোজরাজ শুন. এক দিবস সামুদ্রিক শাস্ত্র তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া, শ্রম নিবারণার্থ নগর প্রান্তে বৃক্ষ স্থলে বসিয়াছেন. ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী পুরুষের অঙ্গ চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রিক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান বলে; যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন. ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া, মনোমধ্যে বিচার করিলেন, যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয়, সে অবশ্য মহারাজ হয়; অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে. কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগর প্রান্ত গমন করিবে? এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন. ইতি মধ্যে এক মুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া, ঐ পথে চলিয়া গেল; ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্ব দৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন, সমানাকার প্রকার দেখিয়া, পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন, এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি; কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এ পদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র? এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া, পণ্ডিত বসিয়াছেন; ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন; পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে ব্রাহ্মণ, তুমি কে এথা বা কেন বসিয়াছ বিষণ্ণবদন বা কেন? পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রক শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত

পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি, কিন্তু পদ্মাঙ্কিত দক্ষিণ চরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া, শাস্ত্রার্থ বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি.

রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া, কিছু উত্তর না করিয়া, স্ববাটীতে আসিয়া, পণ্ডিতগণ লইয়া, সভামধ্যে বসিয়া, দুত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; হে পণ্ডিত, পদ্মাঙ্কিত চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ, সে পুরুষ কোথা আছে? পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া, এই নগরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে; অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে. রাজা কহিলেন তাঁর কি নাম? পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না, কিন্তু তাহার আকার প্রকার এই রূপ. রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া, দুত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া, ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে, পণ্ডিত যে রূপ কহিয়াছিলেন, সেই রূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া, রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন, হে পণ্ডিত, সামান্য বিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না; অতএব তুমি বিলক্ষণ রূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ, এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে, যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি.

রাজার এই বাক্য শুনিয়া, শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয়, এ সামান্য শাস্ত্র তালুস্থলাদিতে কাকপদ চিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষণকেও নিরর্থক করিয়া, পুরুষকে দরিদ্র করে; এই বিশেষ শাস্ত্র. রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া, ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুস্থলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া, সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন, হে পণ্ডিত, বুঝিলাম তুমি সামুদ্রক শাস্ত্রার্থ তত্ত্ববেত্তা বট; কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে? পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন, হে

মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজ্যচিহ্ন দেখিতে পাই না. রাজা কহিলেন, হে পণ্ডিত, শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া, বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে? পণ্ডিত কহিলেন, হে মহারাজ, যদি কোন পুরুষের শরীর ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে, কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে, কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে, তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া, সকল সুলক্ষণের ফল হয়; অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকিবে.

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া, বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্র, পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয়; অতীন্দ্রিয় যাবদ্বস্তু কার্য্যদ্বারাই প্রত্যক্ষ হয়, যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন, তিনি কার প্রত্যক্ষ? কিন্তু সংসার রূপ কার্য্যদ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণ সিদ্ধ হইয়াছেন. তোমার ও যাবৎ সুলক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বটে, অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে; শরীর বিদারণ করিয়া তৎ প্রত্যক্ষ কি প্রয়োজন? পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া, শাস্ত্রার্থ সংশয় কর্ত্তব্য নয়; ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া, পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন. অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল, হে ভোজরাজ, এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয়, সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত. শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া, তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন.

॥ ঊনত্রিংশতি কথা ॥

॥ ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া, ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল, হে ভোজরাজ, এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন; তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি, শুন. এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দ্বারিকে কহিলেন, হে দ্বারি, মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া, অনেক দূর দেশহইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ আসিয়াছি, রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর. দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল. রাজনিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া, অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন. বৈতালিক শত২ স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানী কৃত হইয়া, রাজসভা প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, রাজসভা বিন্যাস পরিপাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন. বিবেচনা বিচক্ষণ শত২ ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানা বিদ্যা বিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিত বর্গবেষ্টিত শ্বেতচামর বীজিত বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ রাজদণ্ড শ্বেতছত্রোপশোভিত এবং সিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি মন্ত্রি প্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধান পূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই. বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন.

বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে, এক হস্তে খড্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া, এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজাধিরাজ, এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু, কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না; আমার মনে এই লয়, অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তি বাহুল্য এই দুই সার; অতএব, হে মহারাজ, এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না. কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে; সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে; ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী, স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থানে যাবা উপযুক্ত নয়. অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না; অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজন রক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া, আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া, আমি যুদ্ধ স্থানে প্রস্থান করিব. এই বাঞ্ছা করিয়াছি, আপনি নানা প্রকারে পরোপকার করিতেছেন; আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া, আমার উপকার করুন.

ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন. তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া, রাজসাক্ষাৎ হইতে বিদায় হইয়া, সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থানহইতে আকাশ পথে গমন করিলেন. ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন. ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ প্রায় হইল. ঐ শব্দ শুনিয়া, রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকা প্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন. ইতি মধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্ন হস্তদ্বয় রাজ সভাগ্রে পড়িল, অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল, তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল. ইহাতে ঐ পুরুষের

স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া, রাজাকে নিবেদন করিলেন. হে মহারাজ, যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয়, আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয়, তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম ; অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব, চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক. এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন, হে পতিব্রতা জীবলোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি ; যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন, তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী ; এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহ ত্যাগ করা কোন্ ধর্ম্ম ? অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য, যদি তোমার বিষয় বাসনা না থাকে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া, ঈশ্বরের ভজন কর. যদি ভোগাভিলাষ থাকে, যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয়, তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা হইয়া, পরমানন্দে সুখভোগ কর ; প্রচুর ধন আমি দিতেছি, কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না.

রাজার এই বাক্য শুনিয়া, ঐ পতিব্রতা কহিলেন ; হে মহারাজ, আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার ; অতএব আপনকার ধর্ম্ম সংস্থাপনই কর্ত্তব্য ; স্বাভাবিক কামকার ত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতা ধর্ম্ম রক্ষা হয় বটে ; কিন্তু এই মনুষ্য শরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সাদ্বিত্বাভ্যাসাদি যত্ন সাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্র সিদ্ধ বৈধব্য ধর্ম্ম রক্ষা অতিদুষ্করসাধ্য. বৈধব্য ধর্ম্ম স্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামি মরণেতে ভার্য্যার মরণ. এবং হে মহারাজ, বিবাহকালে অগ্নি সাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামি শরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহ সিদ্ধি ; এবং পুরুষের শক্তি রূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন, কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না. ইহার

দৃষ্টান্ত এই, মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহস্কৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন, কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না. এবং, হে মহা-রাজ, লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে, যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে, তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা; অতএব, মহারাজ, লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য. যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন, কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয়. যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জল প্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়.

মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন, হে পতিব্রতা, তুমি যে সকল বাক্য কহিলা, এ সকল প্রমাণ বটে. আমি যে অপ্র-মাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি. সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ. রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া, চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন. সেই স্ত্রী নি-দাঘ কালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জল মধ্যে প্রবেশ করে, তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন. অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন; ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারা পরি-বৃতাঙ্গ হইয়া, সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন. রাজা ও সভ্যলোকেরা ঐ পুরু-ষকে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন. ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন, হে মহারাজ, যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃত-কার্য্য হইয়া, এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম; সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক; স্বদেশে গমন করি. রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন? তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না; স্থির করিতে না পারিয়া, মন্ত্রি বৃন্দের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন.

মন্ত্রি বর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া. ঐ পুরুষকে কহিলেন, হে বীর-

শ্রেষ্ঠ, তোমার এ স্থানহইতে গমনের কিঞ্চিৎ কালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল. তোমার স্ত্রী সেই ছিন্ন মস্তক দেখিয়া, নানা প্রকার বিলাপ করিয়া, মহারাজের বারণ না শুনিয়া, সহমরণ করিয়াছেন, চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখগিয়া. ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া, দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, রাজাকে কহিলেন, হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে, সে সকল কি আমার অদৃষ্ট দোষে মিথ্যা হইল? তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া, কৌতুক করেন, তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে, আমি অনেক ক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি. রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, যে এ কৌতুক নয়, প্রমাণ বটে. পুরুষ কহিলেন, মহারাজ, তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম, সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয়, দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন.

রাজা এই বাক্য শুনিয়া, ধার্ম্মিকতা ব্যাঘাত ভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পাট্ট মহিষীর কর গ্রহণ করিয়া, সভা স্থানে উপস্থিত হইয়া, দেখেন সে পুরুষ নাই. ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজ সাক্ষাৎ আসিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিবেদন করিলেন, হে মহারাজাধিরাজ, আমি ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম; যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা; মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া, সুস্থ হউন. রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া, সভামধ্যে বসিয়াছেন. ইতোমধ্যে পাণ্ড্য দেশ রাজপ্রেরিত নানা বিধ ধন সঞ্চয় শত২ হস্তিঘোটকাদি উপঢৌকন সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল. শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া,

বিদায় করিলেন. উনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন, হে ভোজরাজ, যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত. শ্রীভোজরাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন.

॥ ইতি উনত্রিংশ কথা সমাপ্তা ॥

॥ একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল, হে ভোজরাজ, যে বিক্রম নৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর. এক দিবস প্রাণসত্ত্বগ্রামহইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্‌পুত্র অবন্তী নগরে আসিয়া, নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া, স্বগ্রামে আসিয়া, আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন; হে পিতঃ, অবন্তী নগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম, যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয়, সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয়, অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয়, নগরের দুর্নাম ভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া, মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন. পুত্রের মুখহইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন. গ্রাহ-

কেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল, এ কি দ্রব্য? ইহাঁর মূল্য বা কি? গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন, এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র; দশ সহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য; এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন. এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন, এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন. এই রূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল; রাজকীয় দূতেরা রাজ সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল. রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশ সহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া, ঐ লোহময়ী দারিদ্র প্রতিমা লইয়া, স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন.

অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া, রাজাকে বিদায় মাঙ্গিলেন. রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ প্রকার স্তব করিয়া, লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন; হে মাতঃ, রাজলক্ষ্মি, আমার অপরাধ কি? নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন? লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি, কিন্তু দারিদ্র যে স্থানে থাকেন, সে স্থানে আমার বসতি হয় না; এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি. রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন, তবে যাউন; আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না. এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন; তদনন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্বিক গুণ সকল এই রূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন; তথাপি রাজা স্ববাক্যহইতে চলিত হইলেন না. তৎপর সাক্ষাৎ সত্ত্বগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া, রাজাকে বিদায় মাগিলেন. রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া, বিবিধ প্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন; ও কহিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম, তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর? সত্ত্বগুণ কহিলেন, আমি বি-

বেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না, অতএব হে মহা-রাজ, তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর, তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র পুরুষ গ্রহন করিয়াছ, সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরশ্ছেদন করিয়া, এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর, দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব.

রাজা এই বাক্য শুনিয়া, সত্যপ্রতিজ্ঞতা ব্রত ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া, খড়্গহস্ত হইয়া, মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে, সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ, তোমার ধর্ম্ম নিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত, এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি; বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট, ধার্ম্মিক পুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান, অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না, তোমাকে থাকিলাম. তদনন্তর কিয়দ্দিব-সের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া, রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন. একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল, হে ভোজরাজ, এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিং-হাসনে বসিবার পাত্র. শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন.

॥ ইত্যেকত্রিংশ পুত্তলিকার কথা সমাপ্তা ॥

॥ চতুর কথা পুরুষপরীক্ষা সংগ্রহহইতে ॥

॥ অথ দয়াবীর কথা ॥

দয়ালু যে পুরুষ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং সকল জীবের উপকারক তাঁ-হার নাম কীর্ত্তন করিলে সর্বত্র মঙ্গল হয়. তাহার বিবরণ এই. কালিন্দী নদীতীরে যোগিনীপুর নামে এক নগর. তাহাতে অলাবুদ্দীন নামে এক যবন-রাজ ছিল. সে এক সময় কোনহ কারণে মহিমাসাহ নামে আপন সেনাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইল. মহিমাসাহ কুপিত প্রভুকে প্রাণগ্রাহক জানিয়া, এই চিন্তা করিল, যে সক্রোধ নরপতিতে বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে. তাহা পণ্ডিতেরা কহি-য়াছেন, রাজা এবং সূচক ও সর্প ইহারা কখন বিশ্বাসযোগ্য হয় না, যে হেতুক সম্ভ্রম দর্শন করাইয়া, নষ্ট করে. তাহা পূর্ব্বে অনুভব করা যায় না ; অতএব যাবৎ আমি বদ্ধ না হই, তাহার মধ্যে সম্প্রতি কোন স্থানে গিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করি, এই বিবেচনা করিয়া, নিজ পরিবারের সহিত পলায়ন করিল, এবং পলায়ন করত এই বিবেচনা করিল, যে আমার পরিজনের দূর গমনে সাধ্য হইবে না ; এবং পরিজন ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করা অকর্ত্তব্য. তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে লোক নিজ কুল ত্যাগ করিয়া, আত্ম প্রাণ রক্ষার্থে অতি দূরে পলায়ন করে, সে স্বজনত্যাগী পরলোক গত প্রায় হয়, তাহার জীবনেই বা কি প্রয়োজন? অতএব এই স্থানে হম্বীরদেব নামা রাজা দয়া-বীর আছেন, তাঁহার আশ্রয়ে থাকি.

এই পরামর্শ করিয়া, যবন সেনাপতি রাজা হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া নিবেদন করিল, হে মহারাজ বিনাপরাধে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত যে ;

তাঁহার ত্রাসেতে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম. যদি আমাকে রক্ষা করিতে পারহ, তবে আশ্বাস দান কর, নতুবা এখানহইতে অন্যত্র গমন করি. রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, রে যবন, তুমি আমার শরণাগত; আমি জীবদ্দশায় থাকিতে তোমাকে যম ও পরাভব করিতে পারিবেন না; যবনরাজ কোন তুচ্ছ হইবে অতএব এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি করহ. মহিমাসাহ রাজার অভয়বাক্যেতে রণস্তম্ভন নামে দুর্গেতে নিঃশঙ্ক হইয়া বাস করিতে লাগিল.

তদনন্তর যবনরাজ মহিমাসাহ ঐ দুর্গেতে আছে ইহা জানিয়া, হম্বীরদেব রাজার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, হস্তী ও অশ্ব এবং পদাতিরদিগের পাদাঘাতে পৃথিবীকে কম্পায়মানা করত, এবং বাহনসমূহের কোলাহলেতে দিক্স্থ লোক সকলকে বধির করত, এক দিবসে তাবদ্বর্ত্মোল্লঙ্ঘন করিয়া, হম্বীরদেব রাজার দুর্গদ্বারে আসিয়া, প্রলয়কালের মেঘের বৃষ্টির ন্যায় বাণ বর্ষণ করিলেন. হম্বীরদেব রাজা গম্ভীর পরিখাযুক্ত চতুর্দ্দিক্ এবং নাগদন্ত সহিত প্রাচীরযুক্ত ও পতাকাতে শোভিত দ্বার সকল এই মত দুর্গ প্রস্তুত করিয়া, শ্রবণাসহ্য এমত ধনুর্গুনের শব্দপূর্ব্বক বাণ নিঃক্ষেপদ্বারা গগণমণ্ডল পর্য্যন্ত অন্ধকার করিলেন.

প্রথম যুদ্ধের পর যবনরাজ রাজা হম্বীরদেবের নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন. দূত হম্বীরদেবের নিকটে গিয়া কহিল, রাজন্, শ্রীযুক্ত যবনেশ্বর তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন; যে আমার অপ্রিয় কার্য্যকারক মহিমাসাহকে ছাড়িয়া দেও; যদি না দেও, তবে আগামি প্রভাতে তোমার দুর্গ চূর্ণ করিয়া, মহিমাসাহের সহিত তোমাকে যমালয় প্রস্থান করাইব. রাজা হম্বীরদেব ইহা শুনিয়া কহিলেন, রে দূত, আমি এ কথার উত্তর তোরে কি দিব? তোর প্রভুকে খড়্গধারদ্বারা ইহার উত্তর দিব; কেবল বাক্যেতে উত্তর করিব না. শুন, আমার শরণাগত লোককে যমও শত্রুভাবে দর্শন করিতে পারেন না.

যবনরাজ কি করিতে পারিবে? অনন্তর তিরস্কৃত দূত নিকটাগত হইলে, যবনাধিপতি উত্থান্বিত হইয়া, পুনর্ব্বার যুদ্ধারম্ভ করিল.

পরে উভয় সৈন্যের সংগ্রামে কোন২ বীর সম্মুখ যুদ্ধ করিতেছে; কেহ২ পলায়ন করিতেছে; কেহ২ বা নষ্ট হইতেছে; কোন২ যোদ্ধারা বৈরি সংহার করিতেছে. এতদ্রূপে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন সংগ্রাম হইল. যবনরাজ অর্দ্ধাবশিষ্ট সৈন্য হইয়া, এবং দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া, নিজ নগরে গমনোদ্যোগী হইলেন. সেই সময়ে রায়মল্ল এবং রায়পাল নামে হম্বীরদেব রাজার দুই দুষ্ট মন্ত্রী যবনেশ্বরের নিকটে গিয়া, এক বাক্য হইয়া কহিল, হে যবনাধীশ, আপনি কোন স্থানে যাইবেন না; আমারদের দুর্গে দুর্ভিক্ষোপস্থিতি হইয়াছে; আমরা দুই জন দুর্গের তথ্য সম্বাদ জানি; কল্য কিম্বা পরশ্ব তোমার দুর্গগ্রহণ যাহাতে হয়, তাহা করিব. যবনরাজ ইহা শুনিয়া, ঐ দুই মন্ত্রীকে পুরস্কার করিয়া, দুর্গ দ্বার রোধ করিল.

রাজা হম্বীরদেব অত্যন্ত বিপদ্ দেখিয়া, আপনার সৈন্যগণকে কহিলেন, অরে যাজদেশ সম্ভূত যোদ্ধা সকল, আমি পরিমিত সৈন্য করণক প্রচুর সেনাযুক্ত যবনেশ্বরের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিব? এবং যুদ্ধনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরও ইহা সম্মত নহে; অতএব তোমরা দুর্গহইতে দূরে যাও. যোদ্ধারা নিবেদন করিল, হে-মহারাজ, তুমি করুণাপ্রযুক্ত যবনানুরোধে যুদ্ধে আপনার মরণ স্বীকার করিতেছ; আমরা তোমার জীবনানুগত; সম্প্রতি এতাদৃশ উত্তম স্বামী যে তুমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া, কেন কাপুরুষের পথে গমন করিব? এ অকর্ত্তব্য; যবনরাজ অতি ক্ষুদ্র, ইহাকে স্থানান্তরে পাঠাইব; তাহাতেই আশ্রিতেরদিগের রক্ষা হইবে; অতএব এই আরম্ভই রক্ষণীয়, লোকের রক্ষার নিমিত্তে হউক.

পশ্চাৎ যবন সেনাপতি কহিল, হে মহারাজ, আমি বিদেশীয় এক সা-

মান্য লোক ; আমার রক্ষার নিমিত্তে কেন স্ত্রী এবং পুত্র ও রাজ্য আর আত্ম প্রাণ নষ্ট করিয়া, আমাকে ত্যাগ করহ ? হম্বীরদেব রাজা কহিলেন, হে মহিমাসাহ, তুমি আমাকে এ কথা কহিও না. নশ্বর যে ভৌতিক শরীর তাহাতে যদি চিরস্থায়ী যশ লভ্য হয়, তবে কোন জন তাহা ত্যাগ করিতে বাসনা করে ? যদি তুমি আমার কথা মান্য কর,তবে তোমাকে নির্ভয় স্থানে পাঠাইতে পারি. যবন সেনাপতি উত্তর করিল, যে আপনি আমাকে এ প্রকার আজ্ঞা করিবেন না, আমি সর্ব্বাগ্রে বিপক্ষের মস্তকে খড়্গ প্রহার করিব ; কিন্তু স্ত্রী লোকেরদিগকে দুর্গের বাহির করুন. স্ত্রী সকল প্রত্যুত্তর করিলেন, আমারদের স্বামী শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে স্বর্গ যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন ; আমরা তাঁহা ব্যতিরেকে কি প্রকারে পৃথিবীতে থাকিব ? যেমত লতা সকল বৃক্ষ ব্যতিরেকে অবস্থিতি করে না, সেই রূপ স্ত্রী লোক পতি ব্যতিরেকে জীবদ্দশায় থাকিবে না. সংসারের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রীরদিগের প্রাণ স্বামীর জীবনানুগত হয় ; তন্নিমিত্তে আমরা বীরপত্নীর উপযুক্ত কার্য্য যে অগ্নি প্রবেশ তাহাই করিব. যে হেতুক হম্বীরদেব রাজার পরার্থে প্রাণ ত্যাগ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং বীরগণের সংগ্রাম অঙ্গীকৃত হইয়াছে, তজ্জন্যই যোষিদ্বর্গেরও অগ্নি প্রবেশ অভিমত হইয়াছে.

অনন্তর প্রভাতে উপস্থিত যুদ্ধে রাজা হম্বীরদেব সন্নাহযুক্ত হইয়া,হস্তীতে আরোহণ করিয়া, উত্তম যোদ্ধাগণের সহিত মিলিত হইয়া, পরাক্রম করত দুর্গহইতে বহির্গমন করিলেন. পরে খড়্গ প্রহারে বিপক্ষের সৈন্য এবং হস্তী ও অশ্বসমূহকে নিপাত করিয়া, এবং পদাতিরদিগকে সংহার করিয়া, সেনাগণকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক কবন্ধবর্গকে নৃত্য করাইলেন. এবং রুধিরধারা প্রবাহেতে পৃথিবী ভূষিতা করিয়া, এবং বাণেতে বিক্ষতশরীর হইয়া, সম্মুখ যুদ্ধে হস্তী পৃষ্ঠহইতে ভূমিতে পড়িলেন, এবং শরীর ত্যাগ করিয়া, তৎক্ষণাৎ

সূর্য্য মণ্ডলে লীন হইলেন. সেই কালে পণ্ডিতেরা কহিলেন, যে উত্তম প্রাসাদ ও অনুপমগুণা বশীভূতা যুবতি স্ত্রী আর বহু সম্পত্তি সহিত রাজা ইহার এক বস্তুও কেহ ত্যাগ করিতে পারে না; রাজা হম্বীরদেব এই সকল সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া, শরণাগত লোকের রক্ষার নিমিত্তে রণে পতিত হইলেন.

॥ ইতি দয়াবীর কথা সমাপ্তা ॥

॥ অথ সত্যবীর কথা ॥

কলিকালে লোক সকল কামাদিতে মগ্ন হইয়া, মিথ্যাবাদী হইবেন; কিন্তু সত্যবীরের কথা শ্রবণ করিয়া, সকল পাপহইতে মুক্ত হইবেন. পূর্ব্ব কালে হস্তিনানগরে মহামল্ল নামে এক যবন রাজ ছিলেন. তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমণ্ডল শাসন করিয়া রাজ্য করেন. মহামল্লের ঐশ্বর্য্যাসহন শীল কাফররাজ সৈন্যসমূহেতে বেষ্টিত হইয়া, মহামল্লের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার নিকটে গেলেন. যবনেশ্বর কাফররাজকে নিকটোপস্থিত জানিয়া, বাহ্লীকদেশজ এবং অন্যদেশীয় লক্ষ২ অশ্বোত্তমেতে পরিবৃত হইয়া, নগরোপান্তে গিয়া, সমর স্বীকার করিলেন. তদনন্তর উভয় পক্ষের যুদ্ধে যবনরাজের যোদ্ধা সকল কাফররাজের বলবান বীরগণকর্ত্তৃক তাড্যমান হইয়া, রণভূমিহইতে পলা-

য়ন করিল. পশ্চাৎ যেমত সিংহভয়েতে হস্তীযুথ পলায়ন করে সেই প্রকার মরণভয়ে পলায়মান নিজ যোদ্ধাগণকে দেখিয়া, যবনেশ্বর কহিতেছেন,' হে আমার যোদ্ধা সকল, তোমারদের মধ্যে রাজা কিম্বা রাজপুত্র এমত কেহ নাহি, যে সম্প্রতি অরিভয়েতে ভগ্ন আমার সেনাগণকে নিজ বাহুবলে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে স্থির করিতে পারে? যবনস্বামির এই বাক্য শুনিয়া কর্ণাটজাতি নরসিংহদেব নামা রাজকুমার এবং চোহান জাতি চাচিকদেব নামে এক রাজপুত্র এই দুই জন রাজাকে নিবেদন করিলেন, হে স্বামিন্, নীচগামী সলিল প্রায় শত্রুভয়ে পলায়মান যে তোমার সেনাগণ তাহারদিগকে সম্প্রতি কে নিবারণ করিতে পারে? যদি আপনি এক ক্ষণ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া, এখানে পুনশ্চ আসিয়া দেখেন, তবে আমরা তোমার শত্রুকে খড়্গধারের পরিচিত কিম্বা চিতাশায়ী করি. যবনাধিপতি কহিলেন, তোমরাই সাধু; তোমারদের দুই জন ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষ এমত সাহস করিতে পারে?

তাহারপর নরসিংহদেব সাহস স্ফুরিতবাহু হইয়া, বজ্রপাতের ন্যায় কশাঘাতে অশ্বকে শীঘ্রগামী করিয়া, এবং বিপক্ষবর্গের অলক্ষিত হইয়া; কাফররাজের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন. পরে নর সিংহদেব অতিশয় উদ্দীপ্ত শ্বেতছত্রের তলস্থিত কাফররাজের হৃদয়ে শল্যাস্ত্র প্রহার করিলেন. কাফররাজ সেই অস্ত্র প্রহারেতে প্রাণ ত্যাগ করিয়া, ভূমিতে পড়িলেন. সেই কালে চাচিকদেব ভূতলে পতিত এবং ত্যক্তজীবন সেই কাফররাজের মস্তকচ্ছেদন করিয়া, যবনেশ্বরের নিকট আনিয়া দিলেন. যবনরাজ ছিন্ন মস্তক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ মস্তক কাহার? চাচিকদেব উত্তর করিলেন, এ মস্তক কাফররাজের. যবনরাজ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বীর কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন? চাচিকদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ, অনুপম পরাক্রম এবং নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব কাফররাজকে নষ্ট করিয়াছেন;

আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিয়া, কাফররাজের শিরশ্ছেদন করিলাম. যবন-স্বামী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, নরসিংহদেব কোথায় আছেন? চাচিকদেব কহিলেন, হে ভূপাল, কাফররাজের সন্নিধিবর্ত্তী এবং স্বামি সংহার জন্য কোপে কম্পিত কলেবর, এমত বীরগণকর্ত্তৃক হন্যমান প্রায় নরসিংহদেবকে দেখিয়াছি; সম্প্রতি তিনি কোথায় গিয়াছেন, এবং কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না. সেই ক্ষণে যবনেশ্বর হত নায়ক এবং পলায়মান শত্রুসেনা সকলকে দেখিয়া, পরমাহ্লাদিত হইলেন; এবং পলায়িত বিপক্ষ সৈন্যের পশ্চাদ্গামি, নিজ সেনাগণকে কহিলেন, হে আমার যোদ্ধাগণ, তোমরা কেন শত্রু সেনাগণকে নষ্ট করিতেছ? সম্প্রতি আমার রাজ্য রক্ষাকর্ত্তা এবং কাফর-রাজান্তক যে নরশ্রেষ্ঠ শ্রীনরসিংহদেব তাঁহাকে আনিয়া দেও.

পরে যবনরাজ অনুসন্ধান করিয়া, অনেক নারাচাস্ত্র প্রহারেতে ছিন্ন ভিন্ন শরীর এবং গলিত রুধিরের সহস্রং ধারাতে স্ফুটিত কিংশুক পুষ্পের ন্যায় ও অতিশয় বেদনাতে মূর্চ্ছিত নরসিংহদেবকে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ঘোটকহইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরসিংহদেব তুমি বাঁচিবা? নরসিংহদেব উত্তর করিলেন, হে রাজাধিরাজ. আমি যাহা করিয়াছি, আপনি তাহা অবগত হইয়াছেন? নরপতি প্রত্যুত্তর করিলেন, চাচিকদেব কহিলেন যে তুমি আমার শত্রু বিনাশ করিয়াছ; তাহাতেই আমি তোমার সমস্ত কার্য্য জানিয়াছি. নরসিংহদেব কহিলেন, আমি যাঁহার হিতেচ্ছাতে অতিশয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলাম; যদি তিনি সে সকল জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাতেই আমার শ্রমরূপ বৃক্ষ ফলবান হইল; অতএব আমি দীর্ঘ জীবী হইব. তদনন্তর যবনরাজ নরসিংহদেবের শরীরে অতিশয় মগ্ন বাণ সকল উদ্ধার করিয়া, এবং নানাপ্রকার ঔষধ সেবন ও পথ্য প্রয়োগেতে অল্প দিনের মধ্যে নরসিংহকে অক্ষত শরীর করিলেন.

পরে যবনরাজ সহস্র২ উত্তমাশ্ব ও লক্ষ২ স্বর্ণ ও ছত্র এবং চামর আর অনেক অর্থ দিয়া নরসিংহদেবের পুরস্কার করিলেন. প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া নরসিংহদেব যবনরাজকে নিবেদন করিলেন, হে রাজাধিরাজ, যুদ্ধ করা রাজপুত্রেরদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; আমি কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিলাম, যে আমার এতাদৃশ সম্মান করিলেন? সে যে হউক যদি আমার পুরস্কার বিহিত হইল, তবে চাচিকদেবের সম্মান করুন; তিনি সত্ত্ব প্রতিপালনের নিমিত্তে মহারাজের নিকটে শত্রুর মস্তক আনয়ন করিয়া,আমার যশঃ প্রশংসা করিয়াছেন. স্বীয় পুরুষার্থ প্রকাশ করেন নাহি. ইনি মারণচিহ্নরূপক শত্রু মস্তক আনিয়াও, আমি বৈরি বিনাশ করিয়াছি, ইহা কহেন নাহি; তন্নিমিত্তে প্রথমত চাচিকদেবের পুরস্কার কর্ত্তব্য. পরে চাচিকদেব কহিলেন, হে রাজকুমার, আমার নিমিত্তে এ প্রকার বক্তব্য নহে, আমি কেন তোমার শৌর্য্যের ফল লইয়া, পরের উচ্ছিষ্টভোগী হইব? তাহা শুনিয়া নরসিংহদেব কহিলেন, হে সত্ত্ববীর চাচিকদেব, তুমি সাধু, তোমার এই সত্ত্বতা হেতুক বুঝিলাম, যে তুমি পণ্ডিত, এবং সতীপুত্র, ও অতি প্রশংসনীয় মহাশয়. তদনন্তর যবনেশ্বর ঐ দুই রাজপুত্রের পরস্পরালাপে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, দুই রাজকুমারের তুল্য পুরস্কার করিলেন.

॥ ইতি সত্ত্ববীর কথা সমাপ্তা ॥

॥ অথ শস্ত্রবিদ্যকথা ॥

শস্ত্র বিদ্যাহইতে শাস্ত্র বিদ্যা স্বাভাবিক ক্ষুদ্রা, যে হেতুক শস্ত্রকরণক রাজ্য রক্ষিত হইলে শাস্ত্র চিন্তার প্রবৃত্তি হয়. যিনি সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া, তাহার যথার্থবেত্তা হন, তিনিই শাস্ত্রবিদ্যরূপে খ্যাত হন, এবং অস্ত্র-ব্যাপারে অতি নিপুণ হইতে পারেন. তাহার উদাহরণ এই ধারা নামে এক রাজধানী ছিল, সেখানে বিবেকশর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের পুত্র নির্ব্বিবেক নামা বসতি করে. সে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইয়া, এবং বিশিষ্টাচার হীন হইয়া, ব্যাধগণের সহিত মৃগয়াতে আসক্ত হইল. এক সময় সেই ব্রাহ্মণ মাতার অনুনয় বাক্যেতে মৃগয়ার নিমিত্তে বনে না গিয়া, গৃহে থাকিল; এবং সেই সময়ে এক দেবালয়ের গর্ত্ত মধ্যে শব্দ করিতেছে, যে কপোত সকল তাহার দিগকে দেখিয়া, চিন্তা করিল, যে এই দেবমন্দিরের উপরে উঠিয়া, পারাবত সকল পাড়িয়া আনি. শাস্ত্রে লিখিত আছে যে কামুক লোক স্ত্রী ব্যতিরেকে আর কোন বস্তুতেই সুখী হয় না; এবং পিশুন লোক খলতা ব্যতিরেকে সুখী হইতে পারে না; হিংস্রলোক হিংসা না করিয়া, স্বচ্ছন্দ থাকিতে পা-রে না.

অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ কপোত লইবার নিমিত্তে দেবমন্দিরে উঠিয়া, গর্ত্তে হাত দিয়া, গর্ত্তস্থ সর্পকে ধরিয়া পারাবত জ্ঞানে আকর্ষণ করিল. তাহাতে সেই আকৃষ্ট সর্প ঐ ব্রাহ্মণের হস্ত বেষ্টন করিল. তখন ঐ ব্রাহ্মণ এই চিন্তা করিল, যদি আমি সর্প ত্যাগ না করি, তবে এক হস্তাবলম্বনে দেবালয়হইতে

নামিতে পারি না; যদি ত্যাগ করি তবে ভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিবে; সম্প্রতি কি করি? এতদ্রূপ বিপত্তিগ্রস্ত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল, হে লোক সকল, আমাকে রক্ষা কর. গ্রন্থকারেরা কহিয়াছেন, যে লোক আপনার দোষ গ্রহণ করে না, এবং সর্ব্বদা ব্যসনেতে প্রবৃত্ত হয়, সেই মনুষ্য ঐ ব্যসন জন্য ফলপ্রাপ্ত হইয়া, অবশ্য কাতর হয়. অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া, সেই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হইল. এবং রাজা ভোজ ঐ সম্বাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণের রক্ষার্থে সেই স্থানে আগমন করিলেন; কিন্তু সকল লোক উৎকণ্ঠা ও শীঘ্রতার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের ত্রাণের কোনহ উপায় অবধারিত করিতে না পারিয়া, নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলেন.

রাজা ভোজ পর্ব্বত শিখরের ন্যায় দেবমন্দিরের মস্তকে এক হস্তাবলম্বী এবং ভুজঙ্গেতে বেষ্টিত দ্বিতীয় হস্ত এই প্রকার ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, সকলকে কহিলেন, হে মনুষ্য সকল, তোমারদিগের মধ্যে এমত কেহ আছে যে এই বিপ্রকে রক্ষা করিতে পারে, এবং সেই রক্ষণেতে ব্রাহ্মণ উপদ্রবরহিত হইয়া অনায়াসে দেবমন্দিরহইতে নীচে আসিতে শক্ত হয়, এমত করিতে পারে? তবে আমি তাহাকে অবশ্য এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিব. ভোজ রাজার এই বাক্য শুনিয়া, রাজপুত জাতি সিংহল নামে এক পুরুষ ধনুর্ব্বিদ্যাতে অতি কুশল, সে কহিল, হে নরেন্দ্র, এই বিপ্রের রক্ষার নিমিত্তে বিস্তর প্রয়াস করিব না; আমি অল্প প্রয়াসেতে বিপ্রকে নীচে আনিতেছি; কিন্তু ব্রাহ্মণ ভুজঙ্গবেষ্টিত ঐ বাহু আমাকে দর্শন করাউক. তাহাতে বিপ্র ও সেই রূপ করিল.

পরে ঐ রাজপুত ধনুকেতে নারাচাস্ত্রযোগ করিয়া, এবং ঐ অস্ত্র কর্ণস্থলপর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া, ত্যাগ করিল এবং সর্পের মস্তক ছেদন করিল; তাহাতে সর্পের শরীর ব্রাহ্মণের হস্ত ত্যাগ করিয়া, মৃত্তিকাতে পড়িল. পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ সর্পের ফণা ত্যাগ করিয়া, নিরুদ্বেগ ও স্ববশ হইয়া, দেবালয়হইতে

নামিলেন. রাজা ভোজ তাহা দেখিয়া, পরমাহ্লাদিত হইয়া ঐ রাজপুত্রকে স্বীকৃত লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন; এবং উত্তম বস্ত্র ও নানালঙ্কার দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন. কোন কবি তাহা দেখিয়া, এক কবিতা পাঠ করিলেন; তাহার অর্থ এই. যে সিংহল রাজপুত্র ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ এবং লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া, ভূপালকর্তৃক পূজিত হইল; অতএব মনুষ্য সুশিক্ষিত অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে কিং লাভ না করিতে পারে? অর্থাৎ রাজ্য প্রভৃতি অনেক উত্তম বস্তু লাভ করিতে পারে.

॥ ইতি শস্ত্রবিদ্যকথা সমাপ্তা ॥

॥ অথ হাস্যবিদ্যকথা ॥

যে লোক অঙ্গের ও বাক্যের বিকৃতিদ্বারা ধনিরদিগকে হাস্যযুক্ত করে সেই পুরুষ সর্বত্রং হাস্যবিদ্যরূপে খ্যাত হয়. তাহার উদাহরণ এই. কাঞ্চী-পুরীতে সুপ্রতাপ নামে এক রাজা থাকেন. সেই নগরীতে চারি চোর কোন ধনবানর ঘরে সিঁধ দিয়া, অনেক ধন চুরি করিয়া, যখন ঘরের বাহিরে আইসে, তখন নগর রক্ষকেরা সিঁধের দ্বারেই সকল দ্রব্যের সহিত চোর সকলকে ধরিয়া, নরপতির নিকটে উপস্থিত করিল. রাজা তাহারদের বৃত্তান্ত শুনিয়া বিচারদ্বারা তাহারদিগকে চোর অবধারিত করিয়া, ঘাতুক পুরুষেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে এই চোরগণকে শূলে দিয়া

নষ্ট করহ. দণ্ডনীতিশাস্ত্রবেত্তারা কহিয়াছেন, যে শিষ্ট লোকের সম্বর্দ্ধনা ও দুষ্টলোকের দমন করা রাজার ধর্ম্ম. অনন্তর নরপতির আজ্ঞানু-সারে ঘাতুক পুরুষেরা ঐ চোরগণকে নগরের বাহিরে লইয়া, তাহারদের তিন জনকে শূলে দিয়া নষ্ট করিল. সেই সময়ে চতুর্থ চোর চিন্তা করিল, যে মরণ নিকটোপস্থিত হইলে আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য হয়; কিন্তু লোকের মৃত্যু হইলে সকল উদ্যোগ নিষ্ফল হয়. অপর কোনহ লোক ব্যাধিতে পীড়িত হইয়া, এবং রাজদণ্ডে ম্রিয়মাণ হইয়া, যদি আত্ম রক্ষার উপায় করিতে পারে, তবে সেই ম্রিয়মাণ লোক যমের দ্বারহইতে ফিরিয়া আইসে; অতএব আত্ম রক্ষার কোন উপায় করি. ইহা স্থির করিয়া কহিল, ও ঘাতুক পুরুষ সকল, তোমরা আমারদিগের তিন জনকে নষ্ট করিয়াছ; কিন্তু আমাকে এক-বার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া পশ্চাৎ নষ্ট কর. তাহার কারণ এই, যে আমি এক উত্তম বিদ্যা জানি; আমি পঞ্চত্ব পাইলে সেই বিদ্যার প্রচার থাকিবে না; অতএব আমি সেই বিদ্যা রাজাকে শিক্ষা করাইব তাহারপর তোমরা আমাকে নষ্ট করিও; তথাপি পৃথিবীতে সেই বিদ্যা থাকিবে.

ঘাতুকেরা ঐ কথা শুনিয়া কহিল, ও চোর তুই অতি মূর্খ বধস্থানে আ-সিয়াও এখন বাঁচিবার ইচ্ছা করিতেছিস্, তুই নরাধম, রাজা কেন তোর বিদ্যা গ্রহণ করিবেন? চোর পুনশ্চ কহিল, রে ঘাতুকেরা তোরা কি রাজার কার্য্য ক্ষতি করিবি? যদি রাজা শুনেন তবে অবশ্য এই বিদ্যা গ্রহণ করিবেন; বরং রাজা তোরদের প্রতি তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করিবেন. ঘাতুকেরা চোরের কথাক্রমে রাজাকে ঐ বিদ্যার সম্বাদ কহিল. রাজা তাহা শুনিয়া, কৌ-তুকার্থে সেই চোরকে ডাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে চোর তুই কি বিদ্যা জানিস্? চোর কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি সুবর্ণকৃষি বিদ্যা জানি. রাজা তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, এ বড়

আশ্চর্য্য. চোর নিবেদন করিল, হে রাজাধিরাজ, এক সর্ষপ পরিমিত স্বুবর্ণের বীজ করিয়া, নিয়মমত মৃত্তিকায় বুনিলে এক মাসেতে ঐ বীজ স্কন্ধের ন্যায় অতি স্থূল হইবে, তাহার বৃক্ষেতে এক পল পরিমিত স্বর্ণপুষ্প হইবে. মহারাজ, আপনি দেখিলেই জানিতে পারিবেন. রাজা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া কহিলেন, ও চোর, ইহা সত্য? চোর গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তর করিল, যে মহারাজের সম্মুখ কে মিথ্যা কহিতে পারে? যদি আমার কথার কিছু অন্যথা হয়, তবে এক মাসের পর আমার প্রাণদণ্ড করিবেন; এবং যদি সত্য হয়, তবে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন. রাজা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে কহিলেন, যে তাহা কর.

অনন্তর চোর স্বর্ণকার দ্বারা স্বুবর্ণের সর্ষপ পরিমিত বীজ নির্ম্মাণ করিয়া, রাজার অন্তঃপুর মধ্যে ক্রীড়াসরোবরের নিকটে ভূমি পরিষ্কার করিয়া নিবেদন করিল; হে মহারাজ, সকল প্রস্তুত হইয়াছে; সম্প্রতি এই বীজ বপনকর্ত্তা কোন লোককে দিতে আজ্ঞা হউক? রাজা কহিলেন তুই বীজ বপন কর. চোর উত্তর করিল, হে মহারাজ, স্বর্ণ বীজ বুনিতে আমার অধিকার নাই; যদি অধিকার থাকিত, তবে এমত বিদ্যা জানিয়া আমি দুঃখী হইতাম না. যে লোক কখন কোন দ্রব্য চুরি না করিয়া থাকেন, তিনি এই বীজ বুনিতে পারেন; অতএব মহারাজ এ বীজ বপন করুণ. রাজা কিঞ্চিৎ কাল ভাবনা করিয়া কহিলেন, যে আমি সন্ন্যাসিরদিগকে দিবার নিমিত্তে পিতার নিকটহইতে কিছু ধন লইয়া, সন্ন্যাসিগণকে কিঞ্চিৎ দিয়াছিলাম, কিছু আপনি লইয়াছিলাম; এ কার্য্যও এক প্রকার চুরি হয়; অতএব আমি বীজ বপন করিতে পারি না. চোর ঐ কথা শুনিয়া কহিল, তবে মন্ত্রী বপন করুণ. মন্ত্রী কহিলেন, আমি রাজকীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছি, কি প্রকারে কহিব যে আমি কখন চুরি করি নাই? পরে চোর কহিল, তবে ধর্ম্মাধিকারী বীজ বপন

করুণ. পশ্চাৎ ধর্ম্মাধিকারী উত্তর করিলেন, আমি বাল্যকালে মাতার স্থাপিত মোদক চুরি করিয়াছিলাম.

চোর এই সকল কথা শুনিয়া কহিল, হা যদি আপনারা সকলেই চুরি করিয়াছেন, তবে কেবল আমার প্রাণ দণ্ড কেন হয়? সভাস্থ সকল লোক চোরের কথা শুনিয়া, হাস্য করিতে লাগিলেন; এবং রাজাও কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ও চোর, তোর প্রাণ দণ্ড হইবে না. পরে মন্ত্রিগণের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, ও মন্ত্রিগণ, এই চোর দুর্বুদ্ধি হইয়াও বুদ্ধিমান এবং হাস্য রসে প্রবীণ বটে; অতএব আমার নিকটে থাকুক প্রসঙ্গ ক্রমে আমাকে সন্তুষ্ট করিবে. রাজার আজ্ঞাতে চোর বিপদহইতে মুক্ত হইয়া নরপতির নিকটে থাকিল. সেই কালে সকল লোক বিবেচনা করিলেন, যে সংসারের মধ্যে চোরহইতে অধম কেহ নাই; সেই চোর হাস্যবিদ্যাতে আপনার মৃত্যু বারণ করিয়া, রাজার প্রিয়পাত্র হইল; অতএব হাস্য বিদ্যা অন্য২ উপবিদ্যাহইতে উত্তমা.

॥ ইতি হাস্যবিদ্যকথা সমাপ্তা ॥

॥ সমাপ্ত ॥

NOTICE TO THE READER.

The following translation has been rendered as literal as possible, without slavishly following the Bengālī idiom, which differs from the English especially in the following instances:

1. In the use of the *dramatic* style in all narratives; that is, when a person relates a conversation that has taken place between two or more absent persons, he employs the identical words which the persons whose conversation is reported are supposed to have used. *Example*, "He said he would go next day," *Lai kahilek je āmi kalya jā-iba.* (*lit.* "He said, I will go to-morrow.") So in the sentence, "He ordered me not to go home," *Tini āmāke ājnā karilen, je tumi bāṭīte jaiyo nā* (*lit.* "He ordered me thus, Go you not home.") This idiomatic use of the pronouns, and consequently of the persons and tenses of the verb, is well worthy of the student's attention, as it is more or less prevalent in all the languages of India. It is quite needless to multiply examples of this kind: the learner has merely to recollect, as a general principle, that the person who relates a conversation that has occurred, commonly gives the *ipsa verba* of the parties of whom he is speaking. Such idiomatic clauses are, in Bengālī, generally prefaced by the particle *je*, "thus," or "as follows," like the particle ὅτι we frequently meet with in the Syriac Greek of the New Testament.

2. The Bengālī idiom differs from the English in the frequent use of the past conjunctive participle (see Grammar, § 108). Of this idiom examples occur not only in every page, but in almost every sentence of the Selections.

3. Lastly, the student must constantly bear in mind that in Bengālī the verb *does* not necessarily agree with its nominative "in number and person," as good old Lindley Murray would have it (see Grammar, § 46 and § 103).

THE

TALES OF A PARROT.

TALE THE FIRST.

An Account of Mayamun's Birth, and of Khojestā's Falling in Love.

There was among the wealthy of ancient times a man styled Sultān Āmad, who possessed great wealth and power, as well as a large army. A thousand horse, five hundred elephants, and nine hundred camels, together with their burdens, were wont to stand ready at his gate. But he had no child; and on this account was in the habit of going day and night, morning and evening, near devout people, and imploring by divine service the gift of a son. Shortly after, his bountiful Creator granted him a most beautiful boy, whose countenance was bright as the sun, and whose forehead was lovely as the moon. Page 1.

By the acquisition of such a son the heart of Sultān Āmad was overjoyed, and being expanded like a rose, he invited the nobles, counsellors, learned men, teachers, and religious poor who dwelt in the city, and bestowed on them costly dresses of honour, apparel, etc. When the boy had completed his seventh year, his father gave him in charge to a learned man for his education; and he in a very short time having completed his studies in all the sciences of the Arabians and Persians, acquired the forms of conversation, as well as the etiquette of rising up and sitting down, according to the court fashion. He in consequence was highly esteemed by the prince and his courtiers. Page 2.

Sultān Āmad gave him the name of Mayamun, and married him to a beautiful damsel, called Khojestā, who was resplendent as the sun in face, and lovely as the moon in person. A very strong attachment subsisted between the young Prince and his bride; they were always together, whether in amusement or pleasure, in eating or sleeping.

Mayamun having one day ascended his palanquin, went to enjoy the sights of the bazar, where there was a man standing holding the cage of a Parrot in his hand. Mayamun, on beholding him, enquired the price of the Parrot. The Parrot-seller replied, that the price of the parrot was the sum of one thousand pagodas. Mayamun, on hearing this, remarked, "that the person who should give such a price for a handful of feathers, and a mouthful for a cat, must indeed be either foolish, ignorant, or crazy." At that instant the Parrot reflected thus, "I shall be very unfortunate if this worthy nobleman does not purchase me, for there is an improvement of understanding by living in the company of sensible and well-bred people."

The Parrot having made this reflection, answered, "Listen, O beautiful, amiable, and wealthy youth! I am, indeed, but a handful of feathers, and a mouthful for a cat, in your sight; yet am I able to soar in the heavens by my intellect and knowledge: moreover, the eloquent are surprised by the sweet flow of my words; and I can predict to-day what will occur to-morrow. Here is the test of what I say: attend! Merchants will shortly arrive from the land of Kābul to purchase spikenard; if you therefore will buy up the whole of it, and store it in a house, you will gain a very large profit by the speculation." Mayamun having attended to the whole of the Parrot's discourse, paid down the thousand pagodas, and took him home. Shortly afterwards Mayamun called together the whole of the spikenard sellers, and enquired of them the price of the entire of their spikenard. The merchants demanded ten thousand pagodas for what they had; and Mayamun that instant having paid for it out of his treasury, piled it up together in a storehouse.

PAGE 3.

The third day after, in conformity with the prediction of the

Parrot, merchants arrived from Kābul, and sought everywhere for spikenard; but not having found a trace of it anywhere, they, on being directed by the merchants of the place, presented themselves before Mayamun, and having purchased the spikenard for fifty thousand pagodas, returned to their own country. Mayamun was very much delighted to find the prediction of the Parrot turn out to be true; and, for the sake of dispelling the fear arising from the Parrot's being alone, he bought a Jay-bird, and put them in the same place: for the wise have said, there is a fondness between those of the same kind, which is proved by this, that "dove flies with dove, and hawk soars with hawk." On this account the Parrot and the Jay-bird were mutually pleased by remaining together.

One day Mayamun informed Khojestā, saying, "I am desirous of making a tour by water, and in foreign countries, for a short time; but till the period of my return, if any business shall occur, consult the Parrot and Jay-bird about it, and do not undertake any affair without their advice and consent." Mayamun having in this way given some few instructions, went abroad. After the departure of Mayamun, Khojestā being extremely grieved at heart by the separation of her best beloved; she neither slept at night, nor partook of food by day. The Parrot did his utmost to dispel the grief of Khojesta's heart, by daily reciting to her pleasing stories. In this manner the sixth month passed away. Page 4.

One day after this, Khojestā, having taken the bath, and having adorned her person, stood at the top of the palace enjoying the sights of the road from a small window. At this moment a young Prince, who was on his travels, arrived from another country in the city. On beholding the lovely countenance of Khojesta he became troubled in mind; and Khojestā, on casting her eye upon the Prince, was affected in the same way. Soon after this the young Prince sent a message in private to Khojestā by a female agent, saying, that if she would deign to visit his abode one night for four hours, he would, in return for her condescension, present her with a ring worth one hundred thousand pagodas. At first Khojestā would not consent; but at length, overcome by the many wiles of the old woman, she agreed to pay him a visit, and sent a message to him,

that it would not be possible for her to visit him in the daytime, but that she would repair to the Prince's dwelling immediately after midnight.

When it was night, Khojestā, having attired herself in an elegant dress, went to the Jay-bird, and having sat down in a chair, began to revolve in her mind, that as the Jay was a female like herself, she would therefore, when she heard the affair, permit her to go to the Prince. Having formed this opinion, she laid the whole of the circumstances before the Jay-bird. The latter, by way of salutary admonition, told her, that such an act as this was not to be committed by the female sex, as she would lose her reputation, and suffer shame from it. Khojestā was like one frantic from love, and being very much exasperated by the prohibition of the Jay-bird, she seized hold of its two legs very tightly, and dashed it with such violence on the ground, that life deserted its body, and the cage remained empty.

Page 5.

Khojestā still agitated by this fury, having come to the Parrot, made him acquainted with the state of her heart, and with the death of the Jay-bird. The wary Parrot considered in his mind, that if he should prohibit her in the same way as the Jay-bird had done, he would indubitably perish. Impressed with this fear, the Parrot says in very mild accents to Khojestā, "Listen, O Khojestā! The Jay-bird was a female; why therefore did you communicate any matter of consequence to her? This was inconsiderate, for the wise have declared, that most of the female sex are silly, and consequently it is improper to make known any important affair to them. Yet do not be dejected on this account, for as long as there is life in me, so long will I exert myself in your cause. But may God grant that your husband separate not himself from you on learning this intelligence; in that case, however, I will re-excite love, and reconcile you both, man and wife, with one another, in the same way as the Parrot of Farokh Beg effected a reconciliation between his master and his wife." Khojestā enquired of what nature was the story of Farokh Beg's Parrot; "tell me," says she, "all the particulars, and I shall be pleased with you."

The Parrot replied: "In a certain country there was a merchant

called Farokh Beg, in whose house there was a very clever Parrot. It happened that the season at which the merchant went abroad was arrived; on this the merchant gave in charge all his valuables, and the whole of his goods and chattels to the Parrot; and then departed to travel through many countries, for the purposes of trade, and there remained for some time on business. But at home the merchant's wife, having formed an intimacy with a young Mogol, introduced him to her house every night, where he remained till morning. The Parrot observed their conduct and heard their discourse, but conducted himself like one blind and deaf. A year and PAGE 6. a half after, the merchant returned home, and enquired in detail from the Parrot the intelligence of the house. The Parrot related all other matters that regarded the house, but did not mention a word of the bad conduct of the merchant's wife with the son of the Mogol; because he knew not but that in the end a separation might take place between man and wife.

"About a fortnight afterwards, the merchant having learnt the bad conduct of his wife with the young Mogol from the mouths of his neighbours, he became amazed; for such an evil deed could never remain concealed: and, as the wise have recorded, no one can hide either musk or love, for a perfume issues from the musk, and love is revealed by words. On this the merchant, becoming enraged with his wife, chastised her. The wife, turning the subject in her mind, concluded, that as the Parrot was acquainted with all the circumstances of her conduct, he must consequently have revealed them to her husband. Conceiving, therefore, the Parrot her enemy, and finding an opportunity at midnight, she plucked out all his feathers, and flung him out of the house; and screaming out to the male and female servants, she told them that the cat had carried off the Parrot. The wife then judged in her own mind that the Parrot must have perished; but though he was very much hurt by the fall from the top to the bottom, still some life lingered in him. About an hour after his fall he recovered a little strength; and as there were many tombs in the place, he entered the recess of one of them, where he continued for several days. During the day he remained hungry, and at nightfall he would come out and pick

up the fragments of the victuals left there by travellers who rested in that spot, and drink whatever water was caught in the hollow of PAGE 7. the tomb. In the course of a few days the whole of the Parrot's feathers shot out, and he was able to flit and perch from one tomb to another and to peck up grains of corn.

"On the morning after the night on which the merchant's wife had flung out the Parrot, the merchant, on getting out of bed, went to his Parrot's cage; but when he saw that the Parrot was not in it, he cried aloud, and having cast his hands, etc., on the ground, and being extremely dejected, he abandoned food and sleep; and becoming highly enraged with his wife, and putting no more confidence in her, he by way of punishment turned her out of the house. His wife being without a home, reflected that, as her husband had put her forth from his house, the townspeople, on seeing her, would upbraid her; she thought it better, therefore, that she should retire to the burial ground, which adjoined the house, and neither eating nor sleeping, that she should perish. Having determined on this, the merchant's wife entered the burial ground, and remained for one day without food. However, when it was night, the Parrot came forth from the recess in the tomb, and called out, 'Oh woman! listen! Shave off the hair of your head, and fast for four-and-twenty days among these graves, and afterwards, whatever sin you have committed in the whole course of your life, that having forgiven, I will reunite you both, man and wife.'

"The merchant's wife, on hearing the voice, was amazed, and concluded that it was the grave of some true and holy worshipper of God, and that he, doubtlessly, having pardoned her transgression, would reconcile her and her husband with one another. The wife then having cut off the hair of her head, remained many days in PAGE 8. the burial ground; and one day the Parrot, having come out from the recess in the tomb, said, 'Attend, oh woman! You plucked out all my feathers, and put me to great torture: well, whatever was in my fate, that you have brought about; yet, as I have eaten a great deal of your salt, I will for this reason requite you with good; and, besides, I am your lord's purchased Parrot, and you are, truly, my mistress. It was I who pronounced those words from the tomb,

directing you to cut off your hair, and that I would then reconcile you with your husband. Moreover, keeping in view your bread and salt, I never mentioned a word of your evil practices to your husband. I truly affirm this; on the contrary, observe now, I am going this very instant to your house, into the presence of your lord, and will affect a reconciliation by whatever means it can be accomplished.'

"The Parrot, on saying this, flew immediately to the merchant's house, and having made an obeisance before him, pronounced this benediction, 'May there be a prolongation of your honour's life, and an increase of your wealth.' The merchant at first, not having recognized his Parrot, said, 'Who are you, and whence do you come?' A little after, having seen that it was his Parrot, he said, 'Oh, my Parrot! where have you been for so many days, and in whose house have you dwelt? Tell it me, and relate everything likewise that has befallen you.' The Parrot replied, 'I am, indeed, that very same old Parrot of yours, whom the cat, having carried off from its cage, imprisoned in the cage of her belly.' The merchant then enquired how he had survived. The Parrot made answer, 'You, without any offence, turned your wife out of doors, and she on quitting your house fasted for four-and-twenty days in the burial ground, and wept bitterly; in consequence, God, the creator of all things, having had extreme compassion on her, restored me to life, and said, "You, O Parrot, have been an eye-witness in all this business, go therefore to the merchant and reconcile man and wife with one another.'

PAGE 9

"The merchant, on hearing this, instantly mounted his horse and rode to his wife, to whom he said, 'Oh my best beloved! I have, without any offence on your part, caused you extreme affliction; I have not acted properly, and I am consequently much to blame, but do you pardon me and return home.' On this, they returned home, and both man and wife lived afterwards in great pleasure and happiness together."

Mayamun's Parrot having finished this story about the Parrot of the Merchant, said, "Oh, Khojestā, arise and go quickly to the prince; by that means you will not break your promise. God grant

that your lord may not hear this intelligence; but should he become in the least aware of it, I will then effect a reconciliation, in the same way as was done by Farokh Beg's Parrot." Khojestā, being very much pleased by this promise, was on the point of setting out for the Prince's dwelling; just at that moment the morning dawned, and as Khojestā had been all night intent in listening to this story, she was sleepy, and retired to repose upon her bed.

Page 10.

TALE THE SECOND.

Of a certain Sentinel, who performed a Friendly Action towards the King of Tebarastān.

When the day had closed and the night drew on, Khojestā arose from a very costly bed and partook of refreshment, consisting of various eatables, fruits, etc., and having adorned her lovely countenance, and arrayed herself in garments of gold and silver thread, she went to the Parrot to request permission to visit the Prince. The Parrot addressed her in these words, "Be in no wise distressed, but keep up your spirits; I am engaged upon your affairs, and I shall bring about an interview between you and the young Prince; but you must keep the affection and goodwill you bear to the Prince steadfastly fixed in your heart, just as the Sentinel, who having firmly fixed in his mind his devotion to the King of Tebarastān, acquired great wealth. If you will in the same way prove true to the Prince, there is no doubt of your possessing him." Khojestā, on hearing this, enquired of the Parrot the particulars of the story of the King of Tebarastān.

The Parrot replied, "The men and counsellors of ancient times have recorded, that the King of Tebarastān one day having adorned his court to resemble the celestial mansions, and having laid out in the midst of the court excellent boiled rice, condiments, and various

sorts of wine, flesh, (and other) eatable substances, he invited thither the princes, nobles, literati, and teachers of that country, and made them partake of all these good things. In the meanwhile, a foreigner suddenly presented himself in the assembly. On this the nobles enquired of him who he was, and whence he came, and the nature of his profession. The stranger replied, 'I am one perfectly master of the sword, skilful in seizing tigers, and versed in many other feats of hand; and am so adroit as to be able to pierce the hardest stone through and through with my arrow. I for some time was the servant of a wealthy man named Khajender; but, as he did not duly appreciate my merits, I quitted his service, on hearing of the renown of the King of Tebarastān, and am come to offer him my services.' When the King of Tebarastān heard this relation from the Sentinel, he gave orders to the royal attendants, to appoint him to the duty of Sentinel. Agreeably to this command, the officers fixed him in that post.

PAGE 11.

"It was the custom of this man to stand every night, resting on one foot, with his face directed towards the King's upper apartments. It chanced once after midnight, that the King was pacing back and forwards on the terraced roof of the palace, and looking out on every side, he observed some one standing below, resting on one foot. When the King perceived him, he called out to know who he was, and for what purpose at midnight he was standing on one foot. The Sentinel replied, 'that he was anxious to get a sight of the royal countenance, and that now, by the assistance of his good fortune, having obtained it, he was greatly delighted and pleased.' While this conversation passed between the King and the Sentinel, a voice reached the King's ear from the plain, as of a person saying, 'I am going! where is the person who is able to bring me back?' The King, on hearing this, was extremely surprised, and enquired of the Sentinel whether he knew anything of the cause of this exclamation. The Sentinel replied, 'Great Prince! for several days past, at nightfall, I hear this kind of sound, but owing to my duty of sentinel, I am unable to go and ascertain whose voice it is; but if your Majesty permit me, I will go without delay, and having accurately ascertained the particulars, will return and explain the matter

PAGE 12.

to your Majesty's attendants.' The Sentinel, having obtained the King's permission, departed.

"Then the King, immediately after, having wrapped up his person in a black blanket, followed the Sentinel. When the Sentinel reached the place from whence the voice proceeded, he found a beautiful woman standing in the road, crying out, 'I am going! who is able to bring me back?' On hearing this, the Sentinel enquired of the female who she was, and why she uttered these words. The woman replied, 'I am the visible form of the King of Tebarastān's life, which being now come to a close, I am about to depart.' The Sentinel, on hearing this, said, 'How may you, who are the King's life, be made to return?' The Shade replied, 'Listen, O Sentinel! if you, in my presence, will offer up your son's life, in exchange for that of the King, I will then certainly return, and the King having yet survived for some time, shall not quickly die.'

"This intelligence very much pleased the Sentinel when he heard it, and he answered, 'If by giving my own life, and my son's life, I may preserve the King, I will certainly give them; but do you stay for an hour, that I may go home to my house and fetch my son, to offer him up in your presence.' On saying this, the Sentinel set off for his own house, and explained all the matter to his eldest son. As soon as the Sentinel's son, who was a person of discrimination and wisdom, heard all, he replied, 'The King of Tebarastān is an upright monarch, a cherisher of his subjects, and one who alleviates the miseries and distresses of his people; if by my being offered up he should be preserved, it would be a most excellent thing, because by my death there can be no loss; but should any evil befal the King, some worthless person may become our sovereign in his place, through whose tyranny thousands upon thousands may perish, and the country be ruined; but by the King of Tebarastān surviving, thousands upon thousands of the people will experience happiness, and the country will flourish in prosperity. Besides, I have heard from my teacher, who one day addressed his scholars to this effect: "that if the attendants of a just king should, for the preservation of the monarch's life, put one

PAGE 13

subject to death, there would be no crime in the act." God grant that so good a sovereign may not perish, and be succeeded by some unjust king. Take me, therefore, instantly into the presence of the Shade, and cut off my head.'

"The Sentinel then took his son before the Shade, and having bound him hand and foot, having taken a sharp knife in his hand, and his son's head being bent down, he was ready to strike it off. The Shade, on seeing this, instantly seized hold of the Sentinel's hand, forbade him, saying, 'Do not behead thy child! God, who is the maker of all things, being highly satisfied with your disinterestedness and worth, has with great compassion permitted me to return, and exist for sixty years.' The Sentinel, on hearing these glad tidings, was very much delighted. The King having overheard all this conversation, which took place between the Sentinel and the Shade, and the Sentinel's son, and having beheld everything, reached home before the Sentinel, and began to pace up and down on the terrace as before.

"Half an hour having elapsed, the Sentinel presented himself before the King, and having made his obeisance, invoked a blessing on his Majesty, saying, 'May there be an increase of the King's life and power, and of his empire and army!' The King then enquired of the Sentinel, what he had ascertained with regard to the sound. The Sentinel replied, 'Great King! command that it may be heard. A lovely female, of exquisite symmetry, having quarrelled with her husband and having deserted her abode, was seated in the middle of the road, and bewailing her misfortunes, saying, "I am going! is there no one who will bring me back?" When I got to this female, I effected a reconciliation between her and her lord, by means of mild and conciliating language. This female has now agreed not to quit her husband's house for sixty years.'

PAGE 14.

"The King being delighted with the noble conduct and address of the Sentinel, said to him, 'Sentinel, the very moment you left the vicinity of the palace I followed you, and from a distance overheard the conversation that passed between you and the Shade, as well as that between you and your son, and I likewise beheld every-

thing which took place. God will reward you, and I will implore from Him that I may remove your poverty, and render you affluent.' Shortly after, the King having taken his seat on his throne, and being surrounded by all the judges and nobles of the land, he in their presence installed the Sentinel in the office of prime minister and treasurer, and confided to his care all the keys and locks belonging to his office." The night was at an end, and the morning dawned, just as the Parrot finished this story about the King of Tebarastān. On this account, Khojestā was unable to go to her lover; and as she had been awake the whole night, listening to the story of the Parrot, she retired to rest upon a velvet couch.

PAGE 15.

TALE THE THIRD.

OF A GOLDSMITH AND A CARPENTER, WHO HID SOME GOLDEN IMAGES WHICH THEY HAD STOLEN.

As soon as the sun had set and the moon arose, Khojestā, having adorned herself with many jewels, went into the presence of the Parrot, and requested permission from him that she might go and visit her lover. The Parrot answered her, saying, "On the very first night even, I gave you permission, why, therefore, have you delayed till now? Go quickly; but if he to whom you are going covered with all these jewels, should covet them, and forget the love and esteem which he has for you, then what will you do (with regard) to him? just as the Goldsmith who, through a desire to possess some golden images, relinquished a friendship that had long subsisted between him and the Carpenter. Khojestā, anxious to know the particulars of the story of the Goldsmith and the Carpenter, requested the Parrot to detail all the circumstances.

The Parrot began his relation, by saying, "In a certain country there was a Goldsmith and a Carpenter, between whom there existed so great an affection, that all persons who saw them con-

cluded they must be two brothers. It happened that the Goldsmith and Carpenter travelled together into a foreign country, and having arrived in a certain city, and being destitute of bills of exchange, they determined that, as there was an idol-temple in the city, in which were many golden images, it would be advisable to assume the garb of brahmans, and then to repair to the temple to perform the various rites of adoration to the divinities, so that, when they should find opportunity, they might purloin a few images. Having formed this contrivance, these two persons went into the temple, where they began to perform the ritual of worship. The other brahmans, seeing their extreme piety, became ashamed, and a few of them ceased to attend the temple; and if any one asked them why they had abandoned the place, they would reply, 'that two brahmans who had arrived, did pray and reverence the gods in such a way, that they, not being able to equal them, were ashamed, and consequently left the temple.' In this way all the former brahmans gradually quitted the temple.

PAGE 16.

"Then the Goldsmith and Carpenter, one night, laying hold of all the idols, departed for their own country. When they arrived near their native city, they buried the images under a tree, and went to their own dwellings. One night the Goldsmith having gone alone, took all the images out of the ground, and carried them to his own house; and going in the morning to the Carpenter, he said: 'Oh, Carpenter, you have forgotten former friendship, and have taken the whole of my share; how long do you think you will enjoy such wealth?' The Carpenter, on hearing this, was astonished, and immediately understood that the Goldsmith had deceived him, and taken all the images. Hereupon, the Carpenter having reflected, said to him: 'Oh, Goldsmith, what you have done, that I comprehend; but you not having kept God in sight, have fixed this false imputation upon me; however, there is a God!' Saying this, he began to think how he might obtain redress: as it was evident to the very intelligent Carpenter that nothing was to be gained by quarrelling with the Goldsmith, he remained silent.

"A few days after, the Carpenter carved a wooden image to

PAGE 17. represent the Goldsmith, and he dressed it likewise in clothes similar to his. He then got two little bear's cubs, and was in the habit of putting the food of these cubs in the skirts and sleeves of the image; and out of these, when hungry, the young bears would go and take out their food and eat it. As soon as the Carpenter saw that the young bears had conceived a great fondness for the image, he one day invited the Goldsmith and his wife, as well as many of the neighbouring females. The Goldsmith's wife brought her two children with her to the Carpenter's house. The Carpenter took the two children, and hid them; and having produced the bear's cubs, he screamed out and began to say, 'What a marvellous thing is this I see, the Goldsmith's children have suddenly become like bears; this is a most afflicting circumstance!' The Goldsmith, on hearing this exclamation, went to the spot, and having looked, exclaimed, 'Never, Carpenter, has it happened that a human being has become a bear; this is all a feint.'

"In short, the Goldsmith and Carpenter having quarrelled, went before the Kazy, who was the judge of that place. The Kazy called on the Carpenter to explain how it was possible that a human being could become a bear. The Carpenter replied, that the Goldsmith's two children were playing together, when all on a sudden they fell on the ground, and were turned into bears. The Kazy asked him how such a story could be credited without some proof. The Carpenter answered: 'I have read in ancient books of one animal being transformed into another, but still retaining its former understanding; now, if these have become bears, they will recognize the Goldsmith, and my assertion will be verified; and if they have not been transformed, they will not recognize the Goldsmith, nor will they go near him.' The Kazy having agreed to PAGE 18. abide by this mode of proof, ordered the cubs to be brought. The Carpenter, in obedience to the order of the Judge, brought the young bears, and set them loose in the hall of justice, before all the people, of whom there were many present. The young bears, paying no attention to anything else, but seeing the dress and form of the Goldsmith the same as that of the image, began to play and rub their heads against his feet. The Kazy seeing this before his

face, said to the Goldsmith, 'I am fully convinced that your children have become bear's cubs. Take them home. Why have you uselessly quarrelled with the Carpenter?'

"The Goldsmith, seeing there was no remedy, came to the house of the Carpenter, and having prostrated himself at his feet, said: 'Because I did not restore you your share, you have acted in this way; now do you, having pardoned me, take your share, and restore me my children.' The Carpenter replied: 'You have done a deed of treachery, and have consequently been guilty of a great offence, which you ought never to repeat; but having turned your thoughts away from it, then it will be no marvel your children should quit the form of bears, and take that they had before.' The Carpenter then hinted at his share of the gold, and having received it, he restored the two children to the Goldsmith." When the Parrot had finished this story of the Goldsmith and the Carpenter, he enjoined Khojestā not to go near her lover covered with her jewels; "For," says the Parrot, "if the prince (like these two) should forget his affection for you and take the jewels, what then would you do?" When Khojestā heard this, she took off her jewels, and was just ready to go to her lover, but at this moment the morning began to dawn, therefore the visit did not take place (literally, "it was no go").

TALE THE FOURTH.

PAGE 19

OF THE SON OF A NOBLEMAN, WHO FORMED AN [ERRONEOUS] OPINION OF THE CONDUCT OF A CERTAIN SOLDIER'S WIFE.

WHEN the sun had set and the moon arose, Khojestā came into the presence of the Parrot, and said: "You seem little aware of what I suffer; I am quite restless through love for the Prince; give me, therefore, permission to go to my lover to-night." The Parrot replied: "I am very much afflicted at your distress; you pass

whole nights in listening to stories; but why cannot you rather go to your lover? Still I have this apprehension, that if in the midst of this your lord should come back, then you, not being able to visit your best beloved, will feel extremely mortified; just as the Nobleman's son was made by the Soldier's wife: so will it be with you." Khojestā, on hearing this, enquired the particulars respecting the Soldier's wife and the Nobleman's son.

The Parrot began his relation as follows: "In a certain city there was a Soldier, who had a very handsome wife; but the Soldier, fearful that she might go astray, never for a moment ceased to watch her most carefully. He for this reason would not leave his wife behind him, and go abroad to seek a livelihood. Having in consequence, after some time, become miserably poor, his wife one day addressed him to this effect: 'Oh, my lord, why do you not go

PAGE 20.

abroad; and why is it that you have given up service?' Her husband answered: 'Lest, when I am gone for employment, you should do what is improper; and through this idea I have not fixed you in any place, that I might go and seek service.' His wife replied: 'It is not right to form such an opinion, because the virtuous woman is not to be fooled by any one; while she who is depraved cannot be guarded by all the caution of her husband. In proof of this, listen to the following story:

"'There was a magician in a certain country, who, having transformed himself into an elephant, used to carry his wife on his back, and roam about from forest to forest; yet, in spite of all this vigilance of her husband, she contrived to form an intimacy with another man.' The Soldier enquired how the woman had managed to do so. His wife began her narration thus: 'A man, seeing an elephant with a canopy on its back, in the midst of a certain forest, being very much afraid, climbed up a tree. All on a sudden the elephant stopped under that very tree, and having let down the canopy from off his back, went to graze. The man seeing that there was a beautiful woman under the canopy, came down from the tree, and the woman, observing the man, came out from her canopy; and after an interchange of sentiments, they both reposed themselves under the tree, and passed their time as was most agree-

able to themselves. Shortly after this, the female took out a string covered with knots from a bag, and put another knot upon it. When the man saw this, he asked her for what purpose it was intended. The damsel replied: My master is a great magician, and by means of his art he changes himself into an elephant, and then he puts me on his back, and roams about from forest to forest, to the end that I may not converse with any other man; yet, notwithstanding all his caution, I have contrived to be intimate with a hundred men; and by way of remembrance, I have tied a hundred knots upon this cord, and through your kindness I have this day added another; and it has now, altogether, one hundred and one knots.' PAGE 21.

"When the Soldier's wife had finished her story, the Soldier asked her what she recommended him to do. The wife replied: 'Hear, my husband! this is my advice. Do you try to procure a service in a foreign country; and I will give you this nosegay, by which, as long as it remains fresh, you may know for certainty that I have in no way fallen from virtue; but when it shall be withered, then shall you know that I have done something wrong.' The Soldier having heard the advice given him by his wife, determined upon going abroad; and at the moment of departure she gave him her nosegay, and dismissed him.

"Shortly after, the Soldier having arrived in a certain city, took service under the son of one of the nobles of the place. At the same time, he carefully kept by him the nosegay given him by his wife. It being the winter season, the young Nobleman remarked to his companions, that at that season there was not a fresh flower to be seen in any garden, nor was it possible even for the most wealthy to obtain one; it was, therefore, most astonishing from whence this poor Soldier could obtain a fresh nosegay every day. His companions replied, that they too were very much puzzled by the same thing. The young Nobleman, in consequence, enquired of the Soldier from whence and in what manner he got the nosegay. The Soldier told him how his wife had given it to him, and how she had informed him that as long as it remained fresh, he might be certain that she continued virtuous and had not gone astray,

but that when he should find it faded, he might be sure that she Page 22. had done wrong; and that she, on saying this, had dismissed him. The young Nobleman, on hearing this, began to laugh, and told the Soldier that his wife must be a sorceress, and that by her charms she made the nosegay appear ever fresh.

"There were two cooks in the service of the young Nobleman, who were very clever and shrewd; to one of these he gave orders to go to the Soldier's house, and by some stratagem to get acquainted with his wife, and then to return immediately and explain everything, when it would be seen whether the nosegay was fresh or faded. Agreeably to the orders of the Nobleman, the Cook set off for the Soldier's city, where, on his arrival, he commissioned an old woman to go to the Soldier's house. The old woman contrived some way or other to make known the wishes of the Cook to the Soldier's wife. She, after some conversation with the old woman, told her that she should first bring the man, that she might see whether he was a suitable person or not. The old woman, in consequence, conducted the Cook to the Soldier's house. The wife whispered in the Cook's ear: 'Do you leave this house instantly, and say to the old woman that you do not like this woman, and that you cannot form any intimacy with such a person; but you can afterwards come alone to my house; because, when these go-betweens are acquainted with these private affairs, they are sure to divulge them: therefore, do not say a word to her on the subject.' The Cook, approving of this plan, just did as he was directed.

"There was in the Soldier's house a dry well, over which his wife placed a bedstead, laced-bottomed with rotten strings, and Page 23. covered the whole with a sheet, and had every thing ready before the Cook made his appearance. On the arrival of the Cook, the Soldier's wife told him to sit down on the bed; but the instant he attempted to sit on it he fell into the well, and began to roar out. The Soldier's wife then interrogated him as to who he was, and from whence he came. The Cook, seeing there was no help for it, related everything regarding the Soldier and the young Nobleman; and being thus overtaken by misfortune, was unable to return home. The young Nobleman, surprised at the delay, dispatched

the other Cook to the Soldier's wife, giving him much money, and fitting him out like a merchant. When this Cook reached the Soldier's city, he fell, like the former one, into the well, where they both remained.

"The young Nobleman having reflected that not one of the two individuals whom he had sent had returned, was quite unable to conceive the cause of it; he therefore determined in his own mind to go himself. As soon as he had made up his mind to do so, he one day, under the pretence of going a hunting, left his house, and taking the Soldier with him, he reached the native country of the latter. The Soldier immediately went to his own house, and laid that blooming nosegay before his wife, and related to her everything that had taken place. The wife, in return, informed her husband of everything that had occurred to herself.

"The next day the Soldier invited the Nobleman to his house, and shewed him all the rites of hospitality. The wife took the two Cooks out of the well, and directed them to dress themselves like women; and that, as she had some guests, they should wait upon them, and serve up the dishes, and that afterwards she would set them at liberty. The two Cooks dressed themselves like women, and carried in the dinner; but owing to their having remained in the well, and through bad food, all the hair of their heads and beards had fallen off: on this account the young Nobleman at first was not able to recognize them, and he asked the Soldier why he had shaved their heads? The Soldier said that he should explain presently the offence they had committed. The young Nobleman, on looking at them more attentively, discovered that they were his Cooks; and they likewise wept bitterly, and fell at his feet.

PAGE 24.

"At that very moment the Soldier's wife called out from her apartments: 'When you saw a nosegay in my husband's hand you laughed, and sent these two persons to try the rectitude of my conduct; you now know by your own eyes what kind of a woman I am.' The young Nobleman, having seen all and heard the story, being very much ashamed, besought forgiveness." The Parrot having finished the story of the Soldier's wife, told Khojestā to go at once to her lover, otherwise she would feel ashamed, in the

same way as the young Nobleman was made by the Soldier's wife. Just as Khojestā was on the point of setting off, the cock crew, and the morning broke, for which reason Khojestā was not able to go that day.

Page 25.

TALE THE FIFTH.

Of a Goldsmith, a Carpenter, a Tailor, and a Pilgrim, who Quarrelled about a Wooden Image.

When the sun sank in the west and the moon shone forth in the east, Khojestā, having gone to the Parrot, requested permission to pay a visit to her lover that night. The Parrot answered: "Oh, my mistress! I nightly give you permission, why do you make delay? I feel apprehensive through this, lest your Lord should return in the interval, and that you and he should have a quarrel as fruitless as that which took place between the Goldsmith, the Carpenter, the Tailor, and the Pilgrim." Khojestā, on hearing this, asked what was the cause of the quarrel between those four persons?

The Parrot replied: "Once on a time, a Goldsmith, a Carpenter, a Tailor, and a Pilgrim, journied together into a foreign country; and having one night reached an extensive plain, they thus communed with themselves: 'It is not safe that we should all go to sleep at once in the night on this plain; let us therefore watch by turns, during the four watches of the night.' This determination these four individuals made. The Carpenter took the first watch, and, by way of keeping off sleep, took out his adz, and employed himself in forming the figure of a woman out of a block of wood Page 26. which happened to be there. The Goldsmith having taken his station the second watch, perceived the image of wood, and guessed that it had been cut out by the Carpenter, who had thus shown his skill: but it struck him, that without ornaments it would not look

handsome; he therefore thought he would make some for its ears, neck, hands, and feet, and bedeck it with them.

"The Goldsmith having formed a resolution to this effect, made some beautiful ornaments, and therewith adorned the image. When the third watch had come, the Tailor being roused from sleep, and beginning to perform his watch, he saw there the wooden figure of a female, and adorned with jewels, but standing naked: the Tailor in consequence having sewed some fine garments, beautiful as those for a bride, dressed the image with them, when it had a most lovely appearance. Then at the fourth watch, the Pilgrim having awakened from sleep, and taken his tour of duty, beheld this most fascinating wooden figure. Immediately having purified his hands and feet by ablution, he implored of God that he would bestow life on the wooden image. That instant God bestowed life on it. The moment it obtained life, it began to talk like a human being.

"When the night began to decline and the sun appeared, these four persons arose from sleep, and all became enamoured with the figure, nay, frantic. First, the Carpenter asserted, that having shaped the wood and given it a form, he was consequently entitled to her. The Goldsmith affirmed, that by his jewels she had been made as beautiful as a bride; while the Tailor contended, that as he had made the clothes which covered her nudity, and had thereby preserved her from shame, he ought on that account to possess her. To this it was answered by the Pilgrim, that she was but a wooden image till, by his intercession, she had obtained life, and become a human being; and that he would consequently take possession of her.

PAGE 27

"Thus were these four persons contending with one another, when suddenly a stranger arrived at that place. On this they all began to ask him who should possess the woman? The stranger replied: 'This is my wife, whom you, having seduced from my house, have brought here.' He in consequence took the four, together with the female, before the magistrate of that place. The magistrate, on looking at her, declared that she was his own brother's wife, whom his brother took abroad with him, but that

they had killed his brother and taken his wife. The magistrate in consequence, took them all prisoners, and carried them before the Kazy. The moment the Judge beheld her, he said, 'From whence have you brought her? for this woman was for a long time my female slave; but, having robbed my house of much property and ready money, she ran away. Now I have recovered her; but the goods and ready money, where are they? This instant produce them.'

"In this manner there was a most fierce dispute on all sides; and many people collected around to enjoy the sport. Among these an old man cried out, 'This dispute can be settled by none of you; but in a certain place there is an old and very large tree; and when it happens that a cause cannot be determined by human decision, on repairing into the presence of that tree, it becomes decided, because these words "it is true," or "it is false," issue from it.' On hearing this, these seven persons, having taken the maiden with them, went to the tree and stated the case. The tree split asunder of itself, and the damsel stepped nimbly into the middle of it, when the tree immediately re-united as it was before, and the jewels and clothes of the female's person remained outside. The tree then announced that each had obtained what belonged to him. In fine, those men, not having obtained the damsel, went away exceedingly ashamed."

PAGE 28.

The Parrot having finished this story, addressed Khojestā, saying: "My dear mistress! I fear lest your Lord should unexpectedly return, and then place you apart from himself; moreover, you will fall into disgrace with your lover. Therefore, arise quickly, and go to him." Just as Khojestā was on the point of setting off, according to the Parrot's suggestion, the morning dawned, and the cock began to crow, and, in consequence, Khojestā's departure was prevented.

TALE THE SIXTH.

Of a certain Fakīr who fell in love with the Daughter of the King of Kānyakubja or Kanoj.

When the sun had sunk in the west, and the moon arose in the east, Khojestā, being adorned with many ornaments, went into the presence of the Parrot and said to him: "I nightly come to you, and give you the trouble of telling me amusing stories, and you likewise are prevented from going to sleep; I therefore feel very much distressed, and, indeed, the praise of your kindness exceeds description." The Parrot on hearing this, replied: "I am your devoted servant, but I have not been able to render you any service. There was a man named Rāy Rāyān, whose history you most probably have heard; just in that way I will very speedily effect a union between you and your best beloved." Khojestā enquired what were the circumstances of Rāy Rāyān's history.

Page 29.

The Parrot said: "The King of Kānoj had a most beautiful and lovely daughter. A certain Fakīr, beholding the beauty of the damsel, became enamoured with her, and was even like one fascinated and frantic for her. When he became a little more composed in mind, he bethought himself to this effect: 'I am but a Fakīr, and she is the King's daughter. I am in no way her equal; it is a very foolish thing that I should pretend to marry the daughter of a king.' Then again he reflected, that love, whether of a king or a beggar, was one and the same, and that by making his case known to the King, he should undoubtedly obtain the Princess. The Fakīr having settled all this in his own mind, a few days after sent a message to the King, demanding his daughter. The King, on hearing the request, got very angry, and gave orders to his Minister to chastise and punish the Fakīr. The Minister represented that it was not a royal duty to give pain to a holy man; but that if his Majesty should order it, he would contrive some way of

removing him from the city. The King approved of the Minister's suggestion, and desired him to put it in practice.

"The Minister then summoned the Fakīr into his presence, and told him, that if he would bring an elephant's load of gold coin into PAGE 30. the royal assembly, he should then obtain the Princess. The Fakīr being very anxious about the business, never failed to ask whoever he met for some way of attaining his wishes. Some one seeing him very much distressed, said to him: 'Oh, Fakīr! your desire will never be fulfilled by any other person than by Rāy Rāyān, who is a most generous man; by merely asking him, you will obtain the elephant's load of gold coin.' The Fakīr having heard this, after making enquiry, reached the presence of Rāy Rāyān, and having represented his situation, begged for an elephant's load of gold coin. Rāy Rāyān that instant complied with his wishes. The Fakīr immediately took the loaded elephant before the King of Kanoj. The King said to his Minister: 'No good has resulted from your device, for he has brought the elephant's load of gold. Now, what is to be done?' The Minister hearing this, replied: 'I am well aware from whence he has got so much wealth; Rāy Rāyān must have given it; for, except himself, there is no other mortal who would make such a gift. It is now necessary, therefore, to try some other expedient.' He then addressed the Fakīr, and said: 'You cannot possibly obtain the King's daughter for a load of gold coin.' The Fakīr then asked him, what more he wished for: he had but to mention it, and he would bring it. The Minister replied, that if he would bring Rāy Rāyān's head, he should undoubtedly obtain the Princess.

"The Fakīr on hearing this returned into the presence of Rāy Rāyān, and told him that the King wanted his head, which, if he would give, he should then obtain the Princess. When Rāy Rāyān heard this request, he said to the Fakīr, 'Keep up your spirits; and as to my head, be under no uneasiness about it; for I have put it in my hands, and whosoever wishes for it, to him will I give it. My advice therefore is, that you bind my neck with a rope, and PAGE 31. take me bodily into that King's presence, and say to him: "The person about whose head you spoke, him I have brought to you:

in your presence I will cut off his head." If the King on hearing this, should consent to it, that instant strike off my head from my body; but if, without taking the head, he should desire any other thing whatsoever, that having made ready, I will give it to him.'

"The Fakīr, having in that way bound a rope round Rāy Rāyaṅ's neck, took him before the King, and said, 'The person for whose head you expressed a wish, him I have brought in person. Speak but the word, and I will strike off his head before you.' When the King beheld the greatness of soul of Rāy Rāyaṅ, he threw himself at his feet, and said, 'In humanity, and in heroic feeling, there is no mortal greater than thyself in the whole earth. How is it possible that I should take your head? My daughter is your purchased slave; give her to whom you list.' On saying this the King sent for his daughter, and gave her over into the hand of Rāy Rāyaṅ." The Parrot having finished his story of Rāy Rāyaṅ, said, "Oh, my dear mistress! if by my head even I should be of service to you, I would even give that; at the loss of my head I shall feel no regret. Go, quickly, to your best beloved." When Khojestā, who was anxious to go, got up for that purpose, the morning had dawned, and on this account Khojestā was prevented from going that day.

TALE THE SEVENTH.

PAGE 32.

OF A MERCHANT WHO LOST HIS DAUGHTER.

WHEN the sun set and the moon arose, Khojestā, being very pensive, went and sat down by the Parrot. The Parrot on seeing this, said to her, "My dear mistress, why are you so thoughtful to-night?" Khojestā answered, "It occurred to my mind last night, Is my beloved sensible or foolish, learned or illiterate? I will endeavour to find this out; for if he is foolish, I will not live with him; as it is death to deal with a fool or blockhead." The

Parrot recommended her to go to her lover's abode, and try his judgment by telling him the story of the Merchant's daughter; when, if he should make a suitable reply, she might then be certain that he was really clever. Khojestā then enquired the particulars of the story of the Merchant's daughter.

The Parrot, on hearing her question, began thus: "There lived in the kingdom of Kābul a wealthy Merchant who had a beautiful daughter, named Johera. The wealthy men of every city were desirous of marrying the Merchant's daughter; but she declined making choice of any of them, declaring to her father, that she would only marry some worthy and well-informed person. This determination became known every where. In a certain city there were three young men, who were profoundly skilled in the sciences, and having heard this report, repaired to the city of Kābul, and PAGE 33. said to the father, 'We have heard that your daughter wishes to have a well-informed husband; now we three have in consequence come here, do you make trial of our attainments. One is deeply versed in the science of astrology; whatever one has lost, in whatever place it is, and whatever it may be, he can tell the whole affair. The second is so skilful in mechanics, that he can make a horse out of wood, upon which whoever mounts can go with the rapidity of the wind wherever he wishes. The third is very expert at archery; at whomsoever he shoots an arrow, he pierces his body through and through, and there does not remain a mark of the size of half a mustard-seed. I have now made known to you our qualifications; let your daughter make choice of whom she likes best among us.' The Merchant, on hearing this account of the accomplishments of these three persons, made it known to his daughter, who replied, 'I will consider the matter in my mind, and will give them my answer to-morrow.' Still she had fixed in her own mind to make choice of one of them. But when the damsel went to sleep at night, a fairy came and carried her off, and placed her on a high mountain. In the morning the Merchant sought for his daughter, but not finding her anywhere, he addressed himself to the astrologer to learn where she was. The Astrologer, having meditated for a short time, said, 'Your daughter has been carried away by a fairy,

who has placed her on an exceedingly high mountain, which is inaccessible to man.' The Merchant then having got the Mechanician to make a wooden horse, and having mounted the Archer upon it, he sent him to the mountain. The Archer being mounted on the horse, arrived with the velocity of the wind on the mountain, and having killed the fairy with an arrow, he conducted the damsel to her father's house; and likewise told the father, that he must have the damsel. The Astrologer contended that he was entitled to her, as he had ascertained the spot where she was; while the Mechanician asserted that he ought to possess her, as it was by mounting the horse made by him that the Archer had reached the mountain. In this manner a violent contest arose among these four persons."

PAGE 34.

The Parrot having finished the story, said, "Now ask your lover which of the three persons was best entitled to the damsel. If he gives you the right answer, then you may be certain that he is a man of sense." When Khojestā heard this, she said, "Oh, Parrot! do you tell me first who should possess her." The Parrot answered, "That the person who killed the fairy with an arrow should gain her." Khojestā asked, "Why should the person who made the calculation not possess her, or he who made the horse?" The Parrot answered, "That these two persons had merely displayed their skill; but that the Archer, despising death, went to a place full of danger, and after suffering much hardship, killed the fairy, and brought back the maiden; on this account he should obtain her." The Parrot having finished the story, told Khojestā to go quickly to her lover; but just as she got up to depart, the cock crew, and the morning dawned, and on this account Khojestā did not go that day.

PAGE 35.

TALE THE EIGHTH.

OF A PRINCE OF BĀBAL, WHO BECAME ENAMOURED OF A CERTAIN DAMSEL.

WHEN the sun had departed for the west, and the moon shone forth in the east, Khojestā having gone, drew near the Parrot to ask leave and said, "Oh, Parrot! I am about to go into the presence of my best beloved, to try his understanding, whether he is truly intelligent or not. If I find him clever, I shall then conceive an affection for him, otherwise I shall bear with the affliction of my heart, and remain quiet. Because the wise have said 'That it is not proper to put trust in the affection of these three sorts of people, namely, women, children, and foolish people.'" The Parrot, on hearing this, replied, "Oh, mistress, what you say is all true; but it is proper that you should go to-night to your lover and tell him some tale, and then ask him for an answer; if he should give such an answer as you approve of, you may then believe him to be wise; otherwise you must consider him stupid." To this Khojestā replied, "Tell me what story I should ask him about?"

The Parrot began as follows: "The son of the King of Bābal one day having entered a temple, saw a most lovely female, with a face resplendent as the full moon, having raven-coloured locks, an eye like a deer, lips red as the Bimba fruit, a slender waist, and a motion graceful as a swan; and becoming enamoured with her, he placed his head at the feet of the divinity of the place, and after praise and adoration thus addressed him: 'Oh, mighty Lord, if this damsel PAGE 36. marries me, I will make my head an offering in your presence.' He afterwards sent to the father of the damsel by the means of an agent, saying that he was desirous of marrying his daughter. The person employed represented this to the father, who gave his consent, and married his daughter to the Prince, according to the custom of his caste, and in conformity to the ordinances. The Prince afterwards,

accompanied by his bride, returned to his palace, where they dwelt together. Some days afterwards the maiden's father sent a message, inviting his daughter and his son-in-law to his house. The Prince, when he had received the invitation, being accompanied by his wife, and taking a Brāhman who was one of his companions along with him, set off for his father-in-law's house. When he arrived near the temple of the Divinity, it occurred to the Prince that he had promised the God, that if the damsel should marry him, he would then give his head as an offering; now, as the damsel had married him, it was but right that he should keep his promise.

"The Prince, having thus resolved, entered the temple by himself, and having cut off his own head placed it at the feet of the God. Afterwards the Brāhman, who was his companion, on entering the temple and seeing the head of the Prince cut off, became very much terrified, fearing that it would be said 'I have killed the Prince, through desire of possessing the Princess; it is better, therefore, that I cut off my head.' Having thus determined, he cut off his own head, and fell at the feet of the Divinity of the place. Shortly after, the damsel being surprised at the delay in her husband's coming out, went into the temple, when, seeing the head of her husband and that of the Brāhman cut off, she was confounded, and exclaimed, 'What a calamity has befallen me in the way, that such a fate should have overtaken my Lord. There is now no farther utility in my life, I will cut of my own head, and will be burned with him.' On saying this she was about to cut off her head, when on the instant these words issued from the God, 'Oh, damsel! cut not off your head, but take up the severed heads of these, and quickly fix them on their bodies, and they shall again live.' When the damsel heard these words, she being in a great state of agitation, joined her husband's head to the body of the Brāhman, and the Brāhman's head to her husband's body. The moment they were joined, they both regained life, and stood before the damsel. Shortly after, a fierce dispute arose between the body of the King's son and his head now on the body of the Brāhman. The head says, 'She is my wife, and I will have her;' and the body says, 'She is mine, and I'll take her.'"

PAGE 37.

When the Parrot had related this story to Khojestā, he said, "Now, mistress, if you desire to judge of the intellect of your lover, then ask him this question, 'Who shall possess the damsel?' If he is clever, he will be able to answer you correctly, otherwise he will not give a proper reply." Khojestā said, "But do you first tell me who should obtain the damsel." The Parrot replied, "Then hear, oh, mistress! the head is the seat of intellect and the sovereign of the body; therefore, on whatever body was the head of the Prince of Bābal, that body was entitled to the damsel." When Khojestā heard this story, she was prepared to go to her lover, but the morning broke, and the cock began to crow; on this account her departure for that day was deferred.

Page 38.

TALE THE NINTH.

Of a King, who did not accept a Merchant's Daughter.

When the sun was set and the moon arose, Khojestā, being very much ashamed, went to the Parrot, and said, "Oh, Parrot! listen to the state of my mind. The wise have said 'That the woman who has no shame is worse than all other women;' I will therefore not go near a strange man, but wait with patience at home, because all this is the affair of a shameless person." The Parrot replied, "Oh, mistress! whatever you say is undoubtedly true; but I am afraid, lest that if you suffer with patience, you will be distressed and afflicted like the King." Khojestā, on hearing this, enquired the cause of the King's distress.

The Parrot replied, "In a certain city there was a Merchant, who possessed much money, goods, horses, and elephants, and who had likewise a beautiful daughter. The report of her beauty spread from country to country, and the respectable people of those various countries, through desire of marrying the maid, went to the father's

house, and used every entreaty, but the Merchant would not give his consent. When the damsel became marriagable, the Merchant one day addressed a letter to the King of the country, saying, 'My daughter is extremely beautiful, having a face lovely as the full moon, an eye like a deer, jetty locks, and a walk majestic as an elephant. The feathered race are overpowered and fascinated on hearing the nectar of her words. The maiden is every way worthy of becoming a queen. If your Majesty should kindly accept of her, then I am exalted in nature, and a common man is ennobled.'

PAGE 39.

"When the King had perused this letter, and listened to the messenger, he became very much pleased, and reflected in his own mind, that when the destiny of any person was favourable, every desirable thing then came of its own accord to him. After this idea, he directed four of his confidential Ministers to go to the Merchant's house, and see if his daughter was a suitable person; and if so, immediately to conduct her to him. In consequence, the Ministers having gone to the Merchant's house, and having strictly examined her beauty, became confounded in intellect. Shortly after, having recovered themselves, they thus debated together: 'If the King should behold so beautiful a woman he would lose his senses, and never quit her day and night, nor apply himself to the affairs of the empire, and consequently all public business would be ruined.' The Ministers having thus reflected, came back to the King's presence, and represented, 'Oh, great King! the damsel is not so very beautiful; there are many women as handsome as her in the royal palace; for this reason we have not brought her.' The King having heard their answer, replied, 'If the matter is as you say, in that case I have no desire for the maiden.'

"Then the Merchant, becoming very much distressed at the King not having made choice of his daughter, gave her in marriage to the Superintendent of police of the city. But the maid thought in her own mind, that it was very extraordinary, that though she was so very beautiful the King had not accepted of her. It happened sometime after this, that he was taking a tour towards the house of the Superintendent of police, and that the damsel, having displayed the beauty of her person, was seated on the top of the house. The

King, on seeing her, became fascinated, and enquired from the PAGE 40. neighbours who she was. They informed him that she was the daughter of such a Merchant, and had been espoused by the Superintendent of police. The King, on hearing this intelligence, summoned his Ministers, and told them that they had committed a great offence, in falsely representing so beautiful a girl to be ugly. The Ministers pleaded, that on beholding the extreme beauty of the maid, they had apprehended that on taking her to his Majesty he would abandon his royal duties, and lose his senses; and on that account they had represented the matter falsely. The King accepted their excuse, and said, 'You have so far done well; but I, having seen the damsel, cannot contain myself.'

"His courtiers represented to him, that he should first demand her from the Superintendent of police, and that if he would not surrender her, then his Majesty should take her by force. The King replied, 'I am the King; such an act as this would be highly improper, because it is unjust and oppressive; neither is it the duty of a monarch to afflict his subjects and servants.' After this, the King's thoughts were continually fixed upon the damsel, and in the course of a short time, falling very ill, he suffered uncommon distress, and died." The Parrot having finished this story, said to Khojestā, "Oh, my mistress! it is not my recommendation that you should depend upon patience, but that you should instantly arise and go to your best beloved; for if you, like the King, should not have an interview with him, you too will be afflicted by sickness." On this Khojestā was ready to set out when the cock began to crow, and the morning dawned, and on this account she was unable to go that day.

TALE THE TENTH.

Page 41.

Of a Merchant and a Barber, who beat some Brāhmans with a Staff.

When the sun had set, and the moon with all the starry host arose, Khojestā being dressed in cloths of satin brocaded with gold, and ornamented with jewels, went to the Parrot to get his permission, and said, "Oh, Parrot! I wish this midnight to go to my best beloved: tell me, therefore, whatever story remains." On hearing this, the Parrot began as follows: "In a certain city there dwelt a wealthy Merchant; but he was childless, and on this account he considered in his own mind, 'I have on coming into this world collected much wealth together, but I have no offspring, and on my death some other will enjoy these riches; it is then better to give all this property to the religious mendicant, the poor man, and the widow.' The Merchant having considered this in his own mind, distributed all his wealth in charity; and at night, on going to sleep, he had a dream, in which a person said to him, 'Oh, wealthy man! I am your destiny; you have this day bestowed all your property upon the poor, how will you be able to support your worldly expenses? This consideration has not made you reserve anything; on this account I have come for the purpose of giving you advice. To-morrow I will assume the form of a brāhman, and when I shall appear before you, at that instant do you break my head with a staff; I shall through that beating fall on the ground, and on dying my body will turn to gold. Do you then cut up my body and take the gold, which will be in quantity equal to my size.'

Page 42.

"The next day, when the Merchant's destiny, which had assumed the form of a brāhman arrived, the Barber was shaving the Merchant. The Merchant immediately got up and struck the brāhman

a few blows on the head, when he dropped down dead, and was turned into gold. As the Barber had seen this, the Merchant gave him a few pieces of gold, and told him to tell no one. The Barber concluded in his own mind, that on killing a brāhman with a staff one gets gold. The Barber having taken up this idea, on returning home invited several brāhmans, and conducted them to his house, where he belaboured them with a staff, so that their heads were pounded to pieces, and blood began to fall in streams. They too, on being beaten, roared out, and many people on hearing them being collected together, carried the Barber before the Judge of the place. The Judge interrogated the Barber as to the reason why he had killed the brāhmans with a staff. The Barber pleaded that he had gone to the Merchant's house, when a brāhman made his appearance, and that the Merchant gave the brāhman a few blows with a staff, by which the brāhman was killed, and his body turned into gold. That having seen this himself, he conceived that if he were to give some brāhmans a sound drubbing with a staff, he should then get plenty of gold. In consequence of this he had beaten the brāhmans; but that instead of any one of them turning to gold, the only result was a great uproar. When the Judge heard this from the Barber he summoned the Merchant into his presence, and asked him what story was this which the Barber told. The PAGE 43. Merchant answered, that the Barber had been his servant, but that for sometime past he had been crazy. The Judge, trusting to the Merchant's statement, commanded the Barber to be driven away." The Parrot having finished this story, said to Khojestā, "Oh, mistress! do you go to your lover." On this Khojestā rose up to depart, but just at that moment the cock crew, and the morning dawned, and on this account Khojestā was unable to go that day.

END OF THE STORIES TAKEN FROM THE TALES OF A PARROT.

FOUR STORIES

TAKEN FROM THE COLLECTION ENTITLED THE

STORIES OF THE THIRTY-TWO IMAGES OF VIKRAMĀDITYA.

STORY OF THE ELEVENTH IMAGE.

PAGE 44.

AGAIN, on another day, King Bhoj approached the Throne for the purpose of being installed; that instant the Eleventh Image addressed the King, saying, "Hear, oh King Bhoj! he alone who possesses greatness similar to King Vikramāditya, may ascend this throne." King Bhoj replied, "Oh, Image! of what nature was the greatness of King Vikramāditya?" The Image made answer, "Hear, oh King Bhoj! in the reign of Vikramāditya there was a Merchant, named Bhadra Sen. The Merchant having accumulated great riches, his son Purandar, on his father's death, began to squander the property, and quickly dissipated the whole of it; he paid no attention to the remonstrances of his neighbours. A learned Brāhman, who was a friend of the father of Purandar, having called one day on Purandar, said to him: 'Oh, son of my deceased friend! that wealth which is acquired after many toils, and never steadfastly abides by anyone, that wealth you are remorselessly squandering away. The greatness of a man consists in the permanence of his wealth. This wealth has been allegorised in the sacred books as Fortune; and Vishnu having been made the husband of Fortune, is represented as the lord of the three worlds.

"Fortune is described to have sprung from the Ocean, which has thus been called Ratnākar, or the mine of gems; from Fortune, Kandarpa, god of love, was born; hence it is that Kandarpa lords it over even Brahmā, and the other gods. Believe, therefore, that whatever greatness and glory is possessed by man, all is derived from Fortune. Hence it is that I say, that that wealth which is Fortune, should not be wasted.' To this speech of the Brāhman, Purander replied, 'Oh, Brāhman, listen! assuredly what is to happen will come even without exertion; just in the manner as the milk is in the cocoanut; and it will depart, for no one can say with certainty when anything goes, nor how it goes; just as the kernels disappear from the wood-apple, which is the food of the elephant. Therefore, where is the advantage of hoarding up riches?' In this way, having disregarded the admonition of the Brāhman, he kept squandering his money away from day to day, till in a short time he became extremely poor, and no one to whom he went showed him the least respect. Purandar, being extremely disheartened by receiving no attention wherever he went, reflected in his own mind that it was better for him, who was destitute of wealth, to inhabit a forest, the abode of tigers and other ferocious beasts, having the roots of trees for a dwelling, leaves and fruit for food, the bark of PAGE 45. trees for his vestment, and grass for his bed, than to dwell at any-time with purse-proud relations.

"Various reflections of this nature having passed through his mind, Purandar set off for a foreign country. Having passed through many places, he at length arrived in a town called Pīta-pura, near the mountain Malay. On arriving in that place, he heard at night-time the plaintive cry of a female. Afterwards, when it was morning, he made enquiry of the inhabitants of the town what woman it was whose cries he had heard the night before in their city. The town's-people informed him, that they too, in like manner, had every night heard the cries of some woman weeping; that they knew not what woman it was, but that they all were seized with ominous fear on hearing them, and felt very uneasy.

"Purandar having a few days after returned to his own country, related all these circumstances to the King. When Vikramāditya

heard this, having his mind filled with curiosity, with a view to ascertain the cause of the woman's lamentation, he mounted his enchanted slipper, and taking Purandar in company, arrived in the city of Pītapura. On reaching the place, after continual research, he got a clue that the cries of the woman proceeded from a very thick forest, which was at a little distance from the town. As soon then as he heard the woman cry, he rushed sword in hand into the forest on the instant, and got to the spot where she was. On reaching the place, he beheld a most beautiful and youthful female, whom a merciless Demon, of terrific form, with thumps of his hand was engaged in beating. King Vikramāditya having seen this, and being greatly moved to compassion, began to upbraid the Demon, and said, 'Ho, vile Demon! what claim hast thou to generous feeling, in thus striking a helpless female? If thou hast any might, come forth and fight with me.' When the Demon heard the challenge from the King, being extremely enraged, he prepared to fight with him. The King fought with the Demon for sometime, and at last struck off his head with his sword, and killed him.

PAGE 46.

"The female was as much delighted as a dead person would be on recovering life, and having come into the King's presence, thanked him with joined hands, saying, 'Oh, King of kings! just as the heron, beneficent of its own nature, having destroyed the serpent, releases the frog which has fallen into his mouth, in a similar way, you having destroyed the Demon, have delivered me from him. How shall I ever make you an adequate return? I am childless; but if I had a son I would give him, that he might be your servant.' Having uttered these humble expressions, she prostrated herself at the feet of the Monarch. Then rising up, she said to the King, 'Conceive me from this day your handmaid; I possess nine hundred golden vessels filled with gold; consider all that wealth your own.' The King having in this way listened to the humble representation of the female, acceded to her wishes, and having given the whole of the wealth, as well as the woman herself, to Purandar, he established him in that place; and then mounted his enchanted slipper, and returned to his own capital." The Eleventh Image having related this story to King Bhoj, said, "Oh,

King Bhoj! you have heard of the greatness of soul of King Vikramāditya, if you possess such, come and seat yourself on this throne." King Bhoj, having heard these words, was quieted for that day.

END OF THE ELEVENTH STORY.

PAGE 47.

STORY OF THE TWENTY-EIGHTH IMAGE.

THE Twenty-eighth Image began thus to describe the great qualities of the glorious King Vikramāditya, to deter King Bhoj from ascending the Throne. "Listen, oh King Bhoj! One day a certain learned man, who was skilled in the Sāmudrak science, being fatigued with travelling, sat down on the roots of a tree close to the town to rest himself. This Pandit, by the power of his accurate knowledge of the Sāmudrak science, was able truly to know, by the marks on any man or woman's person, whatever related to their good or evil fortune. He having seen the print of a man's foot on the dust in that place, and that it was endowed with the mark called the lotos-form, thought in his own mind, 'Whatever person's foot is marked with the lotos, that person is undoubtedly to be a King; therefore, this footstep is certainly that of a King. But, if he be indeed a King, why should he walk on foot in the outskirts of the city?' He was thus disconcerted in mind by this doubt, when at the moment a very poor man, carrying a load of wood on his head, passed by on the road. The print of this man's foot, and that of the former footstep, were exactly similar in form, which, on being observed by the Pandit, he was firmly convinced that the two footsteps both belonged to this man; of this he had no doubt; but what surprised him was, how a person having such a mark on his foot could be so poor. The Pandit was sitting very much dejected in countenance at this idea, when at that moment King Vikramāditya reached the spot, and seeing the Pandit very much down-

cast, he asked him who he was, and why he was sitting so dejected. The Pandit replied, 'I am a professor of the Sāmudrak science, and being fatigued by travelling, I have sat down here; but having seen an extremely poor person with the lotos-form on his right foot, I am thoughtful on account of this disagreement with the rules of the science.'

Page 48.

"The King, on hearing this speech of the Pandit, made no reply, but returned to his palace, and having assembled his Pandits, sat in Council; and having, by means of a messenger, procured the attendance of the Pandit whom he had seen on the road, he asked him, 'Well, Pandit, where is the poor man to be found whom you saw with the lotos-form on his foot?' The Pandit replied, that the man was carrying a load of wood, and had entered the city, and that consequently he must be somewhere in it. The King then asked him if he knew his name. To this he answered that he did not; but that his appearance and manner were so and so. The King, on hearing the reply of the Pandit, having caused a search to be made by his messengers, had the man brought into his presence, and saw with his own eyes that the matter was as the Pandit had stated. The King, therefore, said to the Pandit, 'There cannot be a fixing of the meaning of the Shāstra without both general and especial rules. Be certain, therefore, that if you accurately examine the rules of the science, this man must undoubtedly have some powerful inauspicious mark, by reason of which, the advantage of the good mark can have no effect.

"The Pandit having heard this remark from the King, carefully examined the rules of the science, and said, 'Great Monarch! in whom the lotos-form is found, he certainly is a King: this is the general rule. Where the mark of a crow's foot is found at the lower part of the palate, it renders many kind of royal marks of no avail, and the man continues poor: this is the special rule.' The King having heard the opinion of the Pandit, and having by some contrivance seen that the mark of a crow's foot was quite evident on the lower part of the poor man's palate, he dismissed him; and addressing himself to the Pandit, said, 'Pandit, I am convinced that you are truly skilful in the Sāmudrak science; now, tell me, what

regal mark is on my person?' The Pandit having again and again PAGE 49. examined the King's person, said, 'Oh, great King! I am not able to discover any royal mark on your body.' The King told him to reflect upon the rules of the science, and ascertain what was the special exception in his case. The Pandit replied, 'Oh, great King! if there shall be no visibly auspicious mark on a man's body, or if there should be an evident bad mark, and if he should have the mark called the karbura-mantra-jāl, or variegated charm, within the body, on the left side, then the good or evil marks mentioned in the science become of no avail, and the other produces every good consequence of an auspicious mark.'

"The King having heard this speech, for the sake of ascertaining the truth of the science, took a razor in his hand, and was on the point of cutting open his left side. The Pandit seized hold of the King's hand, and said, 'Great Prince! to commit such a rash act as this is improper. Those essences which are beyond the reach of the senses, are rendered manifest by their effects; just as God is an essence, yet to whom is he visible? Yet, through the means of this world, there is as perfect a proof of him as if he were before our eyes. All the fruits of visible good marks are indeed perfect in you likewise; the karbura-mantra-jāl must consequently be in your Majesty's left side: what use, therefore, can there be in cutting open your person to make it visible?' When the King heard these words from the Pandit, he thought that the sacred books were not to be doubted; and, having, therefore, desisted from opening his side, he gave many presents of a gratifying nature to the Pandit, and dismissed him." The Twenty-eighth Image said, "Oh, King Bhoj! that King is worthy to sit on this throne who possesses similar resolution." Srī Bhoj, having heard this narration, remained quiet for that day.

END OF THE TWENTY-EIGHTH STORY.

STORY OF THE TWENTY-NINTH IMAGE.

PAGE 50.

AGAIN one day the Twenty-ninth Image, seeing King Bhoj approaching the Throne for the purpose of being installed, said, "Oh, King Bhoj! the glorious King Vikramāditya used to sit on this Throne; I am about to relate a story respecting him. Listen! One day a Necromancer arrived at King Vikramāditya's gate, and said to the porter, 'Oh, Janitor! I having heard the renown of the glorious Vikramāditya, King of kings, am come from a very distant land for the purpose of being introduced in the royal presence; make my representation known to the King.' The Janitor having heard this speech, communicated the same to the Gentleman-Usher. The Gentleman-Usher, having represented the case to his Majesty, in conformity to the royal orders, commanded the Janitor to conduct the Necromancer into the royal presence. The Necromancer being made aware of the court-etiquette by hundreds of Goldsticks, reached the margin of the royal court, and began to gaze at the splendour of the well-ordered assembly. When he beheld the glorious Vikramāditya, King of kings, seated on his throne, fanned with the white chāmar, adorned with various gems, and waited on with the golden sceptre, and the argent canopy, surrounded by hundreds of discriminating and learned Ministers, as well for consultation as for business, and by Kālidās and the other Pandits renowned for various knowledge, he represented, with joined hands, that if his Majesty, together with his Ministers, would look with attention, he would exhibit some surprising sights to them. When the King heard the request of the Necromancer, he gave orders to begin.

PAGE 51.

"Scarcely had the Necromancer received the King's permission, when a man with a sword in one hand, and holding the hand of a beautiful young woman by the other, suddenly made his appearance before the King, and thus addressed him, 'Oh King of

kings! some declare that the object of the highest importance in this world is knowledge, but to this I cannot assent; for my own opinion is, that lovely females and abundance of wealth are the things of the greatest consequence; for this reason no one will ever trust these two objects into the hands of another. But to-day there is to be a battle in the ethereal regions between the Gods and Titans, and it is my duty to go to the assistance of Indra in that combat. This is my Wife, dearer to me than life itself. It is not fitting to go to a field of battle accompanied by a woman. I have not sufficient confidence to depart after having entrusted her to some one else; but knowing that the King of kings is truly pious, cherishing a stranger as he would his own family, one who keeps his senses under subjection, and possesses the most benevolent feelings, I place my Wife in his care, and depart for the field of battle. My request is, that since your Majesty exercises kindness to others in various ways, until my return you will make every effort to protect her, and confer so important a favour on me.'

"The King complied with this request of the man; and the Husband having given his wife in charge to the Monarch, took leave of the King, and before the eyes of all present, he ascended into the air from the place of the royal assembly. Till the moment he was out of sight, the King and the whole of his courtiers continued with upraised eyes fixed in astonishment. After he had become invisible to all, the heavens were filled as if were with the war-shout of combatants. On hearing these sounds, the King and all his court became like statues from surprise. At this instant the two hands of the Husband dropped in the assembly; next fell his two feet; and after a short delay, his severed head came tumbling down. PAGE 52. When the Wife beheld her Husband's head, after bitter lamentation, she thus addressed the King, 'Oh, great Monarch! just as the moonbeam disappears with the moon, and in the same way as the lightning vanishes with the cloud, exactly so is it the first duty of a wife to attend upon her lord; I am determined, therefore, to follow my Husband. Let an order be issued to prepare the funeral pile and the other requisites.' The King, who was most tender-hearted, replied to her, 'Most devoted of wives! the engagements we enter

into in this life are only binding as long as life continues. While your lord was alive, so long was he your Husband; at present, what connection subsists between you? Where consists the virtue of abandoning life for a person with whom all connection has ceased? Here is now what is at your option; if you no longer desire enjoyments, take refuge in practising the rites of those who study the Divine perfections, and devote yourself to the worship of God; if, however, you still take delight in the pursuit of pleasure, you shall be married to whatever worthy man you will select, and enjoy the highest state of bliss. I will give abundance of wealth; want you shall in no way feel.'

"This devoted Wife, on hearing the King's words, replied, 'Great King! your Majesty is an evident incarnation of Religion, therefore religion must be encouraged by your Majesty. Even although it were possible to practise the rites of those who study the Divine perfections, by abandoning one's natural passions, still the duties of a faithful wife are to be upheld. Yet in this human frame there is an unsteadiness, even on making the greatest effort and exertion, in the acquisition of salutary knowledge; and in the exercise of discretion, the powerful antagonist of lust and the other passions. Difficult is it, therefore, to maintain the duties of widowhood as laid down in the Scriptures! Easy is it to deviate from the duties of a widow! And just as the wife has a right over the wealth acquired by her husband, even so should the death of the wife follow that of her lord. Besides, at the nuptial hour, in the presence of Fire, with the recitation of sacred texts, the marriage is completed by the promise of the wife's husband to be faithful "to the dissolution of the body." The energy of a man is typified under a female form, yet man can exist without his energy; but the energy cannot subsist without man. As an illustration of this, the fire which is formed of the Manimantra and Mahaushadha, etc., subsists without its inflammatory power, but the inflammatory power is never found without fire. Further, great Prince, it is experienced in this world, that for whatever reason life is quitted, there must be an extremity of affection for that object. Therefore, oh great King! by popular belief, by scripture, and by reason, what I design should be accom-

PAGE 53.

plished. And under what idea would your Majesty forbid any voluntary act? Upon whatever object the mind is steadfastly intent, the prohibition of any one else is altogether nugatory; just as much as the attempt to arrest a powerful stream rushing downwards.'

"The King, being convinced by this discourse, that the Wife was resolved to be burned with her Husband, said to her, 'Oh, faithful Wife! all which you have declared is perfectly true; as to that inconclusive speech I spoke, it was only to try your constancy." The King, after saying these few words to this devoted Wife, gave orders preparatory to the funeral rites, and the woman being extremely agitated, entered the pit of the funeral pile in pursuit of her Husband, with as much alacrity as a person burnt up by the heat of the warm season, enters the most refreshing water. Whilst the King and all his courtiers were making a eulogy of that woman's chastity, piety, and devotion towards her husband, the Husband appeared in the assembly, wounded in every part of his body in the recent battles, and covered with streams of blood. The King and his courtiers being astonished at seeing the man, began to stare at one another. The Husband addressed the King, saying, 'Oh, great King! the affair about which I went being now accomplished, and having likewise obtained renown from it, I am returned; give orders, therefore, that my Wife be now restored to me; I am about to return to my own country.' When the King heard these words, not being able to fix in his own mind what answer he should give, he began to look at the face of his Ministers.

PAGE 54. "The Ministers, guessing what were the King's wishes, said to the man, 'Most renowned warrior! a little while after you left this, a head resembling yours dropped down before us. Your Wife, beholding that severed head, after much lamentation, not paying any attention to his Majesty's remonstrances, burnt herself along with it. The place of the funeral pile is visible, go and see it.' The Husband, on hearing the reply of the Ministers, remained silent for a short time; then heaving a deep sigh, he addressed the King, 'Great King! must all the praise of the exalted justice which is attributed to your Majesty by the inhabitants of the Three Worlds

be falsified by the untowardness of my fate? But if your Majesty, knowing my Wife to be extremely beloved by me, is only sporting with me, then, such sport should not be practised. Not having seen my beloved Wife for a long time, I am extremely uneasy in mind.' The King replied that it was no trick, it was nothing but the truth. The Husband answered, 'Great King! I well know the extent of your Majesty's equity; it is now incumbent on you to restore my Wife to me; so give her to me, or else give me your own.'

"The King, on hearing this, through dread of injuring his fame for justice, went that instant into the Queen's apartments, and taking the Queen-Consort by the hand, led her into the assembly. When he got there, the man had disappeared. At that moment the Necromancer presented himself before the King, and represented with joined hands, 'Oh, King of kings! I exhibited this illusion by means of magic; everything you have seen was deceptive; put away all uneasiness, and regain your tranquillity.' The King being very much delighted with these words of the Necromancer, sent the Queen back to her own apartments, and seated himself in the assembly. Just at this time a present arrived in the presence of the King, which was sent by the King of the land of Pāṇḍya,* consisting of a collection of various riches, together with hundreds of elephants, horses, etc. King Vikramāditya gave all these to the Necromancer, and having thus gratified him, he dismissed him." The Twenty-ninth Image then said, "Oh, King Bhoj! whatever Monarch is thus in awe of justice, he is worthy to sit on this throne." The glorious King Bhoj was stopped by these words for that day.

PAGE 55.

END OF THE TWENTY-NINTH STORY.

---

* *Pāṇḍya* is both the name of an ancient kingdom in Southern India, and that of the ancient reigning dynasty. Its metropolis was Madura, and in more recent times it is called the Kingdom of Madura. It extends from 8° to 11° N. Lat., and from 95° to 97° E. Long. *Pāṇḍya-desha*, the country of *Pāṇḍya*, is mentioned by Ptolemy as *Pandionis-regio*, a literal translation of the Sanskrit term.

STORY OF THE THIRTY-FIRST IMAGE.

Again, on another day, the Thirty-first Image said to King Bhoj, who was standing near the Throne for the sake of inauguration, "Oh, King Bhoj! listen a little to an account of the greatness of soul of Vikram, to whom this Throne belonged. One day a Merchant's son, who had come to the city of Avantī, for the purpose of traffic from the village of Prān Satwa, having beheld the custom of the people of the city, and of King Vikramāditya, on returning to his own village, related everything to his father, saying, 'Oh, father! I observed a wonderful circumstance in Avantī. For all the articles which are exposed in the shops for sale, and which are not bought by purchasers, King Vikramāditya gives a suitable price and takes them himself, through apprehension that the city may have a bad name." On hearing this account from his son's mouth, that crafty Merchant formed an iron image called Poverty, and exposed it for sale in the market in the city of Avantī. The chapmen who came Page 56. to this knavish Merchant, asked what the thing was, and its price. The Merchant, on hearing their question, replied, that its name was Poverty, and its price ten thousand pieces of gold; and that the moment that anyone should purchase it, Fortune would that instant desert him. When the buyers heard this answer, they all retired disconcerted, wishing that it might belong to their enemy. The whole day being past in this way, when the evening came, the royal scouts represented the whole affair in the presence of the King, who to preserve his word, gave the ten thousand pieces of gold for the iron image of Poverty, and put it in his magazine.

"At the close of that very night, the Fortune of the State, having assumed a form, begged leave to depart. The King having joined his hands, began to recite her praise, and thus addressed her, 'Oh, Mother, Fortune of the State! what is my fault? why do you quit me without any offence?' Fortune replied, 'You have not committed any offence; but Poverty and I cannot dwell in the same

abode. On this account I am going.' When the King heard these words, he said, 'If you are going on this account, then you may depart; I cannot deviate from my word.' Fortune, on hearing this reply, departed. Immediately after, all those qualities which ennoble man, consisting of Judgment, Resignation, Forbearance, Compassion, Understanding, etc., departed in the same way. Still the King was not shaken from his promise. Then came the personified form of Truth, and begged leave to depart. The King not allowing her to quit him, besought her by every humble expression not to desert him; and said to her, 'For you I have given up the Fortune of the State, Judgment, etc.; on what consideration are you about to leave me?' Truth replied, 'I am the devoted attendant upon Judgment and the other qualities, and am not able to subsist without them. Therefore, oh great Prince, if you do not really desert me, depart from the promise by which you guard that being, Poverty; or with your own hand cut off your head, and abandon this body; in another frame I will abide with you.'

Page 67.

"The King, on hearing these words, through the dread of breaking his vow of truth, and being incapable of deviating from his word, took his sword in his hand. At the moment that he was ready to cut off his own head, Truth seized hold of his hand, and said, 'Great Prince! I only spoke these words to try the extent of your steadfastness in religion; I now know that you are truly religious. The heart of man is my dwelling-place: I will not therefore in any way desert you; I am entirely yours.' A short time after this, the Fortune of the State, Judgment, and the other qualities, being bound by Truth, all returned." The Thirty-first Image then addressed King Bhoj to this effect: "The man who in this manner has truth for his aim is worthy to sit on this throne." King Bhoj was disconcerted for that day by these words.

END OF THE THIRTY-FIRST STORY.

FOUR STORIES

TAKEN FROM THE WORK ENTITLED

THE TOUCHSTONE OF MEN.

STORY OF THE COMPASSIONATE HERO.

PAGE 58 THE man of feeling is the worthiest of all men, and is a benefactor to the whole world: the reciting his praise is everywhere auspicious. This is an account of one. There is a city on the banks of the river Kālindī, called Yoginīpura, the Yavan King of which was Alābuddīn. He, once on a time, for some reason became enraged with his General, Mahimāsāh, who, knowing his angry master to be given to take away life, reflected, that no reliance should ever be placed on a furious Monarch. The wise have declared, that no trust should be put in a king, a spy, and a serpent; for at the moment they appear to shew you every respect, and before any apprehension can be entertained, they may destroy you. Now, therefore, before I am confined, I should preserve my life by retiring to some other place. On forming this resolution, he fled with his family; and during his flight he reflected that they would be unable to go to a distance; and that escape without them was impossible. It has been remarked, that for a person who becomes the deserter of his family for the sake of preserving his own life is like departing for the next world; and of what value is life to him? Now, in this place, there is King Hambīr Dev, a warrior of great compassion; I will remain under his protection.

Having thus determined, the Muslim General went to King Hambīr Dev, and represented to him: "Oh, great Prince! I have taken refuge with you through fear of my master, who is ready to destroy me without cause. If you can protect me, afford me encouragement, and if not, I will depart from this for some other place." King Hambīr Dev, on hearing his request, answered: "Yavan, you have sought an asylum with me: as long as life endures, the God of death himself shall not oppress you. What then is the Yavan King? he is contemptible: dwell here in safety." Mahimāsāh, encouraged by the Rājā's promise, began to dwell without dread in the fortress the name of which was Ranstambhan, or the stay of war.

PAGE

When the Yavan King learnt that Mahimāsāh was in the fortress, becoming inflamed with choler against King Hambīr Dev, he caused the earth to tremble with his elephants, horse, and infantry; and having made all the people of the neighbouring nations deaf with the rumbling of a multitude of chariots, he surmounted the distance of the road in one day; and having reached the gate of the fortress of Hambīr Dev, he poured in a shower of arrows, similar to the torrents which fall from the clouds at the dissolution of the world. King Hambīr Dev having his fortress provided with a deep ditch on all sides, and being guarded by walls strengthened with spikes (or *chevcaux de frise*), and all the gateways ornamented with flags, poured back such a volley of arrows, that the twanging of the bowstrings was intolerable to the ear, and the heavens were darkened by their flight.

After the first assault, the Yavan King despatched a Herald to Hambīr Dev. When the messenger arrived, he announced: "Oh, King! the most august Lord of the Faithful thus commands you: 'Surrender Mahimāsāh, who has committed an act offensive to me; if you do not give him up, I will to-morrow morning reduce your fortress to dust, and send you and him to the abode of death.'" King Hambīr Dev having heard this summons, answered: "Herald, what reply can I make to thee? I will answer thy master with the edge of the sword; it shall not be in words simply. Listen! even Death cannot show himself in the nature of an enemy

to those to whom I have granted an asylum; what then can the
PAGE 60. Yavan King effect?" When his despised Herald returned, the Yavan King, becoming greatly enraged, again commenced the assault.

In the contests which took place between both armies, many brave men fought face to face; some took to flight, others were killed, and many warriors fought with desperation. In this way three years elapsed in daily combats. The Yavan King having only half his army remaining, and finding himself unable to take the fortress, began to prepare to return to his own capital. At this moment two wicked Ministers of Hambīr Dev, called Rāy Malla and Rāy Pāla, having agreed together, went to the Yavan Sovereign, and thus addressed him: "Let not your Majesty depart from this for any other place; a famine has taken place among us; we two know the true state of every thing regarding our fortress. To-morrow or the day after we will contrive to make the place your own." The Muslim King having rewarded these two Ministers, blocked up the gate of the fortress.

King Hambīr Dev, seeing impending misfortune, thus addressed his soldiers: "Oh, all ye native warriors of India! with a limited force how shall I do battle against the Yavan King, accompanied as he is by so large an army? Neither have we the approbation of those best skilled in the knowledge of war. Do you therefore retire to a distance from the fortress." His soldiers implored him, saying: "Great King! through your benevolence to a Mahometan, and owing to your great tenderness of heart, you have determined to perish in battle: now we are devoted to you. How can we abandon a master like you, and tread in the path of infamy? It is impossible. The Yavan King is a person of no importance; we will force him to seek another place, and by that means we shall be able to preserve those who have taken refuge here. Therefore the first consideration is, that means be taken to save those who have sought an asylum."

PAGE 61. The Muslim General immediately replied: "Great Prince, I am a foreigner and a man of no distinction; why therefore will you destroy your wife, your offspring, your kingdom, and your own life,

for the purpose of saving me?" Hāmbīr Dev replied: "Mahimāsāh! use not such an argument as this. If durable fame could be acquired by this perishable body, formed as it is of elemental matter, who then would desire to quit it? If you will attend to my words, I can send you to a place of safety." The Yavan General answered: "Let not your Majesty lay those commands on me; I will before all make an attack, sword in hand, on the heads of the enemy; but remove the females from the fortress." The women all replied, "Our lords are determined to go to the heavenly mansions in defence of a refugee; how shall we exist on earth without them? Just as the tendril cannot support itself without clasping the tree, in the same way the wife cannot subsist without her husband in this life. In this world the existence of the virtuous wife is connected with the life of her lord; we, therefore, who are the partners of heroes, will do that which is worthy of us; we will perish in fire. And because that King Hambīr Dev has resolved to abandon life for the sake of an alien, and that his warriors have determined on battle, for the same reason their wives have made choice of perishing by fire."

The next morning, King Hambīr Dev, being dressed in armour and mounted on his elephant, displaying prowess, issued out from his fortress, joined by his chosen warriors. He then destroyed with the sword the enemy's army, as well as the elephants, and all the cavalry; and having attacked the infantry, he filled them with terror, and put those monsters to flight. The earth was flushed by him with streams of blood; but being wounded by an arrow, he fell on the ground from the back of his elephant with his face to the foe; and quitting his mortal frame, he was instantly absorbed in the solar sphere. The Poets sung his praises, and exclaimed, "No King is able to quit any of the following objects, viz., a magnificent palace, a youthful queen of matchless qualities and obedient, endowed with every grace, and ample treasures: yet Hambīr Dev surrendered all these, and fell in battle to preserve the life of one who had taken refuge with him."

PAGE 62.

END OF THE STORY OF THE COMPASSIONATE HERO.

STORY OF THE HERO WHO WAS DEVOTED TO TRUTH.

In the Iron Age, all mankind being drowned in lust and other passions, will become speakers of falsehood; but by hearing this story of the Hero who was devoted to truth, they will be delivered from every sin. In former times there reigned in the city of Hastināgar a Yavan King, called Mahā Malla; he ruled the whole land as far as the shores of the ocean. King Kāphar, being unable to endure the predominance of Mahā Malla, having collected together all his forces, marched to attack him. The Yavan Monarch, knowing that King Kāphar had arrived in his neighbourhood, collected round him many hundred thousand of the finest cavalry bred in the province of Balkh and other quarters, and accepted battle in the outskirts of his capital. In the engagement that took place between both armies, the troops under Mahā Malla being defeated by the brave soldiers of King Kāphar, fled PAGE 63. from the field of battle. When the Yavan Monarch beheld his own warriors fleeing through fear of death, as a herd of elephants flees through fear of the lion, he exclaimed, "My warriors! is there no Prince or Rājput among you who, by the force of his arm, can for a short time arrest the flight of my troops, broken by the fear of the enemy?" On hearing these words of their Sovereign, two Rājpūts, called Nara Singh Dev, of the Karnāta, and Chāchik Dev, of the Chāhuvān caste, addressed the King, saying, "Oh, Lord! who now can check the flight of your troops? through fear of the enemy they are now fleeing with the rapidity of a falling torrent. If your Majesty for a little while will move about back and forward, and then return here again, we in the meantime will make the enemy acquainted with the edge of the sword, or cause them to repose on the funeral pile." The Yavan Sovereign replied, "Worthy are you of applause! Could any other than yourselves act with such intrepidity?"

Then Nara Singh Dev, his arm throbbing with valour, having put his horse to full speed by a blow of the whip, like a thunderbolt dashed forward, and being unobserved by the enemy, penetrated to the very centre of King Kāphar's army, when he thrust his spear into the heart of King Kāphar, whom he found beneath a white *chhatra* exceedingly dazzling. King Kāphar fell dead upon the earth by the blow. At that very instant, Chāchik Dev, seeing him fallen on the ground and deserted by life, cut off his head, and carried it into the presence of his Sovereign. The Yavan Monarch, on beholding this severed head, enquired to whom it belonged. Chāchik Dev told him it was the head of King Kāphar. The Yavan King then enquired what Hero had killed him. Chāchik Dev answered, "Oh, King of kings! the immortal Nara Singh Dev, of unequalled valour and the first of men, killed King Kāphar: I having followed him, cut off Kāphar's head." The Yavan Lord then enquired, where is Nara Singh Dev? Chāchik Dev replied, "Oh, King of the land! I saw Nara Singh Dev nearly deprived of life by the guards of King Kāphar, who were trembling with rage at their master's death. Where he has gone, or where he is now, I know not." At that moment, the Yavan King, seeing all the host of the enemy, deprived by death of their leader, in full flight, was highly delighted, and called out to his own troops, who were engaged in the pursuit of the routed hostile army, "My brave men; why do you destroy a flying foe? Bring me now the saviour of my empire, and the destroyer of King Kāphar; bring me Nara Singh Dev, the noblest of men."

PAGE 64.

At length, after much search, the King discovered Nara Singh Dev pierced through and through the body by many iron arrows, having thousands of flowing streams of blood, resembling the budding blossoms of the Butea Frondosa, and fainting from excessive pain. The moment that he saw him he alighted from his horse, and said to him, "Nara Singh Dev, can you survive this?" He replied, "Oh, King of kings! has your Majesty been made acquainted with what I have performed?" The King answered, "Chāchik Dev informed me that you destroyed my enemy; through him I have learnt all that you have accomplished." Nara

Singh Dev answered, "If he for whose welfare I undertook an enterprise of great difficulty, knows all regarding it, then, indeed, has the tree of my exertions borne fruit, and I shall live for a long time." After this, the Yavan Monarch having caused the many arrows which were sunk deep in Nara Singh Dev's body to be extracted, he, by administering many kinds of remedies, and the use of regimen, in the course of a short time perfectly cured him.

PAGE 65.

After this the Yavan King presented thousands upon thousands of the finest horses, and laks upon laks of gold pieces, also a chhatra and chāmars as well as much property, to Nara Singh Dev; who having received these favours, represented to his Sovereign, "Oh, King of kings! fighting is the natural duty of Rājputs. What surprising deed therefore have I performed, that I should be so distinguished? Be that as it is, if my reward has been decreed, then let Chāchik Dev be likewise honoured. He, actuated by a love of truth, brought the head of your foe into your presence, and extolled my fame. He made no ostentatious display of his own generous feeling. Having brought the head of a foe, who had been destroyed, he did not say 'I have slain him;' therefore you should in the first place reward Chāchik Dev." To this Chāchik Dev replied, "Rājput! such praise should not be spoken on my account; why should I receive the reward of your valour, or enjoy that which has been rejected by another?" On hearing this Nara Singh Dev replied, "Oh, heroic Chāchik Dev, devoted to truth, worthy art thou of applause. I discern by this love of truth, that thou art endowed with wisdom, the son of a virtuous mother, a noble spirit, worthy of the highest applause!" The Yavan King being delighted by this mutual interchange of approbation between these two Rājputs, bestowed equal rewards on them both.

END OF THE STORY OF THE HERO WHO WAS DEVOTED TO TRUTH.

STORY OF ONE WHO WAS SKILLED IN ARMS.

THE science of books is naturally subordinate to the science of arms; for when an empire is protected by arms then literature begins to be cultivated. He who has studied all the sciences, and who understands them thoroughly, is styled *Shrāstra-bidya;* and he may become a proficient in the practice of arms; of such a one this is an account. There was a royal city named *Dhārā*, in which there dwelt a Brahman called Sarmā the Discreet, who had a son named Nirvivek, or the Thoughtless, who being averse to the study of the Veda, and destitute of good habits, was devoted to hunting along with those wretched people who follow it as a livelihood. On a certain occasion this Brahman, in compliance with his mother's request, not having gone to the forest to hunt, staid at home. Just then, hearing the cooing of some doves, and seeing them in a hole in an Idol-Temple, he thought to himself, that he would climb up on the top of it, and get possession of them by throwing them all down. It has been remarked in the *Sāstras*, that the lustful man has no delight in any other object but women, and the crafty man is never pleased except when he is engaged in some mischievous act; the malevolent man, too, is never happy except he is doing injury. PAGE 66.

The Brahman having climbed up the Temple to possess himself of the pigeons, put his hand into the hole, when imagining that a snake which was in it, was a pigeon, he drew it to him; immediately the snake twined itself round the Brahman's arm. The Brahman considered: "If I do not let the snake go, I shall never be able to get down, supporting myself by one hand; and if I let the snake go, it will bite me; now what shall I do?" Being thus involved in misfortune, he began to roar out from terror, "Oh, good people! save me!" Moralist writers have observed, that those persons who do not restrain their faults, and continue to be engaged in a vicious course of conduct, suffering from the fruit of their actions, are always in affliction. On hearing the cries of PAGE 67.

the Brahman, many people assembled around the place. King Bhoj likewise, having heard of the circumstance, came to the spot to preserve the life of a Brahman; but the crowd, owing to agitation and hurry, were unable to fix upon any means for his relief, and remained quite inactive.

King Bhoj seeing the Brahman hanging from the summit of a Temple, resembling the peak of a mountain, and with the other arm enveloped in the folds of a snake, called out to the people, "Oh, assembled multitude, is there any one among you who is able to save this Brahman; and in such a way that he, being rescued from danger, may safely descend from this Temple? I will give a hundred thousand pieces of gold to whoever is able to effect this." On hearing these words of King Bhoj, a Rājput named Singhala, who was extremely expert in archery, replied, "Oh, Chief of men! it is not necessary to employ much exertion; with very little pains I will bring the Brahman to the bottom. But, let the Brahman shew me the arm which is surrounded by the snake." The Brahman immediately did so.

The Rājput fixed an iron arrow in his bow, and having drawn the weapon to his ear, then let fly, and cut off the snake's head from his body. The snake's body, being loosed by the blow, fell from the Brahman's arm to the ground. The Brahman immediately let go the crest of the snake; and being free from apprehension, and having the command of himself, descended from the Temple. PAGE 68. King Bhoj, on seeing this, being highly pleased, bestowed the promised reward upon the Rājput; and having presented him likewise with costly garments, and many kinds of ornaments, made him happy. A Poet, who was present and witnessed the circumstance, recited some poetry on the occasion, of which the signification is this: "Singhala, the Rājput, having rescued the Brahman, and obtained a hundred thousand pieces of gold, was honoured by his Sovereign; what advantages, therefore, may not a man derive by skill in arms? That is to say, he may obtain even an empire as well as other valuable acquisitions."

END OF THE STORY IN PRAISE OF ARMS.

STORY OF A BUFFOON,

(Shewing the Use of Drollery.)

Such people as are able to make the wealthy laugh by their gesticulation, or by a play upon words, are celebrated everywhere as buffoons. Here is an illustration. There was a King named Supratāp, in the city of Kānchīpurī. In this city four burglars had entered a wealthy man's house by means of a mine which they had dug into it, and were all taken as they came out at the mouth of the mine with their property, by the watchmen of the city, and carried before the King. When the King learnt their offence, he, in a legal way having convicted them, sentenced them to be empaled, and gave orders to that effect to the executioners. Those who are acquainted with the principles of morality have declared, that the encouragement of the virtuous, and the punishment of the vicious, constitute the duty of the monarch. The executioners, agreeably to the King's decree, conducted that gang of thieves outside the city, and put three of them to death on the stake. The fourth then began to think, that as death was near at hand, it would be as well to devise some means for his own preservation, for when death takes place, all endeavour is fruitless. Moreover, if any man who is tortured by disease, or dying under the King's sceptre, can contrive the means of his own preservation, then such a man rescues himself from the gates of death. I should therefore make some effort to save my life. Having fixed on this, he said, "Oh, all ye executioners, you have now put three of us to death, but do you procure me for a moment an interview with the King, and afterwards put me to death. The reason is this, that I am acquainted with a most admirable piece of knowledge, which on my being put to death would perish: I would first, therefore, reveal this knowledge to the King, and afterwards you can execute your office; by that means this knowledge will remain in the world."

Page 69.

When the Executioners heard this relation they said, "Oh, Thief, thou art a great blockhead! Having come to the place of execution, thou entertainest a wish to live! thou art the vilest of men; why should the King wish to learn thy knowledge?" The Robber again said, "Oh Executioners, what injury shall I do to the King's affairs? If the King shall hear my secret, he will assuredly receive it; nay, he will be pleased with you, and reward you." The Executioners being moved by the Robber's entreaty, informed the King about the secret. The King having heard of it, for his amusement summoned the Robber before him, and enquired of him: "What secret is this you know?" The Robber having respectfully joined his hands, represented: "Please your Majesty, I am acquainted with the secret of growing gold." The King, on hearing this, having smiled a little, said it was very surprising.
PAGE 70. The Robber stated, "Oh, King of kings! by sowing a grain of gold about the size of a mustard seed, in the usual way, it will in the course of one month be as big as the trunk of a tree, and will bear about a *pal* weight of golden blossom; but your Majesty can judge for yourself on beholding it." The King affecting astonishment, said, "Robber, is this true?" The Robber, who had a rope round his neck, joining his hands, made answer: "Who dare utter a falsehood in the presence of your Majesty? If my assertion is false, my life will be forfeited at the end of a month; and if it be verified, favour will be manifested towards me." The King, for the sake of enjoying the amusement, told him he might undertake it.

The Robber then had a grain of gold of the size of a mustard seed, made by a goldsmith, and having cleared away a spot of ground within the confines of the palace, and close to the pleasure-pond, he addressed the King, saying, "Please your Majesty, every thing is ready, who do you command to sow this seed?" The King directed him to sow it himself. The Robber replied, "Please your Majesty it is not in my province to sow the seed; had it been so, I had not been thus miserable. Whoever has never at any time stolen any thing, can alone sow this seed; therefore let your Majesty sow it." The King having reflected for a short time, said, "I

remember to have taken some money from my father to bestow upon religious mendicants, and part I kept for myself. This was, in some measure, a theft; I cannot therefore sow it." The Robber then said, "Let your Minister sow it." The Minister answered, "I am engaged in the King's affairs, how can I therefore say that I have never stolen anything?" The Robber, on this said, "Let the Chief Justice sow it." The Chief Justice replied, "I used, when a child, to steal the sweetmeats which my mother laid by."

PAGE 71.

When the Robber heard all these replies, he said, "Alas! why then should my life alone be forfeited, since all of you have committed theft?" All the courtiers began to laugh when they heard his exclamation; and the King having smiled, said, "And your life, Robber, shall not be forfeited." The King then looked towards his Ministers, and said, "This robber is a shrewd intelligent fellow, and an adept in drollery; he shall remain near my person, and exhilarate me by his stories." The Robber being saved from destruction by the King's order, remained near his Majesty. At that time every one reflected, that there was not in the world one more vile than a thief, and yet this one had saved himself from death by his drollery, which was, consequently, a more useful quality than many other petty attainments.

END OF THE TRANSLATIONS.

VOCABULARY,

BENGĀLĪ AND ENGLISH,

OF THE WORDS IN THE PRECEDING STORIES.

N.B.—In the following pages it has not been deemed necessary to encumber the Vocabulary with superfluous explanations. For instance in the former edition every word is minutely defined as a *substantive*, *adjective*, etc. Now this is all very well if intended for parish school boys and girls; but it would be an affront to the common sense of educated young men, such as are likely to peruse this work. In like manner, all such compounds as are self-evident are passed over unnoticed, and the ordinary meanings simply added. For example, it is utterly superfluous to tell the student that *ayathārta* is compounded of *a*, "not," and *yathārta*, "proper." When, however, the members of the compound are united according to the rules of *Sandhi* (see Grammar, section v.) the "disjecta membra" are generally indicated in a parenthesis, with the sign + plus between them, thus *atyanta* (*ati+anta*), "excessive," etc. By this means much valuable space has been saved, and room made for at least three hundred new words and significations omitted in the old edition. The letters s, s̱, etc., at the end of each explanation indicate the etymon of the leading word; thus s denotes pure Sanskrit, s̱. of Sanskrit origin, but more or less corrupted; A. Arabic, P. Persian, H. Hindī, B. Bengālī pure, *i.e.* not derived from any of the preceding sources; U. Uncertain.

অ *privativum*. § 66 *a*. s.

অংশ A share, a portion, a lot. s.

অকর্ত্তব্য Not to be done, improper. s.

অকস্মাৎ Unexpectedly, suddenly. s.

অক্ষত Not wounded, cured, healed, sound. s.

অগ্নি Fire, the god of fire. s.

অগ্রে In front, in the van, before; before-hand, in the first place. s.

অঙ্কিত Marked, superscribed, impressed, paged. s.

অঙ্গ A limb, a member, the body. s.

অঙ্গীকৃত Agreed to, acceded to. s.

অঙ্গুরীয়ক A finger ring. s.

অজ্ঞান Ignorant, stupid. s.

অঞ্জলি A mode of veneration by joining the hands and keeping the palms from touching, as if to hold an offering. s.

অট্টালিকা A palace, an upper-roomed house. s.

অতএব Therefore, wherefore. s.

অতি Beyond, very, extremely, exceeding, much. § 66. s.

অতিথি A guest, a stranger. s.

অতিবড় Exceedingly, very. s.

অতিবাদ Excessive, excessively. s.

অতিশয় Exceeding, intense, excessive, extreme, great, exceedingly, very, surpassingly. s.

অতীন্দ্রিয় (*ati+indriya*) Beyond the perception of the senses, imperceptible, incorporeal. s.

অত্যন্ত (*ati+anta*) Excessive, immoderate. *adv*. Very, excessively, excetdingly. s.

অত্যন্তিকতা Extremity, excess. s.

অথ Hence, moreover, and. s.

অদৃষ্ট Unseen, unperceived, out of sight; fate, destiny. s.

অদ্ভুত 'Preternatural, surprising. s.

অদ্য To-day, now. s.

অদ্যরাত্রিতে To-night. s.

অধম The lowest, vile, base. s.

অধিক More, more than. *postp*. Beyond, above. s.

অধিকার An estate, a privilege, an inheritance, right, power, authority. s.

অধিকারী Possessing a right or privilege; a proprietor. s.

অধিপতি A commander, a ruler, an owner, a governor. s.

অধিরাজা or *adhirāj*, A paramount sovereign, an emperor. s.

অধিরোহণ The act of mounting or ascending. s.

অধীশ A sovereign, a lord.

অধ্‌ভুত Marvellous, astonishing. s.

অধ্যয়ন (*adhi+ayan*) A reading, a lecture, study. s.

অনন্তর Next, after, then. s.

অনাথ Without a protector, forlorn. *s*. An orphan. s.

অনায়াসে Without labour, easily; heedlessly. s.

অনাহার Want of food, hunger. s.

অনিদ্রিত Not asleep, waking, awake, watching. s.

অনিষ্ট Undesired, ominous. s.

অনুগত Following, gone after any one, dependent or attached to any one. s.

অনুগমন Going after, post-cremation. See *sahagaman*. s.

অনুগ্রহ Favour, kindness, grace. s.

অনুচিত Improper, unfit. s.

অনুনয় Regard, respect, compliance, salutation, entreaty, humility, submission. s.

অনুপম Incomparable, unequalled, unparalleled, peerless, matchless. s.

অনুপায় Without remedy, remediless. *s.* The absence of resource. s.

অনুভব Experience, perception, knowledge. s.

অনুমতি Consent, acquiesence, permission. s.

অনুমান An inference, a conclusion, an hypothesis. s.

অনুযায়ী Following, resulting from. s.

অনুরোধ Kindness, obligingness, complaisance. s.

অনুসন্ধান Anything aimed at, search, research, investigation. s.

অনুসারে In conformity with, agreeably to. s.

অন্তঃকরণ The heart, the mind. s.

অন্তঃপুর The inner or women's apartments, the harem. s.

অনেক Many, much, very. s.

অন্তক That which brings anything to an end, a finisher, destructive, mortal; Yama, the personified form of death. s.

অন্তর Other, another. s.

অন্তে At the end, at last. s.

অন্ধ Blind, overgrown with weeds, etc., as a well. s.

অন্ধকার Darkness. s.

অন্ন Food, boiled rice. s.

অন্বিত Connected with, agreeing with, possessed (of). s.

অন্বেষণ Search, research. s.

অন্য Other, different, strange, unlike. s.

অন্যত্র In another place, elsewhere. s.

অন্যথা Contrariwise, differently. *s.* The contrary. *adj.* Contrary, different. s.

অপবাদ Censure, accusation, reproach. s.

অপব্যয় Waste, profusion, the squandering of money. s.

অপর Another, other; moreover, besides, again. s.

অপরাধ Offence, transgression, fault. s.

অপরিত্যাগ Non-desertion. s.

অপূর্ব Unparalleled, unprecedented, excellent, uncommon. s.

অপ্রকৃত Not genuine, incorrect, untrue, inaccurate. s.

অপ্রামাণিক Not capable of proof, inconclusive. s.

অপ্রিয় Unamiable, disagreeable, detested, displeasing, offensive. s.

অবকাশ Interval, leisure, opportunity. s.

অবগত Comprehended, understood, known. s.

অবতার A descent (from heaven), an incarnation. s.

অবধান Attention, care. s.

অবধারিত Fixed, determined on, decided on, judged. s.

অবধারণ The act of settling, fixing or determining; ascertaining. s.

অবধি As far as, as long as, till, from, since. s.

অবনত Bent down, bowed. s.

অবন্তী The name of a city, the modern *Ujain.* s.

অবয়ব A limb, a member, a form, an image. s.

অবলম্বন The act of depending upon, being propped, supported, or protected. Dependence, support, asylum, hanging, reclining. s.

অবলম্বী Hanging, depending. s.

অবলা A woman. *adj.* Weak, frail. s.

অবলোকন The act of looking at or beholding; inspection. s.

অবশিষ্ট Left, remaining. *s.* Leavings (of food, etc.). s.

অবশ্য Certainly, inevitably. s.

অবসর Leisure, opportunity. s.

অবসান Conclusion, termination, cessation. s.

অবস্থা A state, a condition. s.

অবস্থিতি A standing upright; residence, settlement. s.

অবিচার Unjust. s.

অবিচারক Unjust, inconsiderate. s.

অভয় Exemption from fear or danger, security. *abhaya-bākya,* A promise of security, a pledged word of safety. s.

অভাব A non-existence, a nonentity, a failure. s.

অভিপ্রায় Intention, design, meaning. s.

অভিমত Approved, chosen. s.

অভিমুখ Facing, towards. s.

অভিলাষ Wish, desire, lust. s.

অভিষেক The initiatory ceremony of anointing a sovereign for office; the anointing, inauguration. s.

অভেদ Non-separation. s.

অভ্যন্তর (*abhi+antar*) Internal, inward. *s.* The interior. s.
অভ্যাস Study, repetition. s.
অমর্য্যাদা A want of respect or honour, disgrace, affront. s.
অমৃত *partic.* Not dead. *s.* The water of immortality, ambrosia, nectar. s.
অযথার্থ Improper, unrighteous, not real, untrue. s.
অরি An enemy, a foe. s.
অরে *interj.* O! ho! used in contempt. s.
অর্চ্চনা Reverence, worship, adoration. s.
অর্থ Signification, meaning, tenor, purport, cause; wealth, money. s.
অর্থে } On account, for the sake
অর্থে } (of), for. s.
অর্থাৎ *Sanskrit abl. case of* অর্থ That is to say, namely, to wit. s.
অর্দ্ধ Half, the middle, moiety. s.
অর্দ্ধনিশা } Midnight. s.
অর্দ্ধরাত্রি }
অর্দ্ধরাত্রিতে At midnight. *s.*
অর্শিতে To belong (to a person) of right. *s.*
অলক্ষিত Unmarked, unseen, unobserved. s.
অলঙ্কার Ornament, jewels. s.
অল্প Little, small, few. s.
অশুভ Not good, bad, evil. s.
অশ্ব A horse, cavalry. s.
অষ্ট Eight. s.
অষ্টম The eighth. s.
অষ্টাবিংশ The twenty-eighth. s.
অষ্টাবিংশতি Twenty-eight. s.
অসমর্থ Unable, incapable. s.
অসহন The act of not bearing, suffering, or tolerating. s.
অসহ্য Not to be endured, intolerable. s.
অস্ত A mountain behind which the sun is supposed to set; sunset. *asta-ha-ite*, to be set as the sun, etc. s.
অস্ত্র A missile, weapon, an edged tool, arms. s.
অস্থির Unstable, unsteady, restless, agitated, unsettled, fickle, upset, unnerved. s.

আ

আগমন The act of coming. *s.*
আকর্ষণ The act of drawing to, attraction. s.
আকাঙ্ক্ষা Desire, wish. s.
আকাঙ্ক্ষিত Desirous, wishing, anxious. s.
আকার A form, a shape, a figure an appearance. s.

আকাশ The sky, the atmosphere; the subtle æther which is supposed to pervade the universe. s.

আকুল Troubled, agitated, distressed. s.

আকৃতি Form, shape, figure. s.

আকৃষ্ট Drawn towards, attracted. s.

আখ্যান The act of recording, praising, or reciting; a name, a denomination. s.

আগত Come to, arrived. s.

আগতকল্য To-morrow. s.

আগমন Arrival, approach, return. s.

আগামী *m.* আগামিনী *fem.* Approaching, coming to. s.

আগার A house, a room, a receptacle. s.

আঘাত A blow, a stroke, a hurt, a plague. s.

আচরণ Conduct, habit, usage, practice. s.

আচার An established rule of conduct, duty, etc., ordinance, behaviour. s.

আছাড়িতে To dash or fling down with violence. B.

আজি To-day; *āji-abudhi*, from this day forward, henceforth. s.

আজ্ঞা An order, a command, an injunction, a decree, a statement. s.

আত্ম Own, belong to self. s.

আত্যন্তিকতা Extremity, abundance, completeness. s.

আদর Respect, honour, regard, veneration, esteem. s.

আদি (in compos.) Et-cetera. s.

আনন্দ Joy, felicity. s.

আনয়ন The act of bringing. s.

আনাইতে To cause to bring. s.

আনিতে To bring. s.

আপদ Misfortune, calamity. s.

আপদগ্রস্ত Involved in misfortune. s.

আপন Own, my, thy, his, her, our, your, or their, as the context may require. s.

আপনাহইতে Of its or one's own accord. s.

আপনি Self, your honour. s.

আপন্ন Possessed (of). s.

আবাদ Cultivated, prosperous, happy, prosperity. P.

আবিষ্ট Possessed, engrossed, abounding or filled with. s.

আভরণ Jewels, ornaments. s.

আমদ (احمد) Most praised. Used as a proper name. A.

আমারী (عماري) A litter or seat with a canopy over it, for

riding on an elephant, vulgarly called the *howdah*. P.

আমি I. s.

আমীর (امير) A commander, a prince, a grandee. A.

আমোদ Pleasure, mirth. s.

আমোদিত Pleased, gratified. s.

আয়ুঃ The duration of life, age. s.

আযুক্ত Joined to, attached. s.

আয়োজন Preparation. s.

আর *conj*. And, also, furthermore. *adj*. More. *pron*. Another, other. B.

আরবী (from عرب) Arabian, an Arab. A.

আরম্ভ A beginning, a commencement. s.

আরাধনা Worship, service. s.

আর আর More, still more, all the other. B.

আরএক Another. B.

আরোহণ The act of mounting or climbing. s.

আর্ত্ত Pained, afflicted. s.

আর্ত্তনাদ A dolorous outcry, a cry of pain. s.

আর্দ্রিত Wetted, moistened, cooled. s.

আলয় A house, an abode. s.

আলাপ Conversation, discourse. s.

আশীর্ব্বাদ A benediction, a blessing. s.

আশ্চর্য্য Miraculous, wonderful, marvellous. *s*. A wonder, marvel, surprise, amazement. s.

আশ্বাস Comfort, confidence, assurance. s.

আশ্রিত Secured, protected; *s*. a refugee, dependent. s.

আশ্রয় An asylum, a defence, a refuge, betaking of one's self to retirement, recourse, shelter. s.

আসক্ত Attached to, enamoured, addicted or devoted to. s.

আসন A seat, a throne. s.

আসিতে To come. s.

আস্তীন (آستين) A sleeve. P.

আহার Food, a meal. s.

আহ্বান A summons, an invitation. s.

আহ্লাদ Joy, pleasure, mirth, gladness. s.

আহ্লাদিত Rejoiced, delighted, happy, glad, or gladdened. s.

ই

ই (from s. হি) added to a word denotes Very, exactly, even, indeed, truly. s.

ইচ্ছা Wish, desire. s.

ইতস্ততঃ Here and there. See Grammar, § 85. s.

ইতি Thus, so far. s.

ইতিমধ্যে (also *ito-madhye*) In the meantime, in the interim, meanwhile. s.

ইতিহাস A tale, story, legend. s.

ইত্যবসরে At this interval. s.

ইনি He, she, it. ṣ.

ইন্দ্র The deity presiding over *Swarga* or the Hindū Paradise. *adj.* Excellent. This word gives the idea of superiority to whatever it is joined; as গজেন্দ্র (*gaja+indra*) A noble elephant. s.

ইন্দ্রজাল Legerdemain, conjuring, juggling. s.

ইন্দ্রিয় An organ of sense. s.

ইহাতে On this, hence, therefore. ṣ.

ঈ

ঈশ্বর The Lord, God, a king, s.

উ

উক্ত Said, spoken, declared, ordered. s.

উক্তি A speech, an expression. s.

উচিত Proper, suitable, fit. s.

উচ্চারণ Utterance, pronunciation. s.

উচ্চৈঃ স্বরে With a loud voice, aloud. s.

উচ্ছিষ্ট Left. *s.* Food rejected by another, leavings. s.

উঠন The act of rising up. ṣ.

উঠাইতে To raise or lift up. ṣ.

উঠিতে To arise up, to ascend, mount, or climb, to be established, to be invented. *uṭhiyā-jā-ite,* To go away entirely. ṣ.

উড়িতে To fly (as a bird). ṣ.

উৎকণ্ঠা Regret, care, vexation, alarm, bewilderment. s.

উত্তপ্ত Heated, burnt up, scorched up. s.

উত্তম Chief, best, excellent, good. s.

উত্তমতা Excellence, superiority, goodness. s.

উত্তর An answer, a reply. s.

উত্থান A rising or getting up. s.

উৎপন্ন Produced, arisen from. s.

উৎপাটিতে To pluck up by the roots. ṣ.

উদয় The ascent or uprise (of any thing). s.

উদর The belly, the abdomen. s.

উদাসীন (*lit.* one who sits aside

from others) A pilgrim, a religious mendicant, a misanthrope. s.

উদাহরণ An example, an illustration. s.

উদ্দীপ্ত Illuminated, shining, glittering, dazzling. s.

উদ্দেশ Search, vestige, trace. s.

উদ্ধার Rescue, release, redemption, the extracting anything. s.

উদ্বিগ্ন Sorrowful, dejected, sad, afraid. s.

উদ্যত Prepared, ready to act, ready. s.

উদ্যান A garden, pleasure ground. s.

উদ্যোগ Exertion, effort, fervor, zeal, readiness for action. s.

উদ্যোগী *m.* উদ্যোগিনী *fem.* Active, industrious, engaged in, preparing, ready. s.

উপকার Help, assistance, favour. s.

উপকারক Assisting, helping, aiding, a helper, benefactor. s.

উপগত Gone near, appoached; promised, pledged to. s.

উপঢৌকন A present to a superior, a present of ceremony. s.

উপদ্রব A calamity, ruin, tyranny, peril, jeopardy. s.

উপনীত Arrived, alighted. s.

উপন্যাস A story, a tale. s.

উপবাস A fast. s.

উপবাসী *m.* উপবাসিনী *fem.* (from উপবাস a fast) Fasting, a faster. s.

উপবিদ্যা Inferior or subordinate knowledge. s.

উপবিষ্ট Seated. s.

উপযুক্ত Suited to, qualified, fitted, accomplished, worthy, proper, becoming. s.

উপর The top or upper part of anything, the space over anything, height. *postp.* Upon, over, with, towards. *s.*

উপরি (also *upare*) Above, on the top, upon. s.

উপরিস্থিত Seated upon. s.

উপসেবিত Attended upon, served. s.

উপস্থিত Arrived, present, at hand. *upasthiti*, Near approach, arrival. s.

উপাখ্যান A tale, a story, narrative. s.

উপান্ত Near, approximate; *s.* vicinity, environs. s.

উপায় The means of accomplishing any purpose, a means, a resource, a stratagem, a remedy, an expedient. s.

উপার্জ্জিত Acquired, accumulated, gained, earned.

উভয় Both. s.

উভয়ে Mutually, on both sides. s.

উলঙ্গ (s. উলগ্ন) Naked. s.

উল্লঙ্ঘন The act of overstepping (any bounds), overleaping. s.

উষ্ট্র A camel. s.

উষ্মা Heat, ardour; rage. s.

উষ্মান্বিত Enraged, angry. s.

ঊ

ঊনত্রিংশ Twenty-ninth. s.

ঊর্দ্ধ High, lofty, elevated. s.

এ

এই This. s.

এইকারণ On this account. s.

এইহেতুক On this account. s.

এক One, a, an, the same. *ek-bākya*, of one speech, unanimous. s.

একত্র In one place, together. s.

একত্রিংশ Thirty-first. s.

এক বার or -বারে Once on a time, at once, all at once. s.

এক রাত্রে One night. s.

একাকী *m.* একাকিনী *fem.* Alone, solitary. s.

একাগ্র Fixed on one point, intent. s.

একাদশ Eleven. s.

একান্ত Alone, only. *adv.* Extremely, much; assuredly, certainly. s.

একারণ On this account, therefore. s.

এক্ষণে At this instant, now. s.

এখন This moment, now. s.

এখানে In this place, here. s.

এত So much, so many, so long; thus, so. s.

এতৎ or এতদ This. *etach-chharīr* (*etat+sharīr*), This body (See Grammar, § 82, R. vi.)

এতদ্রূপে In this way, thus. s.

এতন্মধ্যে (এতদ+মধ্যে in the midst) In the meantime. s.

এতাদৃশ Similar, like, such. *adv.* Thus. s.

এথা Here, in this place. s.

এনিমিত্তে On this account. s.

এবং Also, likewise, and; so. s.

এমত Like this, such. s.

ঐ

ঐ That. s.

ঐক্য Union, unity, singleness. s.

ঐশ্বর্য্য Power, might, dominion. s.

ও

ও *voc. interj.* O! ho! s.

ও *conj.* (و ū) Also, too, even, likewise; and. P.

ওএরান (ویران) Desolated, laid waste, depopulated, ruined. P.

ওগো O! ho! heark ye! S.

ওরে O! ho! used in contempt. S.

ওষ্ঠী Having lips. S.

ওহে O! ho! S.

ঔ

ঔদার্য্য Generosity, liberality, munificence. S.

ঔষধ Medicine. S.

ক

কএক Several, many. S.

কখন Any time, sometimes, ever. S.

কঠিন Hard, solid, harsh, severe, abstruse. S.

কড়ুঠে A pocket, wallet. U.

কত How much? how many? S.

কতক Some, how many? S.

কথন A sentence, word, speech. S.

কথা Whatever is the subject of discourse, as a story, a tale, a speech, a message; an idea, thought, a proposal. S.

কথোপকথন (কথা+উপকথন) Conversation, dialogue. S.

কদাচ At any time, ever. S.

কদাচিৎ Sometimes, at some time or other, ever. S.

কন্দর্প *Kāma,* the God of desire, the *Hindū* Cupid. S.

কন্যা A virgin, a damsel, a bride, a daughter; the sign *Virgo.* S.

কপাল The forehead; fortune, trick, fate. S.

কপিত্থ The elephant apple or wood apple (Feronia elephantum, or Cratæva valanga). S.

কপোত A dove, a pigeon. S.

কবন্ধ A demon, a devil. S.

কবর (قبر) A grave, a tomb, a burial ground. A.

কবি A poet. S.

কবিতা A poem, a scrap of poetry. S.

কবুল (قبول) Consent, concession, assent, promise. A.

কম্পায়মান Trembling, shaking, quaking. S.

কম্পিত Trembling, shaking. S. A tremor. S.

কম্বল A blanket. S.

কর The hand, an elephant's trunk; tax, tribute, revenue. S.

করণ The act of doing or making. S.

করণক Having an agent, or cause, by the means. S.

করত Doing, making, acting. S.

করা The doing or making. s.

করাইতে To cause to do or make. s.

করাঘাত Thumping with the hand. s.

করার (قرار) Agreement, compact, contract. A.

করিতে To make, to do. s.

করুণা Tenderness, compassion, feeling. s.

কর্ণ The car, the rudder of a ship or boat. s.

কর্ণাট A district in the Deccan; the Carnatic country. s.

কর্ত্তব্য Fit or proper to be done. s.

কর্ত্তা A maker, a doer, an agent, a master. s.

কর্ত্তৃক Having an agent, by. s.

কর্ত্রী The mistress of a house. s.

কর্বুর A variegated colour; name of a plant; *karbura-mantra-jāl,* A peculiar mark on the body, within the left side, said to be indicative of good fortune. The difficulty however is to get a sight of it. s.

কর্ম্ম Action, feat, affair; deed, business, conduct. *karma-sāhib,* a minister who executes. s.

কর্ম্মকর্ত্তা One who transacts business, a servant, an officer. s.

কলশ or **কলস** An earthen water-pot or jar. s.

কলহ Contention, uproar, quarrel. s.

কলিকাল The fourth or Iron Age of the world during which vice predominates. s.

কলেবর The body. s.

কল্প A day and night of Brahmā, a period of 432,000,000 years of mortals, measuring the duration of the world; and also the duration or interval of its annihilation. s.

কল্য Yesterday; to-morrow. s.

কশা A whip. s.

কষ্ট Pained. *s.* Bodily pain or uneasiness. s.

কস্তুরী Musk. s.

কহন A saying, expression, mention. s.

কহিতে To narrate, to speak, to say, to tell, to mention. s.

কা Bad (a prefix of deterioration). s.

কাক A crow. s.

কাকপদ A crow's foot. s.

কাকপক্ষ Jetty lock, ringlets. s.

কাছারী A hall of justice, town house, court, vulgarly *cutcherry.* U.

কাছে In the vicinity, near to. s.

কাজী (قاضي) A Kāẓī or judge. A.
কাটা Cut off. s.
কাটিতে To cut, to clip, to saw; to pass away (the time). s.
কাতর Confused, perplexed, distressed, troubled. s.
কান্যকুব্জ Name of a country, the modern Kanouj or Kanoj. s.
কাপুরুষ A vile man, a coward. s.
কাবল Kābul, a country to the west of the Indus, about 250 miles in length, and 150 in breadth. P.
কাম Lust, desire; business. s.
কামকার Conducive to lust. s.
কামাইতে (from কর্ম্ম business) To earn, to acquire, to have; to shave. s.
কামুক Lustful, wanton. s.
কারক A doer, performer, maker. s.
কারণ A cause, motive. *postp.* On account (of), for the purpose of, for the sake of. s.
কার্য্য That which is to be done, business, affair, object, effect, action, exploit, conduct. s.
কাল Time, a season. s.
কালিদাস A celebrated poet, and one of the nine gems or eminent men of Vikramāditya's court. s.
কালিন্দী The river Yamuna or Jumna. s.
কাষ্ঠ Wood; a log of wood. *adj.* Wooden.
কি *pron.* Which? what? whether? *conj.* (P. كه) or, that, saying.
কিংশুক A tree, (Butea frondosa,) bearing beautiful red blossoms. s.
কিছু Some, any, a few, a little. *adv.* Many, in some degree, in the least, at all. s.
কিঞ্চিৎ or কিঞ্চিদ A part, a little. *ind.* Somewhat, something. s.
কিনিতে To purchase, to buy. s.
কিন্তু *conj.* But, now, yet. s.
কিপ্রকার How? On what account? why? s.
কিমতে In what way? how? s.
কিম্বা Or, otherwise, either, whether, or else. s.
কিয়ৎ or কিয়দ A few, a small quantity. s.
কিরূপে In what form? how? s.
কীর্ত্তন Act of celebrating, praising. s.
কীর্ত্তি Renown, fame, celebrity. s.
কু Bad (a prefix of deterioration). s.
কুক্কুট A gallinaceous fowl, a cock. s.

কুক্ষি The abdomen, the belly, the womb. s.

কুট্টনী A procuress, a bawd. s.

কুণ্ড A hole in the ground for receiving and preserving consecrated fire, a pit, an excavation. s.

কুত্রাপি Anywhere. s.

কুন্তল Hair (of the head or body). s.

কুপিত Angered, enraged, angry. s.

কুমার A boy (under five years of age). s.

কুরূপ Of bad form, ugly. s.

কুল Family, race, tribe, or caste. s.

কুলক্ষণ An inauspicious sign, mark, or omen. *adj.* Inauspicious, ominous, unlucky. s.

কুলুপ (قفل) A lock, a bolt. A.

কুশল Happiness, well-being. *adj.* Happy, felicitous, expert. s.

কুহর A cavity, a hollow, a hole. s.

কূপ A well. s.

কৃচ্ছ্র Bodily pain: *adj.* Painful, difficult. s.

কৃত Made, done. Much used in comp. to give a past sense, as পরিপাটী arrangement, পরিপাটীকৃত arranged. s.

কৃতকার্য্য One who has performed any business with success. s.

কৃতাঞ্জলি With joined palms of the hand, (as a mark of reverence or solicitation). s.

কৃপা Tenderness, compassionateness, mercy. s.

কৃষি Husbandry, agriculture; ploughing, cultivating the soil. s.

কৃষ্ণ Black. *s.* One of the names of Vishnu, in his most celebrated incarnation on earth. s.

কেন Why? by what? s.

কেননা Because, since. s.

কেনহ Some, any. s.

কেবল Only, alone, simply, merely. *adj.* All, entire. s.

কেশ Hair of the head; mane. s.

কেহ or কেহো Some one, any one, either. s.

কোটাল (کوتوال) The chief officer of police in a city. P.

কোথা or কোথায় Anywhere, where; where?

কোন or কোনহ Any, some. (interrog.) *kon,* Who? what? which? s.

কোপ Anger, rage. s.

কোপিত Enraged, angry. s.

কোমল Soft, tender, bland, mild. s.

কোলাহল A loud and confused noise, an uproar, rumble. s.

কোষাগার (কোষ + আগার) A treasury. s.

কৌতুক A sight, a shew, a spectacle, amusement, fun. s.

ক্রমে By degrees, agreeable to, in conformity with. s.

ক্রমে ক্রমে By degrees, gradually. s.

ক্রয় Buying, purchase. s.

ক্রিয়া An act, action, any religious ceremony; a verb. s.

ক্রীড়া Play, sport; *krīrā-sarobar*, A pleasure pond or tank. s.

ক্রীত Purchased, bought. s.

ক্রুদ্ধ Angered, angry. s.

ক্রেতা A purchaser, buyer. s.

ক্রোধচা Anger, passion, rage, choler. s.

ক্রোধিত Enraged, angry. s.

ক্লেশ Pain, anguish, hardship. s.

ক্ষণ A moment, an instant. s.

ক্ষত Wounded, cut. *s.* A cut, a wound, a scar, a sore. s.

ক্ষতি Injury, harm, detriment, loss. s.

ক্ষমা Forgiveness, pardon, excuse. s.

ক্ষান্ত Forborne, endured, desisted, relinquished, patient, quiet. s.

ক্ষান্তি Patience, forbearance. s.

ক্ষিপ্ত Thrown; upset in mind, crazy, frantic, demented. s.

ক্ষীণ Wasted, thin, slender, rawboned. s.

ক্ষুদ্র Little, small, contemptible, inferior. s.

ক্ষুধিত An hungered, hungry. s.

ক্ষুর A razor; a hoof. s.

ক্ষেপণ The act of throwing or flinging; sending. s.

খ

খচিত Inlaid, mixed. s.

খট্টা A bedstead, a cot, a couch. s.

খড়্গ A rhinoceros's horn; a sword, a scymetar. s.

খড়্গধার also *kharga-dhārā*, The edge of a sword. s.

খড়্গহস্ত Sword-in-hand. s.

খরচ (خرج) Expenditure, expense, price. A.

খরচ পত্র A bill of exchange, a letter of credit. s.

খলতী also *khalā*, Vileness, craftiness, baseness, mischievousness; mischief-making. s.

খাইতে To eat, to drink; to undergo, to suffer. s.

খাতিরজমা (خاطرجمع) Tranquillity, self-collectedness.

adj. Self-collected, composed, tranquil. P.

খাদ্য Eatable; Food, victuals. s.

খানে Place: much used in comp. as, সেই খানে In that place. *s.*

খালী (خالي) Empty, void, vacant. A.

খুঁটিতে To peck (as a bird); to pick up or gather. *s.*

খুলিতে To loosen, to open, to expand. *s.*

খেদ Sorrow, affliction, distress. s.

খেদাইতে To drive (as cattle), to drive off, to expel, to rebuff. *s.*

খেলা Play, sport. s.

খেলাৎ (خلعت) A dress, a robe of honour with which princes confer dignity on their subjects. A.

খোজেস্তা (خجسته) Fortunate. Used as a proper name. P.

খ্যাত Styled, denominated, celebrated, renowned, famous. s.

গ

গগণ The sky, the atmosphere. s.

গজ An elephant; *gaj-bhukta*, What is eaten by elephants, an elephant's usual food. s.

গজেন্দ্র (গজ + ইন্দ্র) A noble elephant. s.

গঠন The act of forming, making, or fashioning. *s.*

গঠিত Formed, fashioned. s.

গঠিতে or গড়িতে To cast, to melt, to mould, to fashion, to frame, to make, to carve. *s.*

গণ A multitude, a host, a gang. Much used in comp. to denote plurality. s.

গণনা Enumeration, counting, calculation. s.

গত Gone, passed, elapsed, last. s.

গতদিন Yesterday. s.

গতরাত্রি Last night. s.

গতি Motion, gait, ways, final reward, or condition. s.

গতে On being past or gone. s.

গন্তব্য Fit to be gone, passable, likely to go. s.

গবাক্ষ A round window, an air-hole, a loop-hole. s.

গমন The act of going or departing. *s.* Movement, gait. In comp. Moving. s.

গম্ভীর Deep, profound. s.

গরীব (غريب) Poor, inoffensive, harmless. *s.* A poor man. A.

গরুড় A large kind of heron (Ardea Argala). In mythology, the bird and vehicle of Vishnu. s.

গর্ত্ত A hole, a cavity. s.

গর্প A story, a tale. B.
গর্ব্বিত Proud, haughty. s.
গর্ভ A fœtus or embryo; the womb. s.
গল or গলা The throat, the neck; *gal-bastra*, With a halter round the neck. *s*.
গলিত Fallen, dropped, running, oozing. s.
গহনা A jewel, ornament. s.
গাত্র The body. s.
গাত্রোত্থান (গাত্র + উত্থান) The act of raising the body, or of rising up (from bed). s.
গিরা (گره) A knot, a joint. P.
গুণ A good quality, virtue, merit, skill, accomplishment. A fold, multiplication. Twine or any twisted cord. s.
গুণাখ্যান (গুণ + আখ্যান) Panegyric, eulogium. s.
গৃহ A house, a dwelling; *grihe*, At home. s.
গৃহিণী A householder's wife. s.
গৃহী A householder. s.
গোচর Anything perceived by the senses; *gochar-k.*, To inform, explain. s.
গোপন Concealment, secresy. s.
গোপনে In secret, privately. s.
গোর (گور) A grave, a tomb, a burial ground. P.
গৌণ Delay. s.
গ্রন্থকার A compiler, an author. s.
গ্রন্থি A knot, a joint. s.
গ্রস্ত Seized, captivated. s.
গ্রহণ Holding, the act of seizing, taking, comprehending, accepting, or acknowledging, capture; an eclipse. s.
গ্রাম A village. A multitude or assemblage of anything, as of houses forming a village, of musical notes forming the gamut. In comp. An assemblage, as in ইন্দ্রিয়গ্রাম The assemblage of corporeal organs. s.
গ্রামস্থ A villager. s.
গ্রাস A morsel, a mouthful. s.
গ্রাহক One who takes, accepts, or seizes; a purchaser, a taker. s.
গ্রাহ্য To be taken, to be accepted, to be admitted, admissible. s.
গ্রীষ্ম Heat, warmth. The hot season (coinciding nearly with June and July). Hot, warm. s.

ঘ

ঘটক An hereditary officer in Hindu villages, who keeps an account of genealogies, and

is employed to negociate marriages. s.

ঘটিতে To occur, to happen, to devolve. s.

ঘর A house, a dwelling, a room, an apartment. s.

ঘসিতে To rub, to wipe, to polish. s.

ঘাইট or ঘাটি Sin, fault, misdemeanour. s.

ঘাতক A murderer, a maimer, a destroyer. s.

ঘাতুক Sanguinary, cruel. s. An executioner. s.

ঘোটক A horse. s.

চ

চতুর Four. s.

চতুর্থ The fourth. s.

চতুরবিংশতি Twenty-four. s.

চন্দ্র The moon; *chandrodaya*, The rising of the moon. s.

চন্দ্রিকা Moonlight. s.

চমৎকৃত Astonished, amazed. s.

চরণ The foot. s.

চরিতে To graze, to feed (as animals). s.

চরিত্র Conduct, behaviour, habit, morals. s.

চর্য্য To be practised. s. An observance. s.

চলিত Moved, shaken, deterred, swerving from. s.

চলিতে To move, to go, to go off, to continue, to pass (as money), to be discharged (as a gun), to flow, to blow, to avail. s.

চাওর (غور) Reflection, consideration, meditation. A.

চাকর (چاکر) A servant. P.

চাকরি (چاکري) Service, servitude. P.

চাদর (چادر) A sheet, a table-cloth. P.

চাবি A key. (Italian, *chiave*). The word is probably of Portuguese origin.

চামর A fly-flap, or chowrie, commonly made of the tail of the Bos grunniens or *Yac* of Tartary, and conferred as an emblem of Royal favor. s.

চারি (চতুর) Four. s.

চাহিতে To desire, to wish for, to love, to demand, to require, to need, to try, to look to, to look for. s.

চিচকার (s. চিৎকার) A scream. s.

চিতা A funeral pile. s.

চিতাশায়ী Reposing on the funeral pile, dead. s.

চিত্ত The heart, the mind. s.

চিনিতে To recognize, to know. s.

চিন্তা Thought, pensiveness, concern, anxiety, attention, care, dejection, sadness, melancholy. s.

চিন্তাকুল (চিন্তা+আকুল) Thoughtful, pensive, melancholic. s.

চির Long (in duration). s.

চিরস্থায়ী Enduring, permanent, durable, not transitory. s.

চিহ্ন A mark, a spot, a sign, a trace. s.

চুরি Theft, stealing. s.

চুল Hair. u.

চূর্ণ Pounded, smashed, broken to pieces, pulverised. s. Any pulverised substance, dust, powder. s.

চেঁচাইতে To scream. s.

চেড় A male servant or slave. s.

চেড়ী A female servant or slave. s.

চেষ্টা An endeavour, effort. s.

চেষ্টান্তর (চেষ্টা+অন্তর) Any object of search, redress. s.

চেষ্টিত Endeavoured for, sought, excited, anxious, anxiously engaged. s.

চৈতন্য Sensation, recollection, faculties. *adj.* In possession of the faculties, sensible, rational. s.

চোর *s.* A thief. s.

চোহান Name of a caste of *Rājpūts.* s.

চৌকিদার (چوکیدار) A sentinel, a watchman. H.

চৌকিদারি (چوکیداری) The business of a sentinel or watchman. H.

চৌকী A chair. A watch, or guard. *Chaukī-dite*, To mount guard, to keep watch. H.

চৌবাটী A place of instruction; a college, a seminary. s.

ছ

ছত্র An umbrella, a parasol, a canopy. s.

ছন্দ Wish, pleasure. s.

ছল Fraud, deceit, device, plot, pretext. s.

ছাওয়াল A child. u.

ছাড়িতে To let loose, to dismiss, to quit, to abandon, to divorce, to set free, to give up, to surrender. s.

ছাত A thatch, a roof. s.

ছাবা Thatched, bottomed, as a bed chair. s.

ছিদ্র A hole, a perforation; a fault, a defect, cut off, severed, pierced. s.

ছিন্ন Severed. *Chhinna-bhinna*, Pierced through and through. s.

ছেদন The act of cutting or dividing. *Chhedan-k.*, to behead. s.

ছোরা A large knife, a sword. *s.*

জ

জ in comp. Born, produced. s.

জদবধি So long as, whilst. s.

জন A man, a person (of either sex). s.

জন্তু An animal. s.

জন্ম Birth. s.

জন্মিতে To be produced, to spring. *v. tran.* To bear young, to produce. *s.*

জন্য or জন্যে On account (of), for. s.

জবাব (جواب) An answer, a reply. A.

জমা (جمع) A heap, a collection. A.

জরী (زري) Made of gold-thread, wove with gold-thread. P.

জল Water, juice, sap. s.

জাগ্রৎ Waking, awake. s.

জাতি Class, race, caste. s.

জানিতে To know, to understand, to discern, to recognise. *s.*

জামা (جامه) A garment, a gown, a robe, a vest. P.

জামাতা A daughter's husband, a son-in-law. s.

জাল A net, a lattice, window, a film on the eye. s.

জিজ্ঞাসা A question, an interrogation, enquiry. s.

জিজ্ঞাসিতে To ask, to question, to enquire. *s.*

জিত Conquered, subdued. s.

জিতেন্দ্রিয় (জিত + ইন্দ্রিয়) Of subdued senses, impassive, stoical. s.

জিনিস (جنس) Goods, merchandise, moveables. A.

জীব Life, existence; a living creature. s.

জীবৎ Living, alive. s.

জীবন Life. s.

জীবী Possessing life. *adj.* Living, alive. s.

জ্ঞ in comp. Knowing, acquainted with. s.

জ্ঞাত Known, comprehended, understood, acquainted. s.

জ্ঞান Knowledge, wisdom, notion, supposition. s.

জ্ঞানবান *m.* জ্ঞানবতী *fem.* Wise, intelligent. s.

জ্ঞানহত Astonished, stupefied, confounded. s.

জ্ঞানী Possessing wisdom, wise, knowing, intelligent, wary. s.

জ্যোতিঃশাস্ত্র Astrology, astronomy. s.

জ্যোতির্জ্ঞ An astrologer, or astronomer. s.

ট

টি *exp.* A particle implying diminutiveness. B.

ঠ

ঠাওরাইতে To fix, to stop, to determine, to appropriate, to award, to settle. s.

ড

ডাকাইতে To cause to summon. s.

ডাকিতে To summon, to call. s.

ঢ

ঢাকিতে To cover, to hide, to disguise, to close, to shut; to envelop, or enwrap. s.

ত

তঃ A particle subjoined to nouns to form adverbs; as শাস্ত্র a science, an ordinance, শাস্ত্রতঃ scientifically, legally. s.

তখন That moment, then, so soon as. s.

তড়িৎ Lightning. s.

তৎ or তদ (Sanskrit pronoun used in comp.) That. s.

তৎক্ষণাৎ or তৎক্ষণে (তদ+ক্ষণ) At that moment, on the instant. s.

তৎপর or তৎপরে After that, then, thereafter. s.

তত্ত্ব or তত্ব (তদ+ত্ব) The essential nature or first principle (of anything), mystery, identity, investigation, research. s.

তত্ববেত্তা Knowing, first principle. Profoundly skilled. s.

তথা So, then, there, even so. s. *Tathāte,* In that place, in that case. s.

তথাপি Even then, notwithstanding, still, nevertheless. s.

তথ্য Truth. *adj.* True. s.

তদ That. s.

তদনন্তর After that, afterwards, then. s.

তদনুরূপ In the same way, in conformity. s.

তদনুসারে Agreeably to that. s.

তদবধি Up to that time, so long. s.

তদ্দিবস That day. *Tad-dibase,* On that day.

তদ্বৎ Like that, so, in like manner. s.

তদ্রূপ In that way, similarly so. s.

তনয় A son. s.

তনয়া A daughter. s.

তন্নিমিত্ত (তদ্+নিমিত্ত) On that account, therefore. s.

তন্মধ্যে (তদ্+মধ্যে) During that, within that. s.

তবে Then, at that time, nevertheless, still. s.

তম The termination employed to form the superlative. s.

তর The termination employed to form the comparative. s.

তরু A tree. s.

তল The bottom of anything. s.

তলস্থিত Sitting beneath, covered. s.

তলে At the bottom, below, under. s.

তলোয়ার A sword, a scymitar. s̱.

তাজা (تازه) Fresh, new, green, tender. P.

তাড়ণ The act of beating or whipping. s.

তাড়্যমান Thrashed, beaten, knocked about. s.

তাদৃশ Such as that, such like. s.

তাবৎ or তাবদ so much, so many, so long, so far, until: the correlative of যাবৎ. s.

তার পর After that, afterwards. s̱.

তারা A star or planet. The apple of the eye. s.

তালু The palate. s.

তাহার পর After that, afterwards, then. s̱.

তিন Three. s̱.

তিনি He, she. s̱.

তিরস্কৃত Despised, contemned, abused, reviled, foiled. s.

তিলার্দ্ধ (তিল+অর্দ্ধ) Half a grain of mustard seed. The smallest mark. s.

তীক্ষ্ণ Sharp, pointed, acute, keen, poignant, pungent, hot, zealous. s.

তীর The bank of a river. s.

তীর An arrow. *Tīrandāj*, An archer. P.

তীরন্দাজী (تیراندازي) Archery. P.

তুই Thou. s̱.

তুচ্ছ Small, inferior, contemptible, worthless, despised, despicable. s.

তুমি You. s̱.

তুরঙ্গ A horse. s.

তুল্য Equal, like, similar. *ind.* Like. *in comp.* Like, resembling, as সূর্য্যতুল্য like the sun. s.

তুষিতে To please, to delight, to satisfy, to appease. s̱.

তুষ্ট Pleased, delighted, rejoiced. s.

তৃণ Grass. s.

তৃতীয় The third. s.

তেকারণ Therefore, on that account. s.

তেবরস্তান (طبرستان) *Tabristān*, or *Mazanderān*, a province of Persia, having the Caspian Sea on the north, Ghilān on the west, Persian Irak on the south, and Khorāsān on the east. P.

তেমন In that manner, so. s.

তো An emphatic particle. s.

তোতা (طوطي) A parrot. P.

ত্যক্ত Abandoned, quitted, deserted, left. *Tyakta-jīban*, Dead, deprived of life. s.

ত্যাগ Relinquishment, desertion, abandonment, letting go, discharging. s.

ত্যাগী An abandoner, a deserter, forsaker.

ত্রাণ Rescue, deliverance, s.

ত্রাস Fear, terror, dread. s.

ত্রিংশ Thirty. s.

ত্রিভুবন The three worlds—*i.e.*, The celestial, terrestrial, and tartarean regions.

থ

থাকা Dwelling, remaining. s.

থাকিতে To stay, to abide, to be, to endure, to remain. s.

দ

দংশন The act of biting or stinging. s.

দক্ষিণ Right (not left). South. *s.* The Deccan, or South of India. s.

দড়ী A string, twine. s.

দণ্ড A staff, a stick. Punishment by fine or death. The sixtieth part of the day and night, *viz.* twenty-four minutes (which is the Hindū hour). *Danda-nīti*, Literally "the law of punishment," *i.e.* the duties of a King, or the punishment of offenders and the dispensing of justice to all. s.

দত্ত Given, bestowed. s.

দমন The act of taming, subduing, controling, rebuking, or punishing, keeping in check. s.

দয়া Pity, compassion, tenderness, feeling, complaisance. *Dayā-bīr*, A hero of compassion. s.

দয়ালু Tender, compassionate. s.

দর Price. U.

দরিদ্র Poor, indigent; a poor man. s.

দরজী (درزي) A tailor. P.
দর্প Power, pride, arrogance, a boast. S.
দর্বার (دربار) The court, a hall of audience, the holding of a court. P.
দর্শন Viewing, espying, the act of seeing. S.
দর্শাইতে To cause to see, to make appear, to show. *S.*
দশ Ten. S.
দশা A state, a condition. S.
দাড়াইতে or দাঁড়াইতে To stand. *S.*
দাড়ী The beard. S.
দাতা Generous, liberal; a donor. S.
দান A gift, a largesse. S.
দানব A demon, a titan, or giant. S.
দামন (دامن) The skirt of a robe, etc. P.
দারিদ্র Poverty. *S.*
দারু Wood. S.
দারুময় *m.* দারুময়ী *fem.* Composed of wood, wooden. S.
দাস A servant, a slave. S.
দাসী A female servant, a handmaid. S.
দাহ A burning, a burn, inflammation. S.
দাহক Burning, inflammatory, causing combustion. *fem.* *Dāhikā.* S.
দিকস্থ Contiguous, surrounding, neighbouring. S.
দিক or দিশা A side, a quarter. S.
দিগে Towards. S.
দিতে To give, to bestow, to effect. *S.*
দিনেং From day to day. *S.*
দিন or দিবস A day.
দিবা A day. S.
দিবাকর The maker of day, *i.e.* the sun. S.
দিব্য Divine, beautiful. S.
দিবারাত্রি Day and night. S.
দীন Poor, distressed, wretched, miserable. *S.* A poor man.
দীর্ঘ Long. *Dīrghatar,* Very long, longer. S.
দুই Two. *S.*
দুঃখ Pain, distress, trouble, want, sorrow, suffering. S.
দুঃখিত Pained, afflicted, distressed, miserable. S.
দুঃখী *m.* দুঃখিনী *fem.* Having pain, pained, distressed, miserable, poor, wretched. S.
দুঃসাধ্য Hard to be accomplished, difficult to be achieved. S.
দুঃস্থ Wretched, poor, destitute, miserable, suffering pain. S.
দুর or দুঃ or দুস A prefix denoting unfit; improper, vile,

bad, difficult, displeasing, paucity. s.

দুর্গ A fort. *adj.* Inaccessible. s.

দুর্জন A vile or worthless man. s.

দুর্দশা Ill-luck, evil destiny. s.

দুর্নাম Evil report. *adj.* infamous. s.

দুর্বুদ্ধি Cunning, wily. s.

দুর্ভিক্ষ A famine. s.

দুষ্ট Depraved, low, vile, weak, wicked. s.

দুষ্টতা Depravity, wickedness. s.

দূত A messenger, an envoy, a herald, a scout, a spy. s.

দূর Distant, remote. s.

দূরকর্ত্তা A remover, an obviator. s.

দূরে To a distance, afar, far away. s.

দৃঢ় Tight, hard, firm, compact, strong, solid. s.

দৃঢ়তা Firmness, constancy. s.

দৃষ্ট Seen, observed, visible, apparent. s.

দৃষ্টান্ত An example, an illustration. s.

দৃষ্টি Sight, vision, view. s.

দেওয়া The act of giving, a gift. s.

দেখাইতে To cause to see, to show, to display, to appear, to look, to seem. s.

দেখিতে To see, to behold, to view. s.

দেব A deity, a god; an appellation of respect. s.

দেবতা A god, a deity or divine being, a divinity. s.

দেবমন্দির An idol-temple. s.

দেবালয় (দেব+আলয়) An idol-temple. s.

দেশ A country, a region, a side or quarter. s.

দেশজ An inhabitant. s.

দেশান্তর (দেশ+অন্তর) Abroad, in a foreign country. s.

দেশীয় Belonging to a country, indigenous, native. s.

দেহ The body. *Dehāntar*, Another body. s.

দেহী Possessing a body, corporeal, a corporeal being. s.

দৈন্য Poverty, distress. *adj.* Poor. s.

দোধুয়মান Trembling, shaking, tottering, agitated. s.

দোষ Fault, blemish, offence, vice. s.

দৌরাত্ম্য Wickedness, oppression, tyranny. s.

দ্বয় A pair, a couple, two: Used in comp. as হস্তদ্বয় The two hands. s.

দ্বার A door, an aperture, a gate, a portal, opening, entrance. s.

দ্বারা or দ্বারায় or দ্বারে By means (of). s.

দ্বারপাল } A porter or door-
দ্বারী } keeper. s.

দ্বিতীয় The second; the next, the other, another. s.

দ্রব্য A thing, an article, a substance, goods, chattels. s.

দ্রাঢ্য Tightness, firmness, hardness, compactness, strength, solidity. s.

ধ

ধন Wealth. s.

ধনবান m. ধনবতী *fem.* also ধনী *m.* Possessing wealth, wealthy, rich. s.

ধনহীন Poor, destitute. s.

ধনু A bow. A fathom. s.

ধনুক A bow. s.

ধনুর্গুণ (ধনুঃ+গুণ) A bowstring. s.

ধনুর্বিদ্যা (ধনুঃ+বিদ্যা) The science of archery. s.

ধরিতে To hold, to grasp, to seize, to arrest, to catch, to place. s.

ধর্ম্ম Virtue, religious observance, duty, justice, righteousness. s.

ধর্ম্মভীরু In awe of justice, upright, honest. s.

ধর্ম্মাধিকারী *ep.* (ধর্ম্ম+অধিকারী) The chief justice. s.

ধার The edge of a weapon, margin or border of anything, a shore, a bank. A loan. s.

ধারণ The act of holding or assuming; pulling on (of clothes). s.

ধারা A stream, a current; current usage, custom, way, manner, behaviour; edge (of a sword, etc.) s.

ধার্ম্মিক Virtuous, religious, just, dutiful, righteous. s.

ধার্ম্মিকতা Justice, equitableness, religiousness.

ধীসচিব A counsellor, an adviser, a minister who plans. s.

ধূর্ত্ত Crafty, knavish. s.

ধূলি Dust. s.

ধৈর্য্য Firmness, steadiness, imperturbation, calmness, tranquillity, patience. s.

ন

নগদ (نقد) Ready money, cash. s.

নগর or নগরী a city; a town. *Nagarastha,* A dweller of a city or town; *Nagaropānta,* The vicinity or environs of a town. See Grammar § 80. s.

নচেৎ Otherwise. s.

নদী A river. s.
নন্দন A son, a child.
নব Nine. s.
নবম The ninth. s.
নবীন New, fresh, unused. s.
নভঃ or নভস The sky, atmosphere, æther, or heavens. *Nabho-maṇḍal*, The region of the sky. See Grammar, § 85. s.
নয় Is not. *neg. verb.* See Grammar, p. 62.
নরপতি A sovereign, a king; literally, "lord of men." s.
নরশ্রেষ্ঠ The best of men, noble, virtuous. s.
নরাধম (নর+অধম) The lowest of men, most wretched, most despicable. s.
নরেন্দ্র Lord, or chief of men.
নশ্বর Perishable, destructive, mischievous. s.
নষ্ট Destroyed, perished, ruined. s.
না No, not. s.
নাই or নাহি Is not, was not, etc. *s.*
নাগদন্ত An elephant's tusk, a wooden pin or bracket projecting from a wall to hang anything upon; a kind of chevaux de frise, or spikes: the battlements or defences of a castle (?). s.

নাথ A lord, a master. s.
নাদ Sound, a roar. s.
নানা Many, various. s.
নাপিত A barber, s.
নাম A name. s.
নাম করিতে To feign an excuse. *s.*
নামা or নামে By name. s.
নামাইতে To cause to descend or alight. *s.*
নামিতে To alight, to descend, to dismount. *s.*
নায়ক A leader, a general. s.
নারাচ An iron arrow. *Nārāch-āstra*, An arrow or spear, etc., tipt with iron. s.
নারিকেল A cocoa-nut. s.
নারী A woman. s.
নাশ Destruction, ruin, annihilation. s.
নিঃশঙ্ক Fearless. s.
নিঃসন্তান Childless. s.
নিকট Near, close by. s.
নিকটস্থ Neighbouring, abiding or standing near. s.
নিকটাগত Come near, arrived. s.
নিকটে At the side, in the vicinity, near, from, to. s.
নিকটোপস্থিত (নিকট+উপস্থিত) Come near, at hand. s.
নিক্ষেপ A cast, a fling, a throw, a casting forth, shooting out. s.

নিগ্রহ Binding, confinement, severe treatment, punishment. s.

নিজ Own, belonging to self. s.

নিতান্ত Really, exactly, thoroughly, truly, in the least. s.

নিত্য Constantly. s.

নিদর্শন Proof, example. s.

নিদাঘ Heat, warmth. s.

নিদাঘকাল The hot season (two months previous to the rains, about May and June). s.

নিদ্রা Sleep, sleepiness, drowsiness. s.

নিন্দা Abuse, censure, reproof, blame. s.

নিপাত Death, destruction, carnage. s.

নিপুণ Expert, clever, skilful, dexterous, proficient. s.

নিবারণ The act of keeping in, inhibiting, preventing, or forbidding. s.

নিবাস Abode, dwelling. s.

নিবিড় Close, dense, impervious. s.

নিবেদক One who represents or petitions, a petitioner. s.

নিবেদন The act of addressing, representing, or petitioning; a respectful address; announcing, making known. s.

নিমন্ত্রণ The act of inviting. *s.* An invitation. s.

নিমিত্তে For the sake, on account, on behalf of. s.

নিয়ম A regulation, a compact, a vow, a custom, rule, method. s.

নিযুক্ত Fixed in, appointed, installed. s.

নির্, নিঃ, or নিস্ Out, without; void, destitute of, etc. s.

নিরপরাধে (নির্+অপরাধে) Without offence, innocently. s.

নিরর্থক Useless, absurd. s.

নিরস্ত Thrown out, cast, disallowed, silenced, foiled. s.

নিরাহারে Without food, fasting, hungry. s.

নিরীক্ষণ The act of spying out, observing, or beholding. s.

নিরুদ্বেগ Fearless, without regret, quiet, tranquil. s.

নির্গত Gone out, exuded, issued. s.

নির্দ্ধন Without wealth, poor. s.

নির্বিবেক Injudicious, indiscreet, thoughtless. s.

নির্বোধ Senseless, foolish, stupid, silly. s.

নির্ভয় Without fear, secure, safe, composed, daring, undaunted, presumptuous. *s.* Fearlessness. s.

নির্ম্মাণ The act of forming, fashioning, fabricating, or constructing. s.

নির্লজ্জ Indecent, immodest, shameless. s.

নিশা Night. s.

নিশাকর The maker of night, *i.e.* the moon. s.

নিশাভাগে At nightfall. s.

নিশ্চয় Certainly. *s.* Certainty, determination, fixed resolve. s.

নিশ্চেষ্ট Without exertion, inactive. s.

নিশ্বাস Breath, a sigh. s.

নিষেধ Prohibition, negation. s.

নিষ্ঠতা Holiness, steadfastness in religion. s.

নিষ্ঠা Steadfastness in religion and virtue. s.

নিষ্পত্তি Completion, termination, decision, decree. *adj.* Decided, settled. s.

নিষ্ফল Fruitless, useless. s.

নীচগামী Going down, descending. s.

নীচাভিমুখ (নীচ+অভিমুখ) Going down, descending. s.

নীচে also নীচেতে At the bottom (of), below, under. s.

নীতি Morals, ethics, good policy, justice. s.

নূতন New, recent, fresh, young. s.

নৃত্য Dancing, jumping, agitation. s.

নৃপ A king. s.

ন্যায় Propriety, fitness; logic. Similar, like; truth, law. s.

ন্যায়তঃ Logically. s.

প

পক্ষ A side, a flank, a wing, an army. s.

পক্ষিণী A hen bird. s.

পক্ষী A male bird. s.

পঞ্চ Five. s.

পঞ্চত্ব The state of the five original elements, *i.e.* Dissolution, death. s.

পঞ্চম The fifth. s.

পঞ্চাশ Fifty. s.

পট্টমহিষী or পট্টরাজ্ঞী The head or consecrated wife of a king, a queen.

পড়া A fall or falling. s.

পড়িতে To read, to learn. s.

পড়িতে To fall, to drop, to lie down; to befall, to happen. s.

পড়ুয়া A scholar, a student, a pupil. s.

পণ্ডিত Learned. *s.* A learned man, a doctor. s.

পণ্যবীথিকা A stall, a shop, a place of sale. s.

পতাকা A flag, a banner. s.
পতি A lord, a husband. s.
পতিত Fallen, dead, defeated, debased, degraded. s.
পতিব্রতা A virtuous wife, one devoted and faithful to her husband. s.
পত্নী A wife. s.
পত্র The leaf (of a tree or book), a letter, an epistle. s.
পথ also *Pathi*, A road, a path, a way. *Pathi-shrānta*, Fatigued by the road or journey. s..
পথ্য Suitable. *s.* Regimen, diet. s.
পদ The foot. s.
পদচিহ্ন The print of the foot. s.
পদতলে At or under the feet. s.
পদাতি A foot soldier, infantry. s.
পদে At the feet. s.
পদ্ম The large-flowered lotus (Nelumbium speciosum). s.
পদ্মাকার Shaped like a lotus. s.
পবন The air, the wind. s.
পর Another, other, different, latter. *s.* A stranger, foreigner. *Para-hasta-gata*, Passed into the possession of another, or of a stranger. s.
পর্ Upon, on, after. *s.*
পরজন Not of the family, a stranger. s.
পরদিবস The next day. s.
পরপুরুষ A gallant, a paramour. s.
পরম Best, chief, great, supreme, first. *adv.* Greatly, exceedingly. s.
পরমায়ু Age, duration of life. s.
পরমেশ্বর (পরম+ঈশ্বর) God. s.
করম্পর Proceeding from one to another, succession, mutual, reciprocal, traditional. s.
পরলোক The other world, the next world, heaven, paradise. s.
পরশ্ব The day before yesterday or after to-morrow. s.
পরম্পর Proceeding from one to another, succession, mutual, reciprocal, traditional. s.
পরম্পরে From one to another, mutually, reciprocally, traditionally. s.
পরাইতে To cause to dress, to dress, to caparison, to bedeck. *s.*
পরাক্রম Power, valor, prowess. s.
পরাঙ্মুখ Turning away, having the face averted, disinclined, averse, disconcerted.
পরাভব Defeat, the loss of a law-suit, etc. s.
পরামর্শ or পরামর্ষ Opinion, advice, judgment, discrimina-

tion, deliberation, proper course. s.

পরার্থে (পর+অর্থে) For another. s.

পরিখা A moat, a ditch surrounding a fort. s.

পরিচয় The acquaintance, the ascertaining anything, experience. s.

পরিচিত Made known, acquainted. s.

পরিচ্ছদ Covering, dress. s.

পরিজন A dependant, the subordinate members of a family. s.

পরিতে To dress, decorate, to put on clothes or ornaments. s.

পরিত্যাগ Abandonment, desertion, relinquishment, resignation. s.

পরিত্রাণ The act of saving or protecting, rescuing; salvation. s.

পরিধান Putting on of dress, clothing. s.

পরিপাটী Order, method, arrangement. s.

পরিপূর্ণ Quite filled, overflowing, brimful; completed, fulfilled. s.

পরিবার A dependant, a family. s.

পরিবৃত Enclosed, encompassed, covered, attended. s.

পরিমিত Measured, ascertained, defined, limited, weighed. s.

পরিষ্কার Purification, cleansing, embellishment, decoration, clearing. s.

পরী (پري) A fairy. P.

পরীক্ষা Examination, test, trial, ordeal. s.

পরে After, afterwards. s.

পরোপকার (পর+উপকার) The doing good to another, kindness, humanity. s.

পর্ব্বত A mountain, a hill. s.

পর্য্যন্ত Up to, as far as, until. *s.* Space, term, duration. s.

পল A goldsmith's weight, equivalent to 2 oz. 6 dwts. 16 grs. troy.

পলাইতে To flee, or run away. s.

পলায়ন The act of fleeing or running away. s.

পলায়মান Fleeing, running away, retreating. s.

পলায়িত Fled, dispersed. s.

পশ্চাৎ or পশ্চাদ After, afterwards, behind. s.

পশ্চদ্গামী Following, pursuing. s.

পশ্চিম The west. s.

পসন্দ (پسند) Choice, approbation, acquiescence, approval. P.

পহুঁছিতে To arrive, to reach. s.

পহুঁছাইতে To cause to arrive. s.

পাইতে To get, to be allowed, to have the power or ability; to find, to overtake, to reach, to accept, to obtain, to experience. s.

পাখা A feather, a quill; a wing; a fan. s.

পাচক A cook. s.

পাছে Behind, at last, last, after. s.

পাঠ Reading, reciting. s.

পাঠাইতে To send. s.

পাণ্ড্য Name of a small kingdom in the south of India, also the name of its King or dynasty of Kings, the Pandiones of Ptolemy. s.

পাড়িতে To cause to fall, to pitch, to throw down, to spill. s.

পাত A fall, descent; alighting, descending. s.

পাতিব্রত্য Devotedness of attachment in a wife, chastity. s.

পাত্র A vessel in general, as a plate, a cup, etc. Hence, figuratively, a minister, any depositary of a secret, a secretary. *adj.* Fit, worthy. s.

পাদ The foot, a foot. *Pād-chāre,* On foot. *Pād-chihna,* Foot-mark or print. s.

পাদাঘাত A blow with the foot, a kick, a trampling upon. s.

পাদাবনত (পাদ+অবনত) Prostrated at the feet. s.

পান The act of drinking. *s.* (from পর্ণ) The *pān* or betel leaf. s.

পাপ A sin, crime, vice. s.

পায় The foot. P.

পারশ্য Persia, a Persian. s.

পারাবত A pigeon, a dove. s.

পারিতে (from s. পার a shore) To be able. s.

পারিতোষিক Gratifying, satisfying. s.

পার্শ্ব The side; a rib. s.

পার্শ্বে At the side, near. s.

পালক A cherisher, a protector, a guardian. s.

পাল্কী A palanquin. B.

পিঞ্জর A cage. s.

পিতঃ (the Sanskrit vocative of পিতা a father) O Father! s.

পিতা A father. s.

পিশুন Cruel, wicked, crafty, vile, contemptible. *s.* A tale-bearer. s.

পীড়া Pain, anguish, misery. s.

পীড়িত Pained, sick, afflicted, suffering from pain or distress. s.

পুটে (in comp.) Joined, as করপুটে with joined hands. s.

পুঁতিতে To bury. B.

পুত্তলিকা An image, an idol, a statue. s.

পুত্র A son. s.

পুত্রী A daughter. s.

পুনঃপুনঃ Again and again, repeatedly. s.

পুনর্ or পুনরায় or পুনর্ব্বার Again. s.

পুনশ্চ (পুনঃ+চ) And again, again. s.

পুর or পুরী A city or town. *Puristha*, Dwelling in a city or town. s.

পুরস্কার Remuneration, reward, a royal gift. s.

পুরাতন Old, ancient. s.

পুরুষ A man, a male, a husband, a human being, a person, image, figure. s.

পুরুষার্থ (পুরুষ+অর্থ) Heroic conduct, manly or generous sentiments. s.

পুষ্প A flower, a blossom. s.

পুষ্পগুচ্ছ A bouquet of flowers, a nosegay. s.

পুষ্পোদ্যান (পুষ্প+উদ্যান) A flower garden. s.

পুস্তক A book, a manuscript. s.

পূজক A worshipper. s.

পূজা Worship, reverence. s.

পূজিত Worshipped, adored, reverenced, honoured. s.

পূরিত Filled with. s.

পূর্ণ Filled, full, complete, finished, fulfilled. s.

পূর্ণিমা The full moon. s.

পূর্ব্ব Former, before, preceding; eastern. *s.* The east. s.

পূর্ব্বক Being previous, by. s.

পূর্ব্ববৎ or পূর্ব্বমত In the former way, as before. s.

পূর্ব্বে Before, previous or prior to. s.

পৃথক Separately, severally. s.

পৃথিবী The earth. s.

পৃষ্ঠ The back (of anything). s.

পৌরুষ Manliness, virility, manhood. s.

প্রকরণ An affair, business; a section, a class, a subject. s.

প্রকার Likeness, similitude; a kind, a sort, a species, a manner, fashion, mode. s.

প্রকাশ Display, manifestation, the being evident, public, blazoning abroad. s.

প্রকৃত Correct, genuine, true. s.

প্রক্ষালন The act of washing, cleansing, or purifying. s.

প্রচার The being public or known, publicity. s.

প্রচুর Much, many, numerous. s.

প্রজা Subjects, people. s.

প্রণয় Affection, fondness. s.

প্রণাম Respectful, or reverential salutation. s.

প্রতাপ Majesty, grandeur, dignity. s.

প্রতি Again or against; every, each; towards, to, for. s.

প্রতিজ্ঞা Promise, assent, agreement. s.

প্রতিদিন or **প্রতিদিবস** Daily. s.

প্রতিপালন The act of nourishing, rearing, protecting, preserving, keeping, or maintaining. s.

প্রতিবাসী *m.* **প্রতিবাসিনী** (in comp. *Pratibāsī*) *fem.* A neighbour, neighbouring. s.

প্রতিবিম্ব / **প্রতিমা** / **প্রতিমূর্ত্তি** } The resemblance of anything, as an image, a picture, a shadow. s.

প্রতিরাত্রিতে Every night, nightly. *s.*

প্রতিষ্ঠা Renown, celebrity, commendation, praise; consecration. s.

প্রত্যক্ষ Before the eye, evident, perceivable. *s.* Truth, evidence. s.

প্রত্যক্ষতঃ also *Pratyakhyato,* Visibly, manifestly. See Grammar, § 85. *Pratyakhyabat,* Like (a thing) before the eyes, quite evident. s.

প্রত্যবধি (*prati+abadhi*) Till now, daily. s.

প্রত্যয় Trust, faith, belief, confidence. A grammatical affix. s.

প্রত্যহ Daily, every day. s.

প্রত্যুত্তর A reply, an answer, a rejoinder. s.

প্রত্যুপকার Return of a kindness, gratitude, requital. s.

প্রথম First. *ind.* At first. s.

প্রথমত or **প্রথমতঃ** At first, in the beginning, previously, in the first place. s.

প্রথমে or **প্রথমেতে** At first, in the beginning. s.

প্রদর্শন The act of showing, exhibiting or making known. s.

প্রদান A gift, a donation. s.

প্রধান Chief, principal. *s.* A courtier, a noble. s.

প্রধানমন্ত্রী A prime minister. s.

প্রফুল্ল Blown (as a flower); elated. s.

প্রবল Strong, powerful. s.

প্রবাহ The flow of anything, a stream, a current, the current of life. s.

প্রবিষ্ট Entered. s.

প্রবীণ Skilful, clever, conversant. s.

প্রবৃত্ত Engaged, intent upon, turned to, undertaken. s.

প্রবৃত্তি The continuous flow or uninterrupted course of anything, the turning the attention to any new pursuit, the stir and bustle of active life, news or tidings. s.

প্রবেশ Entrance. s.

প্রভাত Morning, dawn, day-break. s.

প্রভাব Power, strength, virtue, dignity, majesty. s.

প্রভু A lord, a master. s.

প্রভৃতি Manner, kind. (in comp.) Etcetera, other; as মন্ত্রিপ্রভৃতির Of the ministers and others.

প্রমাণ Proof, testimony, truth, what is evident. s.

প্রমুখাৎ From the mouth. s.

প্রয়াস Trouble, labour, fatigue. s.

প্রযুক্ত Possessed with. *ind.* On account (of), through. s.

প্রয়োগ Employment, use, application; a main object, the end and aim of any action. s.

প্রয়োজন Use, occasion, need. s.

প্রলয় A cataclysm, the general dissolution or destruction of the world which takes place at the end of every Kalpa, (q. v.) s.

প্রশংসনীয় To be praised, commendable, laudable, praiseworthy, admirable. s.

প্রশংসা Praise, applause, eulogy. s.

প্রশ্ন A question, an enquiry. s.

প্রসঙ্গ Connexion, collection, mention, introduction, treatise, conversation. s.

প্রসাদ Favour, kindness, propitiousness. s.

প্রসিদ্ধ Famous, celebrated, renowned, notorious. s.

প্রস্তর A stone, a rock. s.

প্রস্তুত Prepared, ready. s.

প্রস্থান The act of going forth, proceeding, marching, or departing. s.

প্রহর A watch or division of the day, comprising about three hours. s.

প্রহার Striking, wounding, a blow, a stroke. s.

প্রাক্তন Fate, doom, destiny. s.

প্রাচীর Any enclosure, as a wall, a fence, a hedge. s.

প্রাণ Breath, life, *Prāṇ-daṇḍa*, Forfeiture of life, capital punishment. s.

প্রাতঃকাল The morning. s.

প্রাতঃকালে or প্রাতে In the morning. s.

প্রান্ত Border, edge, outskirt. s.
প্রাপ্ত Obtained, possessed of. s.
প্রায় Like, near, almost, as if, as it were. s.
প্রার্থনা Prayer, solicitation. s.
প্রাসাদ A temple, a palace. s.
প্রিয় Beloved, lovely. *s.* Love. s.
প্রিয়তম Best beloved. s.
প্রিয়পাত্র A confidential servant. s.
প্রীতি / প্রেম Love, affection. s.
প্রেমী Possessing love, loving, a lover. *s.*
প্রেয়স *m.* প্রেয়সী *fem.* Beloved, more or most beloved. s.
প্রেরণ The act of sending or despatching. s.
প্রেরিত Sent, an envoy, s.

ফ

ফকীর (فقیر) A religious mendicant. A.
ফণা The expanded hood or neck of the *cobra de capello*, or *Coluber naja*. s.
ফরোখবেগ (from فرخ happy, and بیگ a lord) A proper name. P.
ফল Fruit; advantage, profit, benefit. s.
ফলপ্রাপ্ত Enjoying the fruits, rewarded, recompensed, punished. s.
ফলবান *m.* ফলবতী *fem.* Fruit-bearing, fruitful. s.
ফলানা (فلان) Such an one. A.
ফিরাইতে To cause to return, to bring back. *s.*
ফিরিতে To turn, to return, to walk about, to wander. *s.*
ফিরিয়া A return, a coming back. *s.*
ফুল A flower. *s.*
ফেলাইতে To cause to fall, to fling, to dissipate. *s.*
ফেলিতে To fall, to drop. *trans.* To cast, to fling, to pour, to squander, to effect. *s.*

ব

বক্তব্য To be spoken, utterable, proper to be said. s.
বজ্র A thunder-bolt. s.
বঞ্চনা Fraud, deception. s.
বটি etc. I am indeed. B.
বটে Indeed, truly. B.
বড় Great, large, elder. *adv.* Very, much, greatly. *s.*
বণিক A trader, a merchant. s.
বৎ Like. (used only in comp.) s.
বতী (see বান a termination). s.

বত্রিস (দ্বাত্রিংশৎ) Thirty-two. s.
বৎস A calf, the young of any animal, a cub, a whelp. s.
বৎসর A year. s.
বদন The face. s.
বদল (بدل) Exchange, substitution, retaliation. A.
বদলে In exchange for. A.
বদ্ধ Bound, tied, confined, imprisoned. s.
বধস্থান A place of execution. s.
বধির Deaf. s.
বন A forest, a wilderness. s.
বন্ত Properly the plural of Sanskrit words terminating in বান (q. v.) but often corruptly used for the singular. s.
বন্ধন The act of binding, tying, or confining. s.
বন্ধু A kinsman, a relative, a friend, a lover. s.
বপন The act of sowing seed. s.
বপনকর্ত্তা A sower of seed. s.
বয়ঃক্রম Age, years. s.
বর A boon, a blessing. A bridegroom. s.
বরং Rather, on the contrary, nay. s.
বর্গ A class, a tribe, a caste. s.
বর্ণ A colour, a kind, a description, a class, a tribe, a caste. s.
বর্ত্ম A road; way, manner. s.
বর্ষণ The act of raining. s.
বল Strength, power, force. A pawn at chess. *Bale*, By force of, by dint of. s.
বলবান Strong, stout, stalwart, powerful, vigorous. s.
বলি An offering, a sacrifice, an oblation. s.
বলিতে To speak, to say, to tell. *Bala-to*, Only speak, just say the word. See Grammar. § 71. s.
বলিদান An oblation, an offering. s.
বল্কল The bark of a tree. s.
বশীভূত Subjected, obedient. s.
বসতি Abode, dwelling, residence, a village. s.
বসন The state of sitting. s.
বসিতে To sit down, to dwell, to abide, to subside, to set (as the sun). s.
বস্তু Thing, matter, substance, a material body, article, object. s.
বস্ত্র Clothes, raiment. s.
বহির্গমন The act of going or sallying out. s.
বহু Much, many, large, great, very. s.
বহুবিধ Manifold, multiform, various, great, repeated. s.

বহ্নি Fire, or *Agni* its personification. s.

বা Or, either. (And occasionally indicative of doubt) If, or, whether; and. (Sometimes it seems to be used as a mere expletive.) s.

বাইশ or বাইস (from s. বাসি) An adze, a chisel. s.

বাক্য A sentence, a discourse, a word, speech, statement. s.

বাঁচাইতে To cause to escape, to save, to spare, to revive. B.

বাঁচিতে To escape, to be saved, to survive, to remain unexpended, to recover. B.

বাজ A hawk, a female falcon. s.

বাজার (بازار) A market. P.

বাঞ্ছা Wish, desire. s.

বাটী A house, a dwelling. s.

বাণ An arrow. s.

বাণিজ্য Trade, traffic. s.

বাদী Speaking, a speaker. s.

বাধ Hindrance, opposition. s.

বান *m.* বতী *fem.* (বৎ in comp.) Terminations subjoined to nouns to form possessives. s.

বাবল (بابول) Babylon. A.

বাম The left, (not the right). s.

বায়ু Air, wind. s.

বার A moment, time, (used in comp. as একবার once). s.

বারণ Warding off, defending, resisting, prohibiting, or hindering; prevention. s.

বালক A boy, a child. s.

বাল্য Childhood. s.

বাস A dwelling, an abode, residence. Perfume. s.

বাসনা Wish, desire, inclination. s.

বাহন Any vehicle, as a carriage, a horse, an elephant. s.

বাহির Out, outward, outside, external. s.

বাহিরে On the outside, without, out. s.

বাহু The arm. s.

বাহুড়িতে To return. U.

বাহুল্য Abundance, affluence, prosperity. s.

বাহ্লীক A country lying north-west of Afghānistān, better known by the popular name. Balkh. s.

বিকসিত Blown (as a flower), budded, expanded. s.

বিকৃতি Change, alteration, contortion. s.

বিক্রম or বিক্রমাদিত্য The name of a celebrated prince, the sovereign of Ujain, and reputed founder of an æra still in use among the Hindūs,

commencing 56 years before the Christian æra. s.
বিক্রয় Sale, selling, vending. s.
বিক্রীত Sold. s.
বিক্রেতা A vendor, a seller. s.
বিক্রেয় Saleable, vendible.
বিক্ষত Wounded, hurt, struck. s.
বিখ্যাত Celebrated, famous, notorious. s.
বিগ্রহ An image, an idol. War, battle, combat. s.
বিচক্ষণ Clever, able, skilful. *s.* A learned Pandit. s.
বিচার Consideration, deliberation, legal trial, investigation, reflection, judgment. s.
বিচারক Just, considerate, equitable; a judge. s.
বিচারকর্ত্তা A judge. s.
বিচ্ছেদ Separation, divorce, absence. s.
বিছাইতে To spread, to strew, to cover over. *s.*
বিছানা Bedding, a bed. *s.*
বিড়াল A cat. s.
বিদায় Leave of absence, dismissal, leave to depart. s.
বিদারণ The act of tearing, splitting, or ripping asunder. s.
বিদীর্ণ Torn apart, rent asunder, split. s.
বিদেশ A foreign country, abroad. s.
বিদেশী or বিদেশীয় Of a foreign country, a foreigner, a stranger, an alien. s.
বিদ্যা Science, knowledge. s.
বিদ্বান Intelligent, knowing, learned. *s.* A sage, a wise man. s.
বিধ Manner, kind, sort. s.
বিনয় Humility, modesty, courtesy. s.
বিনা Without. s.
বিনাপরাধে (বিনা + অপরাধে) Without offence, faultlessly, innocently. s.
বিনাশ Destruction, loss, annihilation, disappearance. s.
বিন্যাস Assemblage, company; site, place. s.
বিপক্ষ An adversary, an enemy, a foe. s.
বিপত্তি Adversity, calamity, misfortune. s.
বিপদ Calamity, adversity, misfortune. s.
বিপ্র A Brāhman. s.
বিবরণ Explanation, description. s.
বিবাদ A contest, a dispute, a law-suit. s.
বিবাহ A marriage. s.
বিবিধ Various, multiform, of many kinds or sorts. s.

বিবেক Discrimination, judgment. s.

বিবেচক Discriminating, judging well. s.

বিবেচনা Discrimination, judgment, reflection, a mental resolve, trial, attempt, pondering. s.

বিম্ব A sort of red gourd (Momordica monadelpha) to which the lips of a mistress are often compared. s.

বিম্বোষ্ঠী (বিম্ব+ওষ্ঠ) Having lips as red as the Vimbā, red-lipped. s.

বিরক্ত Estranged, displeased, dissatisfied, averse. s.

বিরত Stopped, ceased, rested, desisted. s.

বিলক্ষণ Distinct, clear, exact, elegant, excellent. s.

বিলম্ব Delay, slowness. s.

বিলাপ Wailing, lamentation. s.

বিশিষ্ট Distinguished, excellent; endowed with, possessed of, inherent. s.

বিশেষ Peculiar, special, particular, principal, important. s. Sort, kind, manner. s.

বিশেষিতে To describe, to specify, to particularise. s.

বিশ্বস্ত Trusted, confided in, confidential, faithful. s.

বিশ্বাস Trust, faith, confidence. s.

বিশ্বাসঘাতক A traitor, a deceiver. s.

বিষণ্ণ Dejected, sad, cast down. s.

বিষয় An object, a subject, an affair, a circumstance, matter, plea or suit at law. *adj.* Worldly, sensual, as *bishay-karma*, worldly business: *bishay-bāsanā*, worldly desire. s.

বিষ্ণু Vishnu, the Deity in his character of Preserver, or the vivifying energy of the Divinity personified. s.

বিসম্বাদ Disappointment, contradiction, disagreement. s.

বিস্তর Much, most, many, very. s.

বিস্তার Amplification, detail, mention. s.

বিস্তারিত Spread out, detailed; explanation, circumstances. s.

বিস্মিত Astonished, surprised, amazed. s.

বিস্ময় Surprise, astonishment. s.

বিহিত Fit, proper, suitable, determined, fixed, appointed. s.

বীজ A seed, a germ, the first principle or cause of anything. s.

বীজিত Fanned. s.

বীর A hero. s.

বুদ্ধি Understanding, intellect. s.
বুঝিতে To understand, to comprehend, to think, to conceive. s.
বুদ্ধিমান *m.* বুদ্ধিমতী *fem.* Intelligent, wise. s.
বুনিতে To sow seed. To weave. s.
বৃক্ষ A tree. s.
বৃত্তান্ত Tidings, intelligence, the circumstances of anything; a tale, a story. s.
বৃথা Useless, fruitless; in vain. s.
বৃদ্ধ Increased, augmented, aged. An old man.
বৃদ্ধি An increase, an enlargement, augmentation. s.
বৃষ্টি Rain. s.
বৃহৎ or বৃহদ Large, great. s.
বেড়াইতে To cause to go round, to pace up and down. s.
বেত্তা Knowing, versed in, understanding. s.
বেদ The Hindu Scriptures. They are four, and are termed 1. Rik, 2. Yajur, 3. Sāma, and 4. Atharva. s.
বেদনা Pain, torment, agony. s.
বেশ Dress, disguise, costume. s.
বেষ্টন The act of surrounding, encompassing, winding round, coiling, rolling round, or entwining. s.
বেষ্টিত Surrounded, enclosed, encircled. s.
বৈতালিক A bard whose office it is to awaken a chief or prince at dawn with music or song; a conjurer. s.
বৈধব্য Widowhood. s.
বৈরি Hostile, inimical. s. An enemy. s.
বোদ্ধা One who knows, shrewd, cautious, sensible. s.
বোধ Understanding, feeling, comprehension, wisdom. s.
ব্যক্ত Evident, apparent, manifest. s.
ব্যক্তি An individual, a person. s.
ব্যঞ্জন Sauce, condiment. s.
ব্যতিরেক also *Byatireke*, Besides, without, except, saving. s.
ব্যথিত Pained, hurt, distressed. s.
ব্যবসায় Exertion, occupation, business, trade, traffic. s.
ব্যবসায়ী Being of a trade or profession, a professor. s.
ব্যবহার Profession, business, usage, custom, behaviour; a contest. s.
ব্যয় Expenditure, expense, extravagance. s.
ব্যসন Ill luck, calamity, vice, debauchery. s.

ব্যস্ত Confounded, confused, bewildered, agitated, flurried. s.

ব্যাকুল Confounded, bewildered, perplexed, distressed (with fear). s.

ব্যাঘাত Obstacle, impediment, difficulty. s.

ব্যাঘ্র A tiger. s.

ব্যাধ A hunter, a fowler, a sportsman. s.

ব্যাধি Sickness, disease in general. s.

ব্যাপার Occupation, business, profession, practice, task, effort, attempt. s.

ব্রত A vow, or self-imposed promise. s.

ব্রহ্মচর্য্য The practice or devotion of a student in theology, a religious life. s.

ব্রহ্মা Brahmā, the Deity in his character of Creator, or the plastic energy of the Divinity personified. s.

ব্রাহ্মণ A divine, a priest; a man of the first class. s.

ভ

ভক্ষণ or ভক্ষ্য The act of eating. *Bhakshaṇīya*, Eatable, fit to be eaten. s.

ভগবান The divinity. s.

ভগ্ন Broken, broken (in fortune), routed, frail, disregarded, despised. s.

ভঙ্গ A breach, a chasm, a fissure, a fracture, a breaker or wave. s.

ভজন The act of serving or adoring, worshipping, adoration. s.

ভট্ট Best, excellent. *s.* A skilful person; a person who arranges matches, a bard, an encomiast. s.

ভবিতব্য About to be or become, likely to be, possible. s.

ভয় Fear, danger, dread. s.

ভয়ঙ্কর Terrific, frightful. s.

ভয়ানক Frightful, formidable, terrific, fearful, dangerous. s.

ভরসা Hope, dependence, reliance, trust. s.

ভর্ৎসনা Threat, menace, bravado. s.

ভাগ A part, a share, a portion. (Used in comp. as in নিশাভাগে Night-time). s.

ভাগ্য Fortune, luck, fate. s.

ভাণ্ডার (s. ভাণ্ডাগার) A storeroom, a magazine, a treasury. s.

ভাবনা Reflection, recollection,

consideration, investigation, meditation, fidelity, devotedness. s.

ভাবিত Thoughtful, pensive, melancholy, dejected. s.

ভাবিতে To think, to meditate, to consider; to be thoughtful, to be pensive. s.

ভাবে Implying in the nature, thus শত্রুভাবে as a foe. s.

ভার A load; an official station. s.

ভার্য্যা A wife. s.

ভাল Good, excellent, healthy, well. *ind.* Well, good. s.

ভালবাসা Goodwill, affection, liking, love. s.

ভাল্লুক or ভাল্লুক A bear. s.

ভাষা Language, speech, dialect. s.

ভিতর Within, inside. s.

ভিন্ন Pierced, broken, torn, rent, split, divided, separated, distinguished, other, different. s.

ভীত Frightened, alarmed, terrified. s.

ভীরু Fearful, timid. (in comp.) Fearing, as ধর্ম্মভীরু Fearing justice. s.

ভুজঙ্গ A snake. s.

ভুবন A world, the world. s.

ভুলাইতে To cause to err, to delude, to cajole, to seduce. s.

ভুলান The causing to forget; the act of deluding, coaxing, or fascinating. s.

ভুলিতে To go astray, to err, to forget, to blunder. s.

ভূ The earth, the terrestrial globe. *Bhūtal*, The surface of the earth. s.

ভূত Been or become. *s.* An evil spirit; a demi-god of a particular class. One of the five elements, *viz.* earth, fire, water, air, *ākāsh* or æther. s.

ভূপাল A king, a sovereign. s.

ভূমণ্ডল The earth, the world. s.

ভূমি The ground, earth, soil. s.

ভূষণ Ornament, embellishment. s.

ভূষিত Adorned, decorated, dressed, bedecked. s.

ভৃত্য A servant. s.

ভেক A frog. s.

ভেকী A female frog. s.

ভেদ Separation, division. s.

ভোগ Eating victuals; pleasure, enjoyment, passion or suffering; a share. s.

ভোগী An enjoyer, an eater; enjoying, possessing, suffering. s.

ভোজ The name of a sovereign of Ujain, who is supposed to have flourished about the

end of the tenth century; he was a celebrated patron of learned men, and the "Nine Gems," *i.e.* the nine poets or philosophers, are often ascribed to his æra. s.

ভোজন The act of eating. *s.* Food. s.

ভৌতিক Elemental, material. Relating or appertaining to evil spirits. s.

ভ্রমণ The act of wandering, roaming, or making a tour. s.

ভ্রষ্ট Fallen (from virtue), wicked, depraved. s.

ভ্রাতা A brother. s.

ম

মখমল (مخمل) Velvet. A.

মগ্ন Plunged, dived, immersed, sunk, drowned. s.

মঙ্গল Auspicious, propitious, good. *s.* The planet Mars.

মণি A gem, a jewel. (In comp. it implies superiority).

মণ্ডল An orb, a sphere, a circle, a region, a district. s.

মত In the manner, according to. *s.* A sect, a persuasion.

মতী (See the termination মান) s.

মতে In the manner. s.

মদ্য Wine. s.

মধ্যক্ষীণ Slender-waisted. s.

মধ্যে In the middle or midst, in, among, in the course of. s.

মন The heart; the mind. s.

মনুষ্য A man, man, mankind, people, a person of either sex. *adj.* Human. s.

মনুষ্যত্ব Manliness. magnanimity. s.

মনে করিতে To recollect. *s.*

মনে হইতে To occur to the mind. *s.*

মনোদুঃখ (মনস+দুঃখ) Heartache, anguish. s.

মনোদুঃখিত Distressed in mind, vexed. s.

মনোনীত (মনস+নীত) Heart-approved, chosen, a choice, a wish; acceptable. s.

মনোবাঞ্ছা or মনোভিলাষ (মনস+বাঞ্ছা) Heart's desire. s.

মনোযোগ (মনস+যোগ) Attention, care; enthusiasm, zeal. s.

মনোহর (মনস+হর) Heart-ravishing, captivating, fascinating, pleasing, beautiful. s.

মন্ত Properly the plural of মান (q. v.) but often corruptly used for it. s.

মন্ত্র A mystical verse or incantation, a charm. s.

মন্ত্রণা Counsel, plan, scheme, device. s.

মন্ত্রী A minister, a counsellor. s.

মন্দ Slow, dull, bad, evil, vile. s.

মন্দির A temple, a palace. s.

মবলগ (In Persian مبلغ) A sum, ready money. A.

ময় *m.* ময়ী *fem.* (in comp.) Added to a word it implies being made of, composed of, or filled with whatever the noun imports. s.

ময়মুন (میمون) Fortunate. Used as a proper name. A.

মরণ The act of dying, death. s.

মরিতে To die, to perish, to expire, to cease. *s.*

মর্য্যাদক A person of consequence, a noble. s.

মলয় A mountain or mountainous range, from which the best sandal wood is brought, answering to the western Ghāts in the peninsula of India. s.

মস্তক The head, top, apex. *Mastaka-chhhedan*, Decapitation. See Grammar § 83, VII. s.

মহৎ (in comp.) Great, large, bulky. s.

মহত্ত্ব Greatness, grandeur. s.

মহা Great, large, bulky. s

মহাজন A merchant, a trader, s.

মহারাজা A great king. (The title of Hindū sovereigns and great men). Voc. মহারাজ. *Mahārājādhirāj*, A sovereign paramount, king of kings. s.

মহাশয় (মহা+আশয়) Magnanimous, liberal, munificent; (your) majesty, honour, or worship, etc. See Grammar § 78. s.

মহৌষধ (মহা+ঔষধ) Garlic, long pepper, etc. (literally, great medicine). s.

মাংস Flesh. s.

মাগিতে or মাঙ্গিতে To desire, to want, to require, to solicit, to beg, to pray, to sue. *s.*

মাঠ A plain, a meadow, pasture land. U.

মাতঃ Oh mother! (the Sanskrit vocative of মাতা a mother). s.

মাত্র Merely, only, upon, on: much employed after the gerund, as আসিবামাত্র Upon coming. s.

মাথা The head. *s.*

মান *m.* মতী *fem.* মৎ (in comp.) Terminations subjoined to nouns to form possessives. See Grammar § 88 *a*. s.

মানন Confession. s.

মানিতে To mind, to respect, to reverence, to regard, to assent to, to obey, to submit, to confess, to acknowledge, to exhibit, to display. s.

মান্য Worthy of regard, respectable, venerable. s. Attention. s.

মানুষ Man, a person. s.

মায়া Illusion, deceit, trick, juggling; natural affection, maternal tenderness. s.

মায়াবী A magician, a juggler, a conjuror. s.

মারণ The act of killing, slaughtering, striking or hitting. s.

মারিতে To slaughter, to strike, to hit, to beat, to wield, to ply. s.

মাস A month. s.

মিত্র A friend. s.

মিথ্যা Falsely, untruly. s. Falsehood. adj. False. s.

মিলন The act of meeting, mixing, uniting, or finding. s.

মিলাইতে (from মিলিতে) To cause to meet, to re-unite, to reconcile. s.

মিলিত Joined to, united, mixed. s.

মিষ্ট Sprinkled. adj. Sweet, sugary. s.

মুক্ত Liberated, absolved, freed, let loose, discharged. s. A pearl. s.

মুক্তি Liberation, the release of the soul from the body, final beatitude. s.

মুখ The mouth, the face. s.

মুখী Having a face, faced. s.

মুগ্ধ Foolish, senseless, fascinated. s.

মুণ্ড The head. s.

মুণ্ডন The act of shaving, shearing, or cutting. s.

মুদ্রা A signet, a die, a stamp, coin, cash. s.

মুষ্টি The clenched hand, the fist; a handful. s.

মুহূর্ত or মুহূর্ত্তেক A moment, any short space of time. The thirtieth part of a day or forty-eight minutes, making a Hindu hour. s.

মূর্খ Foolish, ignorant, stupid, idiotic. s. A blockhead. s.

মূর্চ্ছিত Fainted, fainting, swooning, insensible. s.

মূর্ত্তি A form, a shape. s.

মূর্ত্তিমান or মূর্ত্তিমতী Having a form or shape, personified. s.

মূল A root; origin. s.

মূল্য Price, value, worth. s.

মৃগনয়ন Fawn-eyed. s.

মৃগয়া Hunting, the chase. s.

মৃত Dead, deceased, defunct. s.
মৃত্তিকা Earth, clay, soil, ground. s.
মেঘ A cloud. s.
মেধা Apprehension, conception, understanding; docility. s.
মোগোল (مغل) A mogul. P.
মোটে In the gross, altogether. B.
মোদক A sort of sweetmeat. s.
মোহিনী Magic, incantation. s
মৌন Silence, taciturnity. s.
ম্রিয়ু Death. s.
ম্রিয়মাণ Dying. s.

য

যখন As soon as, when. s.
যৎ or যদ Who, which, what. s.
যত As much, as many. s.
যত্ন Endeavour, effort, exertion, pains. s.
যৎপ্রযুক্ত On account of which, wherefore. s.
যথার্থ (যথা+অর্থ) True, accurate, exact, properly. s.
যথেষ্ট (যথা+ইষ্ট) As is wished, sufficient, great, much. s.
যথোচিত (যথা+উচিত) As is fit, suitable, much. s.
যদর্থ or যদর্থে For the reason, because, for whatever, for which. s.
যদি If. s.
যদ্যপি If, even if. s.
যবন *Yavan*, a Mahometan, a foreigner or barbarian. It anciently implied a Greek, and in this accords in sense and sound with the Hebrew Javan or Yavan. *Yavanesh-war* (*Yavana+īshwar*), The Yavan lord or prince. s.
যম Time personified as the regent of death: and, in mythology, he is represented as the judge and sovereign of নরক hell, where his capital is placed. s.
যমালয় The Tartarean regions. s.
যশ or যশঃ Fame, glory, celebrity, reputation. s.
যষ্টি A staff, a stick. s.
যষ্ট্যাঘাত (যষ্টি+আঘাত) A beating with a staff. s.
যাইতে To go, to depart. s.
যাওন or যাওয়া The act of going or departing. s.
যাচঞা A request, a solicitation, petition. s.
যাজদেশ That part of India in which the Brāhmanical rites prevail, viz. *Bharata-Varsha*, or *Hindūstān*. s.
যাত্রা March, departure, journey, procession, a festival, pilgrimage. s.

যাবৎ or যাবদ As much as, as many as, as long as, as far as, whilst, until: the antecedent of তাবৎ. s.

যাবল্লোক All the people. See Grammar, § 83, Rule IV.

যাষ্টিক (from যষ্টি a staff or mace) A mace-bearer. s.

যাহা What, whatever, whichever. s.

যিনি Who; he or she who. s.

যুক্ত Possessed of, endowed with.

যুদ্ধ War, battle, conflict, an engagement. *Juddha-nīti*, Rules or laws of war. s.

যুবতী Young, youthful. s. A young woman. s.

যুবা Young, youthful. s. A youth. s.

যূথ A multitude, a herd, a flock. s.

যে Who, which, what, whatever, that. *conj.* Saying, thus, if. *Je-kichhu*, Whatever, whatsoever it be. s.

যেন So that, whereby. s.

যেমত or যেমন In the manner, as, like. s.

যোগ Junction, joining, uniting, a fitting. s.

যোগপাদুকা An enchanted slipper that carried the wearer wherever he wished. s.

যোগী A devotee, one who performs the particular acts of meditation called *Yoga*, and hence supposed to have obtained supernatural powers, a magician, a conjuror. s.

যোগে On the junction (of), at the commencement (of). s.

যোগ্য Fit to be joined, fit, proper, suitable, worthy, clever, skilful. s.

যোগ্যতা Cleverness, skilfulness, capability, worth. s.

যোদ্ধা A warrior, a combatant. s.

যোষিত A woman. s.

র

রক্ত Coloured. *adj.* Red. s. Blood. s.

রক্ষক What preserves, a preserver, protector, a guardian, a sentinel, a keeper. s.

রক্ষণ The act of preserving or protecting. s.

রক্ষণীয় To be preserved, fit or capable to be preserved, defensible. s.

রক্ষা Preservation, protection, maintenance. s.

রক্ষাকর্ত্তা A preserver, a protector, defender. s.

রক্ষিত Preserved, protected, defended, guarded. s.

রজনী The night. s.

রজ্জু A rope, a cord, a tie, a string. s.

রণ War, battle. s.

রণভূমি A field of battle. s.

রত্ন A gem, or jewel. s.

রত্নাকর The ocean; literally the "mine of gems." s.

রব Any cry or sound, the crowing of a cock, a rumour. s.

রস Flavour, taste, either real or metaphorical; feeling or sentiment. s.

রহিত Left, quitted, abandoned, void of, destitute. s.

রহিতে To remain, to dwell, to continue, to be, to wait. *s.*

রাক্ষস A demon, a fiend, an ogre. s.

রাখিতে To defend, to guard, to keep, to save, to place, to fix, to amass, to lay up. *s.*

রাজ Employed as the first member of compound for রাজের of a king, as in রাজপুত্র the son of a king. *adj.* Royal. s.

রাজকন্যা A king's daughter, a princess. s.

রাজকর্ম্ম The kingly office, the royal duties, kingcraft. s.

রাজকীয় Royal, kingly. s.

রাজকুমার A king's son, a prince. s.

রাজদণ্ড Punishment inflicted by a king. A sceptre.

রাজধর্ম্ম The royal duties. s.

রাজধানী A royal city, a capital, a metropolis. s.

রাজনন্দন A king's son, a prince. s.

রাজনিবেদক An officer whose peculiar duty is to announce any business to the king, s.

রাজপুত or রাজপুত্র A king's son, a man of the military class. s.

রাজপুত্রী A king's daughter, a princess. s.

রাজবাটী A royal palace. s.

রাজলক্ষ্মী The king's fortune, either in a descriptive or personified sense. s.

রাজসভাস্থ A courtier. s.

রাজসমভিব্যাহৃতA king's attendant, a courtier. s.

রাজসিংহাসনThe royal throne. s.

রাজা. A king. Voc. রাজন. s.

রাজাজ্ঞা The king's commands, the royal pleasure. s.

রাজাধিরাজ (রাজা+অধি) A King of kings, an emperor. s.

রাজ্ঞী A queen. s.

রাজ্য A kingdom, a realm, a government; reign. s.

রাত্রি Night. *Rātri-kāl,* Night-time. s.

রাত্রিয়োগে Nightfall. s.

রাণী A queen, queen consort.

রায় A king, a prince. s.

রীত Usage, custom, manner, conduct. s.

রুটী Bread. s.

রুধির Blood. s.

রূপ also রূপক Form, figure, beauty, manner, way, mode, (in comp.) Like, resembling, consisting of. See Grammar, § 88, *i*.

রূপবান *m.* রূপবতী *fem.* Well-formed, beautiful, handsome. s.

রূপ্য Silver. s.

রে A vocative particle used in contempt or defiance, doubled occasionally, as রেরে. s.

রোদন The act of weeping or crying. s.

রোধ Hindrance, blocking up, surrounding, a blockade. s.

ল

লইতে To take, to accept, to receive, to assent. s.

লক্ষ A lac, *i.e.* 100,000. s.

লক্ষণ A mark, a spot, an indication. s.

লক্ষ্মী Wealth, success, prosperity; (and in its personified sense) the wife of Vishnu, and goddess of wealth and property, *viz.* Fortune. s.

লঙ্ঘন The act of leaping, striding, jumping, over-stepping, infringing, transgressing, violating. s.

লজ্জা Shame, modesty, bashfulness. s.

লজ্জান্বিত (লজ্জা+অন্বিত Modest, bashful, ashamed. s.

লজ্জিত Ashamed, abashed, modest, bashful. s.

লতা A creeper, a climber, or parasitic plant in general. s.

লবণ Salt. s.

লব্ধ Obtained, acquired, got. *Labdha-pratishṭha*, One who has gained renown. s.

লভ্য To be gained, obtainable, attainable, advantage, profit. s.

ললাট The forehead; fate, destiny (because it is conceived to be imprinted on every man's forehead). s.

লাগিতে To be engaged in, to be attached, to join, to begin, to be fixed, to suit, to touch, to hit. s.

লাবণ্য Saltness, savouriness, beauty. s.

লাভ Gain, profit, acquisition. s.

লিখিত Writen, recorded, delineated, drawn, painted. *s.* A writing. s.

লিপি A writing, an epistle, a letter. s.

লীন Melted away, dissolved, fused. Embraced. s.

লুপ্ত Cut off, obliterated, vanished. s.

লোক People, the world. (in comp.) A human being, as স্ত্রীলোক a woman; or a region, as দেবলোক The region of the gods. s.

লোকতঃ Popularly. s.

লোভ Covetousness, cupidity, greediness. s.

লোহময় *m.* লোহময়ী *fem.* also *Lauhamyī*, Made of iron. s.

শ

শক্ত Able, capable, strong, powerful. s.

শক্তি Power, strength, energy. *Shakti-rūpa*, The energy or active power of a man or deity personified as his wife. s.

শঙ্কা Fear, dread, terror, timidity, shame, apprehension, alarm, misgiving. s.

শত A hundred. s.

শত্রু An enemy, a foe, an adversary. *Shatrubhabe*, As a foe, in a hostile shape or manner. s.

শব্দ Any sound, a word, a voice. s.

শয়ন The state of sleeping or reposing. s.

শয্যা A bed, a couch, a sofa. s.

শরণ The act of protecting, preserving, or defending. *Sharaṇāgata*, One who comes for protection, a refugee; sheltered. s.

শরণাপন্ন A refugee, sheltered. s.

শরীর The body, the person. s.

শর্ম্মা Happiness, a name or appellation common to and proper for Brāhmans. s.

শল্য or *Shalyāstra*, A javelin, a dart. s.

শশিমুখী Moon-faced, beautiful. s.

শশী The moon. s.

শস্ত্র Any weapon, armour. s.

শস্ত্রবিদ্য One skilled in arms. *Shastrabidyā*, The science of arms. s.

শস্য Grain, fruit, a kernel. s.

শান্তি Quiet, tranquillity, rest, remission, serenity, placidity, s.

শালী (in comp.) Possessing, having. s.

শাসন The act of governing, ruling, subduing, or subjecting. Government, discipline. s.

শাস্ত্র An ordinance; science; Scripture, a book, a treatise. s.

শাস্ত্রতঃ By the Scriptures, divinely, legally; also *Shāstrato*. See Grammar, § 85. s.

শাস্ত্রবিজ্ঞ One learned in the Shāstra. *Shāstrabidyā*, Knowledge of science or Scripture, literature. s.

শাস্ত্রোক্ত (শাস্ত্র+উক্ত) Ordained or revealed in the Scriptures. s.

শিক্ষা Instruction, learning, study. s.

শিক্ষাগুরু A teacher, instructor. s.

শিক্ষিত Instructed, taught, trained, learned, clever, skilful. s.

শিখর The peak of a mountain, the top of a tree. s.

শিরঃ The head, skull. s.

শিরশ্ছেদন (শিরঃ+ছেদন) Decapitation. s.

শিল্প An art, any manual or mechanical art. s.

শিল্পকার A mechanician. s.

শিষ্ট Distinguished, excellent, polite, obedient, docile, manageable, good. s.

শীঘ্র Quick, speedy. *adv.* Quickly, speedily. s.

শীঘ্রগামী Going quick or expeditiously. s.

শীঘ্রতা Quickness, celerity, hurry, flurry. s.

শীতল Cooled, cold.

শীল Disposition, nature, quality. (in comp.) Endowed with. s.

শুক A parrot. s.

শুনাইতে To cause to hear, to relate, to mention, to recite. *s.*

শুনিতে To hear, to listen. *s.*

শুভাশুভ (শুভ+অশুভ) Prosperity and decline, weal or woe. s.

শুষ্ক Dry, dried. s.

শূর Brave. *s.* A hero. s.

শূরত্ব Bravery, heroism. s.

শূল A spear, a pike, a spit, a sharp instrument upon which criminals are impaled; a sharp pain, such as belly-ache, cholic, etc. *s.*

শেষ End, conclusion, finish, leavings. s.

শেষে In fine, finally, at last. s.

শোভা Light, lustre, radiance, splendour. s.

শোভিত Illuminated, resplendent, shining, gaily adorned. s.

শৌর্য্য Heroism, valour, courage. s.

শ্বশুর A wife or husband's father, a father-in-law. s.

শ্বেত White. *Shwet-chamar*, The white fly-flapper. s.

শ্বেতছত্র The white canopy (an emblem of royalty). s.

শ্রবণ or শ্রবণা The act of hearing. *s.* The ear. *Shrabanāsahya*, Intolerable to the ear. s.

শ্রম Labour, exertion, weariness, fatigue. s.

শ্রান্ত Wearied, fatigued, quieted, calm, tranquil. s.

শ্রী The goddess Lakshmī, the wife of Vishnu, and deity of plenty and prosperity. It is likewise prefixed to proper names to imply reverence or respect. *Shrījukta*, August, honourable, respectful. s.

শ্রেষ্ঠ Best, excellent, most excellent, pre-eminent. s.

ষ

ষষ্ঠ The sixth. s.

ষষ্টি Sixty. s.

স

স (for সহ) With. s.

সংগ্রহ A collection, a compilation, accumulation. s.

সংগ্রাম Battle, war. s.

সংপ্রতি (Correctly. সম্প্রতি) Now, at present, at this time. s.

সংবাদ Communication of intelligence or news, account. s.

সংযুক্ত Joined with, connected, united. s.

সংযোগ A joining together. Conjunction, contract, cohesion, union, preparation. s.

সংরক্ষণ The act of preserving, guarding or protecting. s.

সংলগ্ন Fixed, joined, attached, connected, united. s.

সংশয় Doubt, uncertainty, scepticism. s.

সংসার The world; livelihood. s.

সংস্থাপন The act of defending, protecting, establishing or fixing. s.

সংহার Destruction, murder, carnage; a collection, an assemblage. s.

সকল All, the whole, entire. s.

সক্রোধ Angry, wrathful. s.

সঙ্গে In company, along with. s.

সচিব A friend, a companion; a minister, a councillor. s.

সঞ্চয় A heap, a hoard, a collection, a quantity. s.

সৎ or সদ Being; good, virtuous, true. *s.* A good man. s.

সৎকথক An eloquent person. s.
সৎবিবেচক Of sound judgment. s.
সত্তিত্ব Chastity, truth. s.
সতীপুত্র The son of a virtuous woman. s.
সত্য Truth. s.
সত্যতা Veracity, truthfulness. s.
সত্যপ্রতিজ্ঞতা The state of being pledged to truth. s.
সত্যবাদী *m.* সত্যবাদিনী *fem.* Speaking truth, veracious. s.
সত্যবীর A man of heroic qualities who is devoted to truth. s.
সত্যসন্ধ Holding to truth, veracious. s.
সদ্বিদ্যা Salutary knowledge, holy knowledge. s.
সন্ততি Offspring, progeny, a child. s.
সন্তান Offspring, progeny, a child. s.
সন্তুষ্ট Delighted, pleased, satisfied. s.
সন্দেহ Doubt, uncertainty. s.
সন্ধান Intimation, knowledge or ascertainment of anything, discovery. s.
সন্ধ্যা Twilight (either morning or evening). s.
সন্নাহ Armour, mail, either of iron or thick-quilted cotton. s.
সন্নিধানে In the vicinity, near. s.
সন্নিধিবর্ত্তী Being or abiding near, close to. s.
সন্ন্যাসী The Brāhman of the fourth order, the religious mendicant, an ascetic, a devotee. s.
সপ্তম Seven. s.
সপ্তাহ (সপ্ত+অহন) A week. s.
সব All, every, the whole, total. s.
সভা An assembly, a king's court. s.
সভাসৎ or সভাস্থ A companion of a great man, a member of an assembly or council. s.
সভ্য Pertaining to an assembly. s. An assistant at an assembly. s.
সমভিব্যাহার Compȧny, society. s.
সমভিব্যাহৃত Surrounded, attended, waited upon, a dependant, retinue, in attendance upon. s.
সময় Time, season, period. s.
সমর War, battle, conflict. s.
সমর্পণ The act of consigning, or giving in charge. s.
সমস্ত All, the whole, entire, complete. s.
সমাগম A coming together, assembling; arrival, approach, conjunction, union. s.
সমাচার News, tidings, intelligence. s.

সমান Same, equal, uniform, like, similar, common. s.

সমাপ্ত Finished, concluded, ended. s.

সমাপ্তি Completion, end, conclusion. s.

সমীপে In the presence or vicinity (of), near.

সমুদায় A heap, a quantity. *ind.* The whole, all, entire. s.

সমুদ্র The ocean, the sea. s.

সমূহ The entire assemblage, quantity, a multitude. s.

সম্পত্তি Prosperity, success, increase of wealth, power, or happiness. s.

সম্প্রতি Now, at present, at this time. s.

সম্বন্ধ Connexion, affinity; the genitive case. s.

সম্বুল (سنبل) Spikenard. A.

সম্বর্দ্ধনা Augmentation, increase, promotion, rewarding, cherishing, hospitable treatment. s.

সম্বাদ Intelligence, information, news, account. s.

সম্ভূত Produced, born. s.

সম্ভ্রম Reverence, respect, honour. s.

সম্মত Agreed to, consented to, acquiesced in, approved of. s.

সম্মান Respect, honour, esteem, dignity, rank, promotion. s.

সম্মুখ Fronting, facing. s.

সম্মুখে In the presence (of), before. s.

সয়দাগর (سوداگر) A merchant. P.

সরোবর A lake or large pond. s.

সর্প A snake, a serpent. s.

সর্ব্ব All, the whole, entire. s.

সর্ব্বকর্ত্তা The maker of all things, the Creator. s.

সর্ব্বক্ষণ or সর্ব্বক্ষণে At all times, always. s.

সর্ব্বত্র Everywhere. s.

সর্ব্বদা Always, at all times. s.

সর্ব্বাগ্রে (সর্ব্ব+অগ্রে) Before all. s.

সর্ব্বাঙ্গ (সর্ব্ব+অঙ্গ) The whole body, from head to foot. s.

সর্ষপ Mustard seed, a weight equivalent to a grain of mustard seed. s.

সলিল Water. s.

সল্লোক (সৎ+লোক) Respectable people, gentlefolk. s.

সশরীরে In person. s.

সস্ত্রীক Accompanied by a wife. s.

সহকার Assistance, aid, help. s.

সহকারিতা Assistance, aid, kindness, patronage. s.

সহযুক্ত Joined with, connected, associated, blended, compounded. s.

সহগমন Concremation. The act of a widow's burning herself with her husband's body. It is opposed to অনুগমন which implies the act of burning herself subsequently. s.

সহগামিনী A woman who burns herself with her husband's body.

সহজ (সহ্+জ) Born with, innate, inherent, natural, easy. s.

সহমরণ The act of a widow's dying by concremation.

সহর (شهر) A city, large town. P.

সহস্র A thousand. s.

সহস্রসহস্র Thousands upon thousands. *s.* A million. s.

সহিত Accompanied. *postp.* Together with, along with. s.

সহিষ্ণু Patient, enduring, resigned. s.

সহোদর A full brother (or one having the same father and mother). s.

সাক্ষাৎ or সাক্ষাতে In the presence (of), before: evidently. *Sākhyāt-k.*, To present, to have an interview. *Sākhyāt-kār*, An interview. s.

সাক্ষাৎকারে In the presence (of), before, in sight. s.

সাক্ষাদ্ধর্মাবতার (সাক্ষাৎ+ধর্ম+অবতার) The personified incarnation of justice. s.

সাক্ষী *m.* সাক্ষিনী *fem.* Witnessing, seeing, an eye-witness. s.

সাঙ্গ (স+অঙ্গ) Completion, finish, end. s.

সাজা (سزا) Correction, punishment, retribution. P.

সাজাইতে To cause to fit, to arrange, to adjust, to prepare, to adorn, to equip, to accoutre, to harness, to put in order. s̱.

সাজিতে To fit, to become, to be prepared. s̱.

সাটী A petticoat. s̱.

সাত Seven. s̱.

সাত্বিক Good, amiable, benevolent, pure, pertaining to the best qualities of man. s.

সাধু An exclamation of approbation. Bravo! Admirable! s.

সাধু *m.* সাধ্বী *fem.* Good, pious, pure, virtuous. s.

সাধ্য What is to be accomplished, possible, feasible; achievable, possibility, power, s.

সাধ্বী A virtuous wife. s.

সাবধান Careful, attentive, circumspect, vigilant. *s.* Caution, vigilance. s.

সাবধানতা Carefulness, circumspection, attention.

সাবধানীকৃত Cautious, careful, discreet. s.

সাবধানে Carefully, cautiously, vigilantly. s.

সামগ্রী Any kind of property, baggage, furniture, goods, chattels. s.

সামর্থ্য Ability, power, strength, vigour. s.

সামান্য Universal, common, not special, of the lower class of people, plebeian. s.

সামুদ্রিক also *Samudrak*, An interpreter of good or evil fortune by spots on the body, fortune-telling. s.

সার The heart, the pith, the marrow of anything, the essence or best of anything. *adj*. Most important. s.

সারী A species of jay (Gracula religiosa). s.

সার্দ্ধ (স+অর্দ্ধ) With a half. If put before any number under a hundred it implies that number and the half of one of its units; but if put before a hundred or a thousand, it implies either of these and its half. s.

সালঙ্কার (স+অলঙ্কার) Ornamented, adorned with jewels. s.

সাহস Rashness, daring, boldness. *Sāhas-shālī*, Bold, courageous.

সাহায্য Friendship, fellowship, aid, alliance. s.

সিংহ A lion; the sign Leo. (in comp.) Pre-eminent. s.

সিংহনাদ The shout or cheering on making an attack, war whoop. s.

সিংহাসন A throne. s.

সিদ্ধ Accomplished, obtained, realised; proved, demonstrated. *Siddhi*, Completion, accomplishment. s.

সিঁধ A mine, a hollow, a breach, hole in a wall. s.

সীপাহ (سپاهي) A soldier. P.

সু Fit, proper, excellent, good, beautiful, kind, easy, pleasing; very, etc. s.

সুখ Pleasure, happiness, delight. s.

সুখী Having pleasure, pleased, happy, content. s.

সুড়ঙ্গ A cavity, a hole, a mined way. s.

সুত A son. s.

সুতা A daughter. s.

সুদ্ধ also *suddhā*, Together with, altogether. s.

সুন্দর *m.* সুন্দরী *fem.* Beautiful, handsome. s.

সুবর্ণ Gold, a gold coin. s.

সুবোধ Intelligent, wise, cunning. s.

সুরূপ Comely, handsome.

সুলক্ষণ An auspicious mark, sign, or omen. s.

সুলতান (سلطان) A sultan, king. A.

সুশীতল Very cold, deliciously cool. s.

সুস্থ Being at ease, composed in mind, tranquil, quiet, well, in health. s.

সূচক Indicating, forewarning, making known; a spy, an informer, a scoundrel. s.

সূত্র Thread, tissue.

সূত্রধর A carpenter. s.

সূপকার (সূপ + কার) A cook. s.

সূর্য্য The sun. *Sūryāsta*, Sunset. s.

সূর্য্যমুখী Sun-faced, beautiful, lovely. s.

সৃষ্টি Creation. s.

সৃষ্টিকর্ত্তা The Creator. s.

সেই That, he, she, it. s.

সেখানকা Of that place. *Sekhāne*, There, in that place. s.

সেনা An army. s.

সেনাপতি The commander of an army, a general. s.

সেবন The act of attending upon, serving, and administering medicines. s.

সেবা Service (either to God or man). s.

সেলাই Sewing, stitching. s.

সৈন্য An army. s.

সৈন্যসামন্ত Military equipage. s.

সৌন্দর্য্য Beauty. s.

সৌরভ Scent, perfume. s.

স্কন্ধ The shoulder; the trunk of a tree. s.

স্খলন The act of falling, tumbling, tripping, or stumbling, a falling from virtue. s.

স্তব Praise, eulogium. s.

স্তম্ভন The state of stopping, obstructing, or hindering. s.

স্তুতি Praise, eulogy. s.

স্ত্রী A female, feminine, a woman. The female sex. s.

স্ত্রীলোক A woman. s.

স্থ Standing, abiding, living, being. s.

স্থাতে In the state (of). s.

স্থান A place, a spot, a site, a situation, a dwelling. *Sthānāntar*, Another place, elsewhere. s.

স্থানে In the place, from, to. s.

স্থাপিত Caused to stay, deposited, laid by, established, erected, founded, ordained, decreed, fixed, steady, ascertained. s.

স্থায়ী Stationary, permanent, continual. s.

স্থিত Stood, remained, situated, stayed, stopped, standing, fixed, determined, agreed upon. *s*. Assets. s.

স্থির Fixed, steady, determined, immovable, quiet, quiescent, placid; a challenge, defiance. s.

স্থূল Thick, stout, bulky. s.

স্নান Bathing, ablution. s.

স্পর্দ্ধা Arrogant display of superiority, braving, daring. s.

স্ফুটিত Blossoming, budded, blown, expanded. s.

স্ফুরিত Throbbing, trembling, exposed, bared, out-stretched. s.

স্ব Own. *s*. Self. s.

স্বকীয় Belonging to self, own. s.

স্বচ্ছন্দ Unopposed, voluntary, spontaneous, happy, contented. s.

স্বজন Family, dependants, one's own people. s.

স্বত্ব Self-existence, own right or property. s.

স্বপ্ন Sleep, a dream. s.

স্ববশ Having free will, being a free agent. s.

স্বভাব Nature, natural state, property, natural disposition. s.

স্বর A sound, a tune, a vowel. s.

স্বর্গ Indra's paradise, the residence of deified mortals and the gods, heaven. s.

স্বর্ণ Gold. *Swarṇa-jashṭik*, The bearer of the golden mace. *Swarṇa-mudrā*, A gold mohur, a moidore. s.

স্বর্ণকার A goldsmith. s.

স্বর্ণালঙ্কার An ornament of gold. s.

স্বস্থান A home, a residence. s.

স্বাভাবিক Natural, innate, inherent, peculiar. s.

স্বামী A lord, a master, a husband. *Swāmī-bhābe*, As a husband. s.

স্বীকার Assent, promise, agreement, acceptance. s.

স্বীকৃত Acknowledged, assented to, promised, engaged. s.

স্বীয় Own, relating to one's self. s.

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক After interchanging of good wishes, or compliments. See Grammar, p. 112. s.

স্মরণ Remembrance, remembering. s.

হ

হইতে To be or become, to exist, "to go," "to have been," like our expression "you have been and done it." s.

হওন or হওয়া The being, etc. s.

হংস A swan, a goose. s.

হংসগমন Moving like a swan, graceful. s.

হট্ট A market. s.

হঠাৎ By force, unexpectedly, unawares, by surprise. s.

হত Killed, slain, destroyed, hurt, struck, injured. s.

হন্যমান Being slain, being killed. s.

হস্ত The hand. *Hasta-prāpta*, Obtained, procured, acquired.

হস্তিনানগর or *Hastināpura*, The ancient Delhi. s.

হস্ত্যাকার Of the form of an elephant. s.

হস্তী Having a hand or trunk, *i.e.*, an elephant. s.

হা *interj.* Alas!

হাকিম (حاکم) A ruler, a judge. A.

হাজির (حاضر) Present, ready. A.

হাত The hand, a cubit. *Hāt-dite*, To thrust the hand. s.

হারাইতে To cause to lose, to lose, to vanquish. s.

হারিতে To be defeated, to lose. s.

হাস or হাস্য Laughter, mirth. *Hās-bidya*, A droll, merry-andrew, buffoon. s.

হিংসা Injury, mischief. s.

হিংস্র Noxious, hurtful, injurious, mischievous. s.

হিতকর্ম্ম Fidelity, friendliness. s.

হিতেচ্ছা (হিত + ইচ্ছা) Goodwill, benevolence. s.

হীন Deserted, abandoned, vile, deficient, destitute. s.

হুন A coin generally known by the name of Pagoda, worth about eight shillings. U.

হৃদয় The heart. s.

হৃষ্ট Rejoiced, gladdened, delighted, pleased. s.

হে *interj.* O. See Grammar, § 70.

হেঁটমুণ্ড With stooping, head. s.

হেমন্ত Winter, cold season. s.

হেতু A cause, origin, motive. s.

হেতুক A cause, motive, reason, sake. *postp.* For the sake (of), for. s.

STEPHEN AUSTIN, PRINTER, HERTFORD.